# ঈশ্বরের বাছাই করা রাজা
## মার্কের নেখা ভাল খবর

### পরভু যীশুর আইসার ঢোলাই

(মথি ৩:১-১২; লূক ৩:১-১৮; যোহন ১:১৯-২৮)

১ [১] ঈশ্বরের একটা ভাল খবর কবার চাং। এই খবরটা হইলেক
ঈশ্বরের বাছাই করা রাজার সমন্দে।* উঁয়ার নাম হইলেক যীশু
আর উঁয়ায় হইচে ঈশ্বরের বেটা।
এই ভাল খবরটা এই নাকান করি শুরু হইচে। [২] যীশুর আইসার
ম্যেল্লা দিন আগোত উঁয়ার সমন্দে যিহূদী ভাববাদীলা এই নাকান
নেখিচে। ঈশ্বর উঁয়ার বেটাক কয়:

"দেখ, তোর আইসার আগত
মোর খবরিয়াক প্যেঠেবার ধরচুং।
খবরিয়াটা মানষিলার মনের ঘাটা বানাবে
যাতে তোক সগায় মানি নেয়।"#

ভাববাদী যিশাইয়ও নেখিলেক যে, [৩] নিধুয়া পাথারত একজন
চিকিরিয়া কবার নাগচে:

"পরমপরভু আসিবার বাদে

---

*১:১ যিহূদীলার ভাষাত "বাছাই করা রাজা" হইচে "মশীহ", আর গ্রীক ভাষাত এইটা হইচে "খ্রীষ্ট"।

#১.২ মালাখি নামে ভাববাদী এই ভবিষ্যত বানী দিচে যীশুর আইসার পরায় ৪০০ বছর আগোত। দেখ: মালাখি ৩:১।

মনের ঘাটা ঠিক কর!
ঘাটাটা সোজা কর!”#

৪ ঐ খবরিয়াটা হইলেক যোহন। উঁয়ায় নিধুয়া পাথারত দীক্ষাদাতা
হয়া আসিলেক, আর ঢোলাই দিবার নাগিলেক যে, “পাপের বাদে
পস্তেয়া মন ফিরান, আর জল দিয়া দীক্ষা নেও!* স্যেলা ঈশ্বর
তোমারলার পাপ ক্ষমা করিবে।”#

৫ এই বাদে যিহূদিয়া প্রদেশের আর যিরূশালেম গঞ্জের সগায়
বিরিয়া যোহনের টে আসির ধরিলেক। উমরা নিজের নিজের পাপ
স্বীকার করির পাছত যর্দন নামের নদীত যোহন উমারলাক জল দিয়া
দীক্ষা দিলেক।

৬ যোহনের পিন্দিবার কাপড় আছিলেক উটের লোমের,* আর
উঁয়ার কমরত আছিলেক চামড়ার পেট্টি।# উঁয়ায় খাবার খাইচে বড়
বড় কুকতি আর জঙলের মধু।

৭ যোহন আরো ঢোলাই দিলেক যে, “মোর পাছত একজন আসির
ধরচে। উঁয়ায় মোর চায়া শক্তিবান। ছাপরিয়া উঁয়ার জুতা খুলি

---

*১:৪ ভাববাদী যোহন একজনাক নদীর জলত ডোবেয়া টপকরি উঠেয়া দীক্ষা দিলেক। এই অনুষ্ঠানের মানে, মরা পাপী জীবনটা ধুইয়া মানষিটা শুদ্ধি হয়া নয়া জীবনত সোন্দাইলেক। গ্রীক ভাষাত এই অনুষ্ঠানের নাম “বাপ্তিস্ম”।

*১:৬ ভাববাদী এলিয়-এর পিন্দিবার কাপড় একেই নাকান আছিলেক (দেখ: ২ রাজাবলি ১:৮)।

#১:৩ যিশাইয় নামে ভাববাদী এই ভবিষ্যত বানী দিচে যীশুর আইসার পরায় ৭০০ বছর আগোত। দেখ: যিশাইয় ৪০:৩

#১:৪ দেখ: প্রেরিত ২:৩৮ #১:৬ যোহন আর এলিয়-এর সমন্দে দেখ: মথি ১১:১০; লূক ১:১৭,৭৬; ৭:২৭

দিবারও মোর যোগ্যতা নাই।* ৮ মুই তোমারলাক জল দিয়া দীক্ষা
দিলুং কিন্তুক উঁয়ায় তোমারলাক পবিত্র আত্তা দিয়া দীক্ষা দিবে।”#

## পরভু যীশুও জল দিয়া দীক্ষা নিলেক, নিয়ম পূরণের বাদে

(মথি ৩:১৩-১৭; লূক ৩:২১, ২২)

৯ এক দিন যীশু গালীল প্রদেশের নাসরত গেরাম থাকি যোহনের টে
আসিলেক। ওটেকোনা যোহন যীশুক যর্দন নদীত নিয়া যায়া জল দিয়া
দীক্ষা দিলেক। ১০ আর যীশু য্যেলা জল থাকি ডুবিয়া উঠির ধরচে,
স্যেলায় স্যেলায় দেখিলেক দ্যাওয়া দুই ফাইল্টা হয়া, ঈশ্বরের আত্তা
কইতোরের ঢক ধরি উঁয়ার উপরাত নামি আসিলেক।
১১ আর দ্যেওয়া হাতে একটা শব্দ শুনা গেইলেক, “তুইয়ে মোর
বেটা, মোর মনের একজন। তোর উপর মুই খুশি আছং।”#

*১:৭ ঐ সমায় জুতা খুলিবার হইলেক দাসের কাম। উমারলার জুতা আছিলেক ফিতা বান্দা।

#১:৮ দেখ: প্রেরিত ১:৫; ১১:১৫-১৭ #১:১১ দেখ: আদি বই ২২:২; গীতসংহিতা ২:৭; যিশাইয় ৪২:১; মথি ৩:১৭; ১২:১৮; মার্ক ৯:৭; লূক ৩:২২

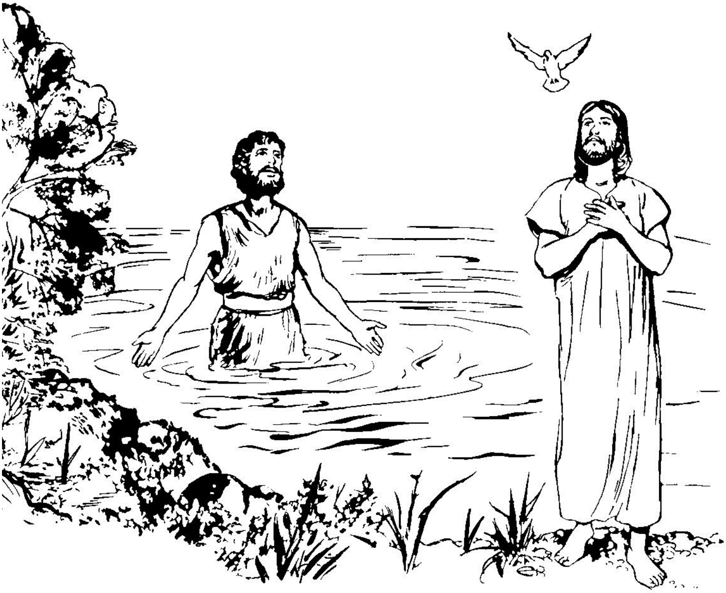

**পরভু যীশু জল দিয়া দীক্ষা নিলেক (মার্ক ১:১০)**

## শয়তান-অসুর পরভু যীশুক পাপের ফান্দত ফেলেবার চেষ্টা করিলেক

(মথি ৪:১২-১৭; লূক ৪:১৪, ১৫)

১২ ইয়ার পাছত যীশুক ঈশ্বরের আত্তা চালনা করি নিয়া গেইলেক
নিধুয়া পাথারত। ১৩ আর ওটেকোনা যীশু চল্লিশ দিন থাকিলেক।*

*১:১৩ যিহূদী মানষিলার বাদে ৪০ নাম্বার গুরুত্বপুর্ণ। ভাববাদী মোশির সমায় যিহূদী বংশ ৪০ বছর নিধুয়া পাথারত ঘুরিয়া বেড়াইলেক। এ্যংকরি ঈশ্বর উমারলাক পরীক্ষা করিলেক (দেখ: দ্বিতীয় বিবরণ ৮:২-৩)।

কিন্তুক শয়তান-অসুর যীশুক নানা নাকান পাপের ফান্দত ফেলেবার চেষ্টা করিলেক।# ঐ নিধুয়া পাথারত জংলি জীব-জন্তুও আছিলেক কিন্তুক স্বর্গের দূতলা যীশুর যতন করির নাগিলেক।

## যীশু ভাল খবরটার পরচার শুরু করিলেক

(মথি ৪:১২-১৭; লূক ৪:১৪, ১৫)

১৪ পাছত য্যেলা যোহন জেলখানাত বন্দি হইলেক, স্যেলা যীশু
গালীল প্রদেশত আসিলেক। ওটেকোনা ঈশ্বরের দেওয়া ভাল খবর
নানান জাগাত ঢোলাই দিবার নাগিলেক। ১৫ উঁয়ায় কইলেক যে,
"ঈশ্বর যেই সমায়টা ঠিক করিচে, ঐ সমায়টা হয়া গেইচে। উঁয়ার
রাইজ্য* বগলা-বগলি আসিচে! তোমরালা পাপের ঘাটা থাকি মন
ফিরান আর ভাল খবরটা বিশ্বাস করো।"

---

***১:১৫** ঈশ্বর তো এই দুনিয়ার সিজ্জন কর্তা আর মূল রাজা। কিন্তুক উঁয়াক না মানিয়া আমরা মানষি পাপের ঘাটাত যাই। যিহূদী পুরানা শাস্তরত ঈশ্বর নিজের উদ্দেশ্য জানাইলেক যে, মানষির পাপের কামাই দূর করিয়া, এক দিন উঁয়ায় রাজা হিসাবে সৌগ দুনিয়ার উপরাত ভাল শাসন করিবে। পরভু যীশু ঈশ্বরের শাসন দুনিয়াত আনিচে। যায় যায় যীশুক মানি নেয়, ঈশ্বরের শাসন স্বীকার করে, আর উমরা ঈশ্বরের রাইজ্যত সোন্দে গেইচে।

#**১:১৩** দেখ: ইব্রীয় ২:১৮; ৪:১৫

## পরভু যীশু পইলা চাইরজন চেলা বানাইলেক

(মথি ৪:১২-২২; লূক ৫:১-১১)

১৬ এক দিন যীশু গালীল সাগরের পার দিয়া বেড়েবার ধরিলেক
আর উঁয়ায় দেখির পাইলেক শিমোন* আর শিমোনের ভাই আন্দ্রিয়,
সাগরত জাল ফেলেয়া মাছ ধরির নাগচে। উমরা মাছুয়া আছিলেক।
১৭ উমাক দেখিয়া যীশু কইলেক, "বাহে, তোমরা মোর এটেকোনা
আইসো! তোমরা আগোত মাছ মারিয়া আনিবার ধরিলেন; এলা হাতে
মুই তোমাক ঈশ্বরের ঘাটাত মানষিক আনিবার শিখাম।" ১৮ আর
স্যেলায় উমরা জাল ফেলে থুইয়া যীশুর পাছত আসিলেক।
১৯ খানেক দূর যাবার পাছত সিবদিয়ের দুই বেটাক, যাকোব
আর যোহনক দেখির পাইলেক। উমরা একখান নাওয়োত বসিয়া
জাল সিলাই করির ধরচে। ২০ আর যীশু উমারলাক দেখিতে কালেই
ডেকেয়া কইলেক, "তোমরা মোর এটেকোনা আইসো।" আর স্যেলা
উমরা উমারলার বাপক কামলার নগত নাওয়োত থুইয়া যীশুর পাছে
পাছে চলি গেইলেক।

## পরভু যীশু অপদেবতা খ্যেদাইলেক

(লূক ৪:৩১-৩৭)

২১ ইঁয়ার পাছত যীশু আর উঁয়ার চেলালা কফরনাহূম গঞ্জত
গেইলেক।* আর যিহূদী নিয়মের জিরানের দিনত যীশু সমাজ ঘরত

*১:১৬ মার্কের ৩:১৬ শুরু হাতে জালুয়া শিমোনের আরেক নাম পিতর কয়া ডেকা হইলেক। আর অইন্য একজন চেলার নাম মৌলবাদী শিমোন।

*১:২১ গালীল সাগরের উত্তর পাকে কফরনাহূম গঞ্জ।

যায়া শিক্ষা দিবার ধরিলেক। ২২ এই শিক্ষা শুনিয়া সৌগ মানষিলা
অচানক হইলেক, ক্যেনেনা উঁয়ায় ধর্মগুরুর নাকান শিক্ষা না দেয়।
উঁয়ায় ঈশ্বরের অধিকার পাওয়া মানষির নাকান শিক্ষা দেয়।
২৩ অচমকায় ঐ সমাজ ঘরত একটা অপদেবতা ধরা মানষি
আসিলেক। ২৪ আর অপদেবতাটা যীশুক দেখিয়া চিকিরিয়া কবার
নাগিলেক, "হ্যাঁ বাহে! মোর নগত তোমার কী দরকার, কন তো,
নাসরতের যীশু? তোমরা কী হামারলাক সর্বনাশ করির আইসচেন?
মুই জানং তোমরা কায়, তোমরা তো ঈশ্বরের সেই পবিত্র মানষি,
ঈশ্বরের আপন জন।"
২৫ যীশু স্যেলা অপদেবতাটাক দাবরেয়া কইলেক, "চুপ করি রঃ,
আর উঁয়ার ভিতিরা থাকি তুই বিরিয়া যা।" ২৬ আর উঁয়ায় একেবারে
চিকিরিয়া গাও মোচড়েয়া বিরিয়া গেইলেক।
২৭ এই দেখিয়া মানষিলা অচানক হয়া নিজের মানষির মাঝত
ফুসুর-ফাসার করিবার নাগিলেক, "আরে এইটা কী ব্যেপার? এই
নয়া শিক্ষার এত ক্ষমতা! অপদেবতাও উঁয়ার কতা শুনির বাদ্ধ হয়!"
২৮ আর এই নাকান করি যীশুর কতা খুব পচ করি গালীল প্রদেশত
ছড়া-ছড়ি হয়া পড়িলেক।

## যীশু অসুকিয়া মানষিক ভাল করিলেক

(মথি ৮:১৪-১৭; লূক ৪:৩৮-৪১)

২৯ সমাজ ঘর হাতে বিরিয়া যাকোব আর যোহনক নিয়া যীশু
শিমোন আর আন্দ্রিয়-এর বাড়িত গেইলেক। ৩০ শিমোনের শশুড়ি
জ্বরত ভুগিয়া চাংড়াত শুতিয়া আছে, আর যীশু আইসতে কালেই
উয়াঁক জ্বরের কতা কইলেক। ৩১ যীশু উঁয়ার টে যায়া হাত ধরি
তুলিলেক। স্যেলা কী হইলেক? উঁয়ার জ্বর স্যেলায় স্যেলায় পালে

গেইলেক, আর উঁয়ায় উমারলার বাদে খাবারের জোগাড় করিবার নাগিলেক।

৩২ ঐ দিন য্যেলা বেলা ডুবিয়া জিরানের দিন চলি গেইলেক,
স্যেলা ওটেকার মানষিলা সৌগ অসুকিয়া আর অপদেবতা ধরা
মানষিলাক যীশুর টে আনিলেক। ৩৩ বাড়ির আগপাকে খোলান
বাড়িত, কফরনাহূমের ম্যেল্লা মানষি আসিয়া হাটের নাকান ভিড়
করিলেক। ৩৪ যীশু নানা ঢকের অসুকিয়া মানষিক ভাল করিলেক।
অপদেবতা ধরা মানষিলার ভিতিরা থাকি ঐল্লাক খ্যেদাইলেক।
কিন্তুক ঐল্লাক কতা কবার দিলেক না, ক্যেনেনা উমরা জানে উঁয়ায়
কায়।

## যীশু গালীল প্রদেশত পরচার করিলেক

(লূক ৪:৪২-৪৪)

৩৫ পাছের দিন খুব ভোর সাকালে যীশু নিন থাকি উঠিয়া নিধুয়া
পাথারত যায়া পারথনা করিবার নাগিলেক। ৩৬ শিমোন আর উয়াঁর
সঙ্গীলা যীশুক চান্দেবার নাগিলেক। ৩৭ চান্দেয়া য্যেলা পাইলেক,
স্যেলা যীশুক কইলেক, “গুরু, সগায় তোমাক চান্দেবার ধরচে।”
৩৮ যীশু উমারলাক কইলেক, “হাটো, হামরালা বগলা-বগলি
গেরামলাত যাই, ওটেকোনাও যাতে মুই পরচার করির পাং। এই
বাদেই তো মুই আইসচোং।” ৩৯ এই নাকান করি যীশু গালীল
প্রদেশের সমাজ ঘরলাত পরচার করিয়া, মানষির ভিতরা হাতে
অপদেবতালাক খ্যেদেয়া, ঘুরি বেড়েবার নাগিলেক।

## যীশু একটা কুষ্ঠ রুগীক ভাল করিয়া শুদ্ধি করিলেক

(মথি ৮:১-৪; লূক ৫:১২-১৬)

৪০ এমন সমায় একটা কুষ্ঠ রুগী যীশুর টে আসিয়া হাংকুরা পাড়ি মিনতি করি কবার নাগিলেক, "ও বাহে যীশু, তোমরা ইচ্ছা করিলে মোক শুদ্ধি করিয়া ভাল করির পান।"
৪১ এই কতা শুনিয়া মানষিটার বাদে যীশুর খুব মায়া হইলেক। যীশু হাত বাড়েয়া অশুদ্ধি রুগীটাক নারিয়া কইলেক, "মুই এইটায়
চাং। তুই শুদ্ধি হয়া যা।" ৪২ স্যেলায় কুষ্ঠ রোগ ছাড়ি গেইলেক আর
মানষিটা শুদ্ধি হইলেক।
৪৩-৪৪ যীশু হুকুম দিয়া কইলেক, "এই ঘটনাটা কাঙোকে কবু না। তুই খালি বামনোক যায়া দেহাখান দেখাও যে তোর অসুক ভাল হয়া গেইচে। আর মহাপুরুষ মোশির নিয়ম মতে কুষ্ঠ রোগ হাতে ভাল হইলে, যেইল্লা পুজা করার দরকার,# সেইল্লা করেক। ইয়াতে সমাজের মানষি জানির পাইবে তুই শুদ্ধি হয়া গেইচিস।" এই কতালা কয়া যীশু উঁয়াক বিদায় করিলেক।
৪৫ মানষিটা কিন্তুক এই ঘটনাটা ম্যেল্লা মানষিক কয়া বেরেবার ধরিলেক। এই বাদে ভিড়টা আরো এমন বাড়ি গেইলেক যে, যীশু কোনও গঞ্জত খোলা-মেলা করি বেড়ের পাইলেক না। খালি নিধুয়া পাথারত থাকির নাগিলেক, কিন্তুক ওটেকোনাও চাইরো পাক হাতে মানষি আসির ধরিলেক।

---

#**১.৪৩-৪৪** দেখ: লেবিয়-এর বই ১৪:২-৩২

## যীশুর পাপ ক্ষমা করির অধিকার আছে

(মথি ৯:১-৮; লূক ৫:১৭-২৬)

২ ১ কয় দিন পাছোত যীশু কফরনাহূম গঞ্জত ফিরিয়া আসিলেক,
আর ওটেকার মানষি জানির পাইলেক উঁয়ায় ঘরত আছে।*
২ স্যেলা ওটেকোনা এতলা মানষি একটে হইলেক যে, ঘর ঠাষাঠাষী
হয়াও দুয়ারতও জাগা ধরে না। আর যীশু উমারলাক ঈশ্বরের কতা
পরচার করির ধরচে।
৩ ঐ সমায় এক দল মানষি আসির ধরচে। উঁয়ারে মাঝত চাইরজন
মানষি একটা নুলা রুগীক ওটেকোনা দাগিলাত করিয়া উবিয়া
আনির ধরচে। ৪-৫ কিন্তুক ভিড়ের বাদে রুগীটাক যীশুর টে নিগিবার
পাইলেক না। আর যীশু যেই ঘরত বসিয়া আছে, সেই ঘরের চাল
ফাকা করিয়া নুলা রুগীটাক দাগিলা সুদায় যীশুর টে নামেয়া দিলেক।
উমারলার এই নাকান বিশ্বাস ছিলেক যে রুগীটাক যীশুর টে
নিগাইলে ভাল হইবে। এই দেখিয়া রুগীটাক যীশু কইলেক, “বাউ,
তোর তামান পাপ ক্ষমা করা হইল।”
৬ ওটেকোনা কয়জন ধর্মগুরু কিন্তুক বসিয়া আছে। উমরা মনে মনে
ভাবিবার নাগচে, ৭ “আরে! মানষিটা এই নাকান কতা ক্যেনে কবার
ধরচে? উঁয়ায় তো ঈশ্বরের নিন্দা করে! ঈশ্বর ছারা কাঙো কী পাপ
ক্ষমা করিবার পায়?”

---

*২:১ যীশু য্যেলায় কফরনাহুমত আসিলেক, হবার পায় স্যেলায় শিমোন পিতরের বাড়িত আছিলেক (দেখ: মার্ক ১:২৯)।

**নুলা রুগীটাক দাগিলা সুদায় যীশুর টে নামেয়া দিলেক (মার্ক ২:8-৫)**

৮ উমরা যেইল্লা কতা মনে মনে ভাবির ধরচে, সেইল্লা কতা যীশু
সাথে সাথে অন্তরত বুঝির পাইলেক। উমারলাক পুছিলেক, “এই
নাকান কতা ক্যেনে ভাবির নাগচেন? ৯–১০ মুই যদি কঙ ‘তোর পাপ
ক্ষমা করা হইলেক’, এই কামটা হয় কী নাহয় দেখির পাইবেন না।
কিন্তুক নুলা রুগিটা হাটিবার পায় না। মুই যদি উয়াক হাটিবার কঙ,
আর উয়ায় স্যেলায় স্যেলায় হাটে, তাইলে ইয়াতে বুঝির পাইবেন

মুইয়ে বাছাই করা মানষিটা*। এই বাদে, দুনিয়াত পাপ ক্ষমা করিবার
অধিকার মোরে আছে।”
১১ স্যেলা যীশু কী করিলেক? রুগীটার ভিতি ঘুরি দেখিয়া কইল,
“বাউ ওঠেক! তোর দাগিলা তুলিয়া তুই বাড়ি চলি যা।”
১২ স্যেলায় স্যেলায় মানষিটা সগারে চখুর আগত খাড়া হয়া দাগিলা
তুলিয়া বায়রাত চলি গেইলেক। সগায় অচানক হয়া কইলেক,
“হামরা এই নাকান ঘটনা কোনও দিন দেখি নাই!” এইটা কইতে
কইতে ঈশ্বরের মহিমা করিলেক।

## যীশু লেবিক ডেকাইলেক

(মথি ৯:৯-১৩; লূক ৫:২৭-৩২)

১৩ পাছত যীশু গালীল সাগরের পারোত আরো গেইলেক। স্যেলা
ওটেকোনা ম্যেল্লা মানষি হইল আর উঁয়ায় উমারলাক শিক্ষা দিবার
নাগিলেক। ১৪ হাটি যাইতে যাইতে দেখিলেক আলফেয়ের একটা
বেটা আছে। উঁয়ায় মাসুল* আদায়কারীর ঘরত বসিয়া আছে,
ক্যেনেনা উঁয়ায় একজন মাসুল আদায়কারী। উঁয়ার নাম লেবি। যীশু
উঁয়াক কইলেক, “তুই মোর এটেকোনা আয়, আর মোর চেলা হ।”
আর স্যেলায় স্যেলায় লেবি উঠিয়া যায়া চেলা হইলেক।

---

***২:৯-১০** “বাছাই করা মানষিটা” - যীশু নিজক নাম দিচে “মানষির বেটা,” ক্যেনেনা যিহূদী মানষিলা একটা বিশেষ মানষির বাদে বাচ্ছেবার ধরিলেক। ভাববাদী দানিয়েল এই মানষির সমন্দে কইচে (দেখো দানিয়েল ৭:১৩-১৪)। এই বিশেষ মানষিটা হইলেক ঈশ্বরের “বাছাই করা”, উঁয়ায় যীশু। (আরো দেখো: যোহন ৫:২৭; ৬:২৭; প্রেরিত ৭:৫৬)

***২.১৪** মাসুল মানে, খাজনা।

১৫ পাছত যীশু আর উঁয়ার চেলালা লেবির বাড়িত খাওয়া-দাওয়া
করির বসিলেক। আর ওটেকোনা ম্যেল্লা মাসুল আদায়কারী আর
অইন্য নাকান বেয়া নজরে দেখা মানষিলার নগত খাবার ধরচে।
ক্যেনেনা এই নাকানের মানষিলা যীশুক গুরু ভজিলেক।
১৬ এই দেখিয়া অইন্য মানষিলা, যায় যায় ফরীশী দলের ধর্মগুরু,
উমরা পুছিলেক যীশুর চেলালাক, "আরে! যীশু মাসুল আদায়কারী
আর বেয়া মানষির নগত খাওয়া-দাওয়া করে ক্যেনে?"
১৭ এই কতাটা যীশু শুনির পায়া উমারলাক কইলেক যে, "ভাল
মানষির ডাক্তারের দরকার নাই। যায় রুগী, যায় অসুকিয়া, উমারে
ডাক্তারের দরকার আছে। মুই সাধু মানষিক ডেকেবার আইসং নাই।
মুই পাপী মানষিক ডেকেবার বাদে আইসচোং।"

## ফরীশী দলের শিক্ষার চায়া পরভু যীশুর শিক্ষা আসল

(মথি ৯:১৪-১৭; লূক ৫:৩৩-৩৯)

১৮ এক সমায় দীক্ষাদাতা যোহনের চেলালা আর ফরীশীলা উপাস
করির ধরিলেক। এই দেখিয়া কয়জন মানষি আসিয়া যীশুক পুছিলেক
যে, "যোহনের চেলালা আর ফরীশীলার চেলালা তো উপাস করে,
কিন্তুক তোমার চেলালা উপাস করে না ক্যেনে?"
১৯ স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক যে,

"বর নগত থাকিতে, বরযাত্রী উপাস করির পায় কী? বর নগত
থাকিতে উমরা উপাস করির পায় না। উমরা আনন্দ করিবে।
২০ কিন্তুক এমন এক দিন আসিবে যেলা বরক নিয়া যাওয়া হইবে,
আর স্যেলা বরযাত্রীলা উপাস করিবে।

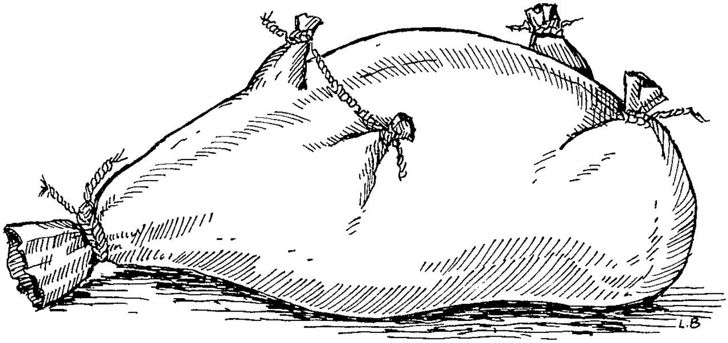

চামড়ার ঝোলা

২১ “কাঙোয় বুড়া জামাত নয়া কাপড়ের তালি দেয় না। যদি দেয়
ধুবার পাছত নয়া তালিটা টান ধরিয়া ছোট হয়া যাইবে, আর ইয়াতে
ছিঁড়া জাগাখান আরো ওসার হইবে।”
২২ “সেই নাকান, বুড়া চামড়ার ঝোলাত কাঙোয় টাটকা আংগুরের
রস থোয় না। যদি থোয় স্যেলা টাটকা রস পচিয়া রস বাড়ি যায়া
অল্পতে ঝোলা ছিঁড়ি যায়। ইয়াতে ঝোলা আর রস দুইটায় নষ্ট হয়।
সেই বাদে টাটকা রস নয়া ঝোলাত থুবার নাগে।”*

## যীশু পবিত্র জিরানের দিনের মালিক

(মথি ১২:১-১৪; লূক ৬:১-৫)

২৩ এক দিন, যিহূদী নিয়মের জিরানের দিনত, যীশু আর উঁয়ার
চেলালা ডাবরির মাঝিলা দিয়া যাবার ধরিলেক। যাইতে যাইতে,

*২:২২ যীশু বুঝিয়া দিলেক, উঁয়ার শিক্ষা হইল নয়া নিয়ম, নয়া শিক্ষা। আর ফরীশীলার শিক্ষা অনেক দিনের পুরানা। নয়া নিয়মটা গ্রহন করির নাগিবে, আর পুরানা নিয়মটা বাদ দিবার নাগিবে।

চেলালা খাবার বাদে শিষ ছিঁড়িবার নাগিলেক। ২৪ এই দেখিয়া
ফরীশীলা যীশুক কইলেক যে, “ধর্মের বেনিয়ম করিয়া, পবিত্র
জিরানের দিনে যেইল্লা করা উচিত নোঁয়ায়, তোমার চেলালা সেইল্লায়
ক্যেনে করির ধরচে?”

২৫-২৬ যীশু স্যেলা উমারলাক কইলেক যে,

“এইটা কী তোমরা শাস্তরত পড়েন নাই? অবিয়াথর নামের
একজন য্যেলা মহাপণ্ডিত আছিলেক, স্যেলা চৌদ্দগুষ্টির মহারাজা
দায়ূদক একবার ভোগ নাগিছিল। স্যেলা ঈশ্বরের বাড়িত সোন্দেয়া
মহারাজা দায়ূদ কী করিলেক? ঈশ্বরের বাড়িটার যে পবিত্র রুটি
আছিলেক, সেই রুটি বামন ছাড়া কারোও খাবার নিয়ম আছিলেক
না। কিন্তুক দায়ূদ ঐ রুটি নিয়া নিজে খাইলেক, উঁয়ার সঙ্গীলাকো
খাবার দিলেক।#

২৭ “এই দেখিয়া হামরা জানির পাই যে, জিরানের দিনের সেবা
করির বাদে মানষির সিজ্জন হয় নাই। মানষিক আশুর্বাদ দিবার
বাদে তো জিরানের দিনের সিজ্জন হইচে। ২৮ আর মুইয়ে তো
হইলুং জিরানের দিনের মালিক, সেই বাছাই করা মানষিটা।”#

৩ ১ হাপ্তার পবিত্র জিরানের দিনে যীশু যিহূদী সমাজ ঘরত
আসিলেক আর ওটেকোনা ম্যেল্লা মানষি হইলেক। উমারলার
মাঝত একটা মানষি আছিলেক যার এক হাত শুখি গেইচে। ২ কিন্তুক
ফরীশীলা দোষ দিবার বাদে যীশুক ভাল করি নজর দিবার ধরিলেক।

#**২:২৫-২৬** দেখ: ১ শমুয়েল ২১:১-৬

#**২:২৮** বাছাই করা মানষিটার সমন্দে, দেখ: মার্ক ২:১০-এর তলত।

পবিত্র জিরানের দিনে যীশু অসুকিয়া মানষিটাক ভাল করে কী না, উমরা দেখিবার ধরিলেক।*

৩ যীশু স্যেলা ঐ শুকান হাতওলা মানষিটাক কইলেক, "তুই সগারে
আগোত আসিয়া খাড়া হ।" ৪ মানষিটা য্যেলা আসিয়া খাড়া হইলেক,
যীশু ফরীশীলাক পুছিলেক, "মোশির নিয়ম কানুনত কী নেখা আছে? পবিত্র জিরানের দিনটা কিসের বাদে? ভাল কামাই না বেয়া কামাই করির বাদে? জীউ বত্তেবার, না মারি ফেলেবার বাদে?" কিন্তুক ফরীশীলা কোনও উত্তর দিলেক না।

৫ যীশু ফরীশীলার এই নাকান কঠুর হিয়া দেখিয়া দুঃখ পাইলেক। গোসা হয়া চখু পাকেয়া চাইরো পাকে দেখিয়া ঐ মানষিটাক কইলেক, "তোর হাত বাড়েয়া দে।"

মানষিটা কী করিলেক? উঁয়ার শুকান হাত বাড়ে দিলেক, আর একেবারে ভাল হয়া গেইলেক!

৬ এই ঘটনা দেখতে কালে ফরীশীর ঘর সমাজ ঘরের ভিতিরা হাতে বায়রা চলি গেইলেক। আর স্যেলায় স্যেলায় যীশুক ক্যেংকরি মারি ফেলা যায়, উমরা ইঁয়ার একটা ফন্দি করির নাগিলেক। গালীল জাগাত যিহূদীর রাজা আছিলেক হেরোদ। [ফরীশীর ঘর আর এই হেরোদ রাজার মানষিলার মইদ্ধত শত্রুয়ামি আছিলেক,] তাঙো একটে হয়া উমরা যীশুক মারি ফেলার ফন্দি করির নাগিলেক।

## যীশুর পাছে পাছে ম্যেল্লা মানষির ঢল্

৭-৮ ইঁয়ার পাছত ভিড় থাকি যীশু উঁয়ার চেলালাক নগত নিয়া সাগরের বগলত গেইলেক। কিন্তুক ওটেকোনাও উঁয়ার পাছে পাছে

---

*৩:২ মোশির নিয়ম কানুনে পবিত্র জিরানের দিনে কোন কাম করা যাইবে না (দেখো: যাত্রা বই ২০:৮-১১)। ফরীশীলা ভাবিবার ধরিলেক যে অসুকিয়া মানষিক ভাল করিলে ঐ নিয়মটা ভাঙিয়া ফেলাইবে।

ম্যেল্লা মানষি আসিলেক। ক্যেনেনা যীশু যে ভাল কাম করির ধরচে,
এই নামটা চাইরো পাকে ছড়ি গেইচে। নানান জাগা হাতে, ভাইল্লা
মানষি আসিলেক। কোটে হাতে আসিলেক? আসিলেক গালীল আর
যিহূদিয়া প্রদেশ হাতে, যিরূশালেম, ইদোম, যর্দন নদীর ওপার থাকি,
আর সোর, সীদোন, নানান জাগা হাতে।
৯ ঠাসা-ঠাসি ভিড়ের বাদে যীশু উঁয়ার চেলালাক কইলেক একখান
ছোট নাও ঠিক করি থুবার, মানষির ভিড় যাতে উঁয়ার দেহার উপরাত
না পড়ে। ১০ যীশু ম্যেল্লা রুগীক ভাল করিচে, এই বাদে অসুকিয়া
মানষিলা ভিড়ের ঠাসা-ঠাসিতে উঁয়াক নাড়িবার চেষ্টা করির ধরচে।
১১ য্যেলায় কোনও অপদেবতা ধরা মানষি যীশুক দেখিচে, স্যেলায়
এই নাকান হইলেক যে, উঁয়ায় যীশুর ঠ্যাঙের ওটেকোনা পড়িয়া,
চিকিরিয়া কবার ধরিলেক, "তুইয়ে ঈশ্বরের বেটা!" ১২ কিন্তুক যীশু
স্যেলা কী করিলেক? উঁয়ায় অপদেবতালাক দাবরেয়া কইলেক,
উঁয়ায় যে ঈশ্বরের বেটা, এই কতাটা যাতে কাঙোকে না কয়।

## যীশু বারোজন অধিকার পাওয়া খবরিয়াক বাছাই করিলেক

(মথি ১০:১-৪; লূক ৬:১২-১৬)

১৩ ইঁয়ার পাছত যীশু পাহাড়ের উপরাত আসিলেক আর উঁয়ায়
উঁয়ার নিজের মন মতন কতুলা মানষিক ডেকে নিলেক, আর উমরা
আসিলেক। ১৪-১৫ স্যেলা উমারলার মাঝত বারোজনক অধিকার
পাওয়া খবরিয়া ঠিক করিলেক, উমরা য্যেনে যীশুর নগত থাকে, আর
অপদেবতা ছাড়েবার ক্ষমতা দিয়া পরচার করিবার বাদে উমারলাক
প্যেঠেবার পায়। ১৬ উঁয়ায় যে বারোজনক ঠিক করিলেক, উমারলার
নাম হইলেক:

শিমোন (যীশু যাক নাম দিলেক "পিতর", যার মানে "শিল");

১৭ সিবদিয়ের দুইটা বেটা, যাকোব আর যোহন, উমারলার নাম
দিলেক "বোয়ানের্গিস", যার মানে, "ম্যেঘের আওয়াজের
বেটা" (কারন উমারলার স্বভাব এই নাকান);
১৮ আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থোমাস, আলফেয়ের বেটা
যাকোব, থদ্দেয়, মৌলবাদী শিমোন,
১৯ আর একজন আছিলেক যুদাস ইস্কারিয়োৎ, যায় পাছত যীশুক
শত্রুর হাতত দিলেক।

## নিজের মানষিলা আর ধর্মগুরুলা যীশুর বিরুদ্ধত

(মথি ১২:২২-৩২; লূক ১১:১৪-২৩; ১২:১০)

২০ এক দিন যীশু একটা বাড়িত সোন্দাইলেক। স্যেলা ওটেকোনা
এতলা মানষি জড়ো হইলেক যে, যীশু আর উঁয়ার চেলালা খাবারে
সমায় পাইলেক না। ২১ এই খবরটা যীশুর বাড়ির মানষি শুনির পায়া
উঁয়াক নিয়া যাবার আসিলেক। উমরা মানষিক কবার নাগিলেক যে
যীশু বোধ হারা হয়া গেইচে।
২২ আরো সেই সমায় যিরূশালেম গঞ্জ থাকি কতুলা ধর্মগুরু
আসিয়া উমরা দোষ দিবার নাগিলেক যে, যীশুক অপদেবতার রাজা
বেলসবুল-অসুর ধরচে! আর অসুরের ক্ষমতা দিয়া অপদেবতাক
খ্যেদায়।
২৩ যীশু স্যেলা ধর্মগুরুলাক ডেকেয়া গল্পের নাকান করি কইলেক
যে,

"এইটা ক্যেংকরি হবার পায়? নিজেই অসুর নিজেকেই কী
খ্যেদায়? ২৪ কোনও রাইজ্য যদি খণ্ড-খণ্ড ভাগ হয়া যায়, সেই
রাইজ্যটা টিকির না পায়। ২৫ কোনও সংসারত যেদু দন-ঝগড়া
নাগে, ঝগড়া করি বেগল হয়া যায়, তাইলে সেই পরিবারত ভাঙন

দেখা দিবেই। [২৬] আর অসুর যদি উঁয়ার নিজের ক্ষমতার বিরুদ্ধে ভাঙ্গন ধরায়, তায় টিকির পাইবে না। শ্যেষ হয়া যাইবেই।

[২৭] "অসুর হয় একজন শক্তিশালি মানষির নাকান। উঁয়ার বাড়িত সোন্দেয়া উঁয়াক বান্দি না থোয়া পর্যন্ত কাঙো মাল পত্র নিয়া যাবার পাইবে না। কিন্তুক উঁয়াক বান্দিয়া মাল পত্র নিয়া যাবার পাইবে।

[২৮] "মুই তোমারলাক সচাং করি কং, মানষির সৌগ পাপ, তামান নিন্দা, ক্ষমা করা হইবে। [২৯] কিন্তুক পবিত্র আত্তার বিরুদ্ধে নিন্দা করিলে, কোনও দিনও ক্ষমা করা হবার নোঁয়ায়। সেই নিন্দার পাপ চিরকাল ধরি থাকিবে।"

[৩০] যীশু এই কতাটা কইলেক কারন ধর্মগুরুলা কবার নাগচে যে উঁয়াক অপদেবতা ধরচে।

## যীশুর আসল সংসার

(মথি ১২:৪৬-৫০; লূক ৮:১৯-২১)

[৩১] ইঁয়ার পাছত যীশুর মাও আর ভাইলা ঐ বাড়ির ওটেকোনা আসিলেক। আর উঁয়াক ডেকেবার বাদে একজনাক প্যেঠাইলেক।
[৩২] স্যেলা যীশ যেটেকোনা বসিয়া আছিলেক ওটেকোনা ম্যেল্লা মানষি আছিলেক, যীশুর চাইরো পাকে বসিয়া। উমরা যীশুক কইলেক যে, "তোর মাও ভাইলা* বায়রাত তোক ডেকেবার ধরচে।"

[৩৩] স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক যে, "কায় মোর মাও? কায় মোর ভাইলা?" [৩৪] আর ওইটে যেই মানষিলা বসিয়া আছিলেক, উমারলার চাইরো পাকে দেখিয়া কইলেক যে, "দেখেন! ইমরায়

* **৩:৩২** "ভাইলা":- কোনও কোনও গ্রীক পাণ্ডুলিপিত "ভাইলা আর বইনিলা" এই কতা নেখা আছে।

মোর মাও! ইমরায় মোর ভাই! ৩৫ যায় যায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, উমরায় মোর ভাই, বইনি, মাও।”

## বিচন ছিটার গল্প

(মথি ১৩:১-৯; লূক ৮:৪-৮)

৪ ১ যীশু আরো গালীল সাগরের পারত যায়া মানষিলাক শিক্ষা দিবার শুরু করিলেক, আর ওটেকোনা ম্যেল্লা মানষি হইলেক। ভিড়ের বাদে মানষিলাক ডাঙ্গাত থুইয়া যীশু জলের উপরত একখান নাওয়োত চড়িয়া বসিলেক।
২ ভাইল্লা বিষয়ের উপরাত গল্পের নাকান করি শিক্ষা দিবার নাগিলেক।

৩ “শোনো! এক জন চাষা ভুঁইয়ত বিচন ছিটিবার গেইলেক।
৪ বিচন ছিটাইতে ছিটাইতে কতুলা বিচন ঘাটার বগলোত পড়িলেক, আর সেইল্লা পখি খায়া নিলেক।
৫ কতুলা বিচন পড়িলেক শিলবাড়ির ভুঁইয়ত আর মাটি বেশী নিচত না থাকাতে পচপচ করি গাজেয়া উঠিলেক।
৬ শিপা ভাল করি না হবার বাদে, বেলা উঠিয়া বিচন গচগুলা ঝেমড়ি যায়া মরি গেইলেক বেলার ঝালাত।
৭ আরো কতুলা বিচন পড়িলেক কাটাঝোপের মাঝত, আর কাটাঝোপ বাড়িয়া ঐল্লা চিপি ধরিলেক। ঐ গচগুলা বড় হবার পাইলেক না; ফলোনো হইলেক না।

৮ তার পাছত আরো কতুলা বিচন পড়িলেক ভাল ভুঁইয়ত। ভাল ভুঁইয়ত যেইল্লা পড়িচে, সেইল্লা তো বড় হয়া ফসল ফলিলেক। ফসল কাটি আনিয়া দেখিলেক যে কোনও ভুঁইয়ত হইচে দশ মন,

আর কোনও ভুঁইয়ত হইচে বিশ মন, আর সগারে থাকি যেইল্লা
ভাল ভুঁই, সেইল্লাত হইচে তিরিশ মন, যার তুলনা করা যায় না।*”
৯ গল্পের শ্যেষত যীশু কইলেক, “যদি কাণ্ডোরো শুনিবার মন
আছে, তাইলে উমরা শুনুক!”

## গল্প কবার উদ্দেশ্য

(মথি ১৯:২০-২৮; লূক ৮:৯-১৫)

১০ ভিড় কমিয়া যাওয়ার পাছত কয়জন মানষি আর বারোজন চেলা
যীশুক পুছিলেক, “গল্পটার মানে কী?” ১১ যীশু উমারলাক উত্তর
দিলেক,

“ঈশ্বরের রাইজ্যের নুকি থাকা বিষয়লা তোমারলাক জানে
দেওয়া হইচে। কিন্তুক অইন্য মানষিলাক এই নাকান গল্প দিয়া
কওয়া হয়। ১২ যাতে,

‘উমরা দেখিবে কিন্তুক ভাব বুঝির পাইবে না,
উমরা শুনিবে কিন্তুক মানে বুঝির পাইবে না।
ইয়াতে উমরা ঈশ্বরের পাকে ঘুরি আসির না পায়
আর উমারলার পাপ ক্ষমা করা যায় না।’#”

---

*৪:৮ দুই হাজার বছরের আগত যিহূদী মানষি এই নাকান করি ফসল হিসাব করিচে - তিরিশ গুন, ষাইট গুন, কিন্তুক সগারে থাকি ভাল ভুঁইয়ত হইলেক একশ গুন যার তুলনা করা যায় না।

#৪:১২ দেখ: যিশাইয় ৬:৯-১০

## বিচন ছিটার গল্পের মানে কী?

(মথি ১৩:১৮-২৩; লূক ৮:১১-২৮)

১৩ ইঁয়ার পাছত যীশু উমারলাক পুছিলেক যে,
"তোমরালা এই গল্পটার মানে বুঝিচেন কী না? না বুঝিলে দোসরা গল্পের মানে ক্যেংকরি বুঝির পাইবেন?
১৪ বিচন হইলেক ঈশ্বরের বাইক্য। আর বিচন ছিটাইয়াটা হইলেক ঈশ্বরের বাইক্য পরচার করাইয়া।
১৫ কতুলা বিচন ঘাটার বগলত পড়িচে। ইঁয়ার মানে হইলেক সেইল্লা মানষি যেইল্লার ভিতিরাত ঈশ্বরের বাইক্য গাড়িয়া দেওয়া যায়। কিন্তুক শোনার নগতে নগতে শয়তান-অসুরটা উমারলার অন্তর হাতে সেই বাইক্য উখড়ি ফেলায়।
১৬ আর কতুলা বিচন শিলা ভুঁইয়ত পড়িচে। এই শিলা ভুঁইয়ের মানে যায় বাইক্য পায়া আনন্দের নগত বাইক্যটা মানি নিলেক।
১৭ কিন্তুক উঁয়ার শিপা মাটির বেশী তলাত না যায়া অল্প দিন থির থাকে। বাইক্য মানি নিবার বাদে নানা নাকান দুঃখ-কষ্ট আর নাঞ্চনা আইসে। ইয়াতে উঁয়ায় পচপচে ঈশ্বরের পতি বিশ্বাস হারে ফেলায়।
১৮ আর কতুলা বিচন কাটাঝোপত পড়িচে। কাটাঝোপত পড়ি থাকা বিচনের মানে হইলেক যায় বাইক্যটা শুনিচে। ১৯ কিন্তুক
সংসারের চিন্তা-ভাবনা, টাকা-পাইসার মায়ামোহ, নানা নাকান হাবিলাস মনত ধরিয়া ঐল্লা কাটাঝোপের নাকান করি বিচন-গচক চিপিয়া ধরে। তার বাদে বিচনের গচ বাড়িয়া উঠিবার না পায়।
২০ শ্যেষত আরো কিছু বিচন ভাল ভুঁইয়ত পড়িচে। তার মানে যায় যায় বাইক্য পায়া মানি নেয়। মানি নিয়া কাঙো দেয় ভাইল্লা

ফল, আর কাঙো দেয় আরো ভাইল্লা। আর কাঙো দেয় এত ফল যে তুলনা করা যায় না, সগারে চাইতেও ভাল!”

## যীশুর গোপন শিক্ষালা বির করির বাদে

(লূক ৮:১৬-১৮)

২১ যীশু আরো কইলেক যে,

“কাঙো কী গচা জ্বলেয়া ডেলি দিয়া ঢাকিয়া থোয়? বা চাংরার
তলাত থোয়? গচা তো ঠগার উপরাত থুবার নাগে। ঠগার উপরাত
জ্বলায় কী না? ২২ কোনও জিনিস যদি নুকিয়া থোওয়া হয়, তাইলে
সেইটা বির করির বাদে। আর কোনও জিনিস যদি ঢাকা দিয়া
থোওয়া হয়, সেইটা ঢাকা উদিলিবার বাদে। ২৩ যদি কাঙোরো
শুনিবার মন আছে, তাইলে উমরা শুনুক!

২৪ “ভাল করি শোনো এই কতাটা! তোমার যেই নাকান করি
বুঝিবার মন আছে, ঐ নাকান করি বুঝি দেওয়া হইবে। বেশী ভাল
করি বুঝি দেওয়া হইবে।* ২৫ যার বুঝিবার মন আছে, উঁয়াক আরো
বুঝির দিবার নাগিবে, কিন্তুক যার বুঝিবার মন নাই, উঁয়ার মন
থাকি সৌগলা কাড়ি-কুড়ি নেওয়া হইবে।”

## বড় হওয়া বিচনের গল্প

২৬ যীশু উমারলাক কইলেক যে,

“ঈশ্বরের রাইজ্য এই নাকান। একটা মানষি ভুঁইয়ত কিছু বিচন
ছিটাইলেক। ২৭ বিচন ছিটি আসিয়া নিন গেইলেক। নিন থাকি উঠি
আরো নিন গেইলেক। এ্যাংকরি দিন-রাতি কাটাইলেক। আর বিচন

---

*৪:২৪ গ্রীক ভাষাত এই নাকান করি নেখা আছে: যেই নাকান করি তোমরা মাপিয়া দিবেন, তোমাকো ঐ নাকান করি মাপিয়া দেওয়া হইবে।

নিজে নিজে গাজেয়া উঠিলেক। কিন্তুক মানষিটা জানিলেক না যে,
বিচন গচ ক্যেংকরি বড় হইলেক। ২৮ জমি নিজে নিজেই চারা
জন্মেয়া সেই চারা-গচ বড় হয়া শিষ হইলেক। শিষ পুরাট হয়া
পাকি গেইলেক। ২৯ আর মানষিটা স্যেলা কী করিলেক? কাচি নিয়া
ফসল কাটির গেইলেক। ক্যেনেনা ফসল পাকি যায়া কাটির সমায়
হয়া গেইচে।"

## সইষ্যা দানার গল্প

(মথি ১৩:৩১-৩৫; লূক ১৩:১৮, ১৯)

৩০ যীশু উমারলাক পুছিলেক যে,
"তোমারলাক মুই কী দিয়া ঈশ্বরের রাইজ্যের তুলনা করিম?
কিসের গল্প দিয়া মুই বুঝাইম? ৩১ তাইলে মুই একটা সইষ্যা
দানার গল্প কইম। ঈশ্বরের রাইজ্য হইলেক এই নাকান, একটা ছোট সইষ্যা দানার নাকান। যতুলা সাগের বিচি আছে, সগারে
চায়া এইটা ছোট। ৩২ কিন্তুক এইটা বুনিয়া য্যেলা বড় হয়, স্যেলা
দোসরা সাগের চাইতে বড় গচ হয়। আর দেখা যায় কী, ইঁয়ার ঠাইলত পখিও ভাসা বান্দিয়া রবার পায়।"
৩৩ ভিড়ের মানষিলা য্যেংকরি বুঝির পায়, ওংকরি ম্যেল্লা গল্পের
উপমা দিয়া যীশু উমারলাক ঈশ্বরের বাইক্য শুনাইলেক। ৩৪ ভিড়ত
উঁয়ায় যত বার যত নাকান বাইক্য কইচে, গল্পের উপমা ছাড়া কিছুই কয় নাই। কিন্তুক গোপনে নিজের চেলালাক তামান কতালা পই-পই করি বুঝিয়া দিলেক।

## হুরকার ঘটনা

(মথি ৮:২৩-২৭; লূক ৮:২২-২৫)

৩৫ যীশু সেই দিন সইন্দার সমায় উঁয়ার চেলালাক কইলেক যে,
"চলো! হামরা সাগরের ঐ পারত যাই।" ৩৬ তায় চেলালা মানষিলাক
ওটেকোনা থুইয়া যীশু যেই নাওখানত বসিয়া আছিলেক সেইখানত
উঠিয়া রওনা দিলেক। উমারলার নগত আরো অইন্য নাও যাবার
ধরিলেক। ৩৭ আর খানেক বাদে খুব হুরকা উঠিলেক। হুরকাতে
সাগরের বড় বড় ঢেউ নাও-এর উপরাত আছড়ে পড়ির নাগিলেক।
এদিকোনা নাওখান জলে ভত্তি হয়া যাবার নাগিলেক। ৩৮ যীশু
কিন্তুক নাও-এর পাছ পাকে একটা বালিশত সিতান দিয়া নিন্দোত
আছিলেক। আর এই হুরকা দেখি হাতাস খায়া চেলালা যীশুক ডেকে
তুলিয়া কইলেক, "ও গুরু! হামরা মরি যাবার ধরচি! তোমার কী
কোনও চিন্তা নাই?"

৩৯ স্যেলা যীশু উঠিয়া হুরকা আর সাগরক দাবরেয়া কইলেক যে,
"থাম! ঝিত্ হ!" আর স্যেলায় স্যেলায় হুরকা থামিয়া, নিঝুম হয়া
গেইলেক।

৪০ উঁয়ায় চেলালাক কইলেক, "কী রে! তোমরালা এত ভয়পাদুরা
ক্যেনে? এলাও কী তোমারলার বিশ্বাস হয় নাই?"

৪১ চেলালা বেশী করি ভয় খায়া একজন আর একজনক কবার
নাগিলেক, "ইঁয়ায় কায়? আরে! বাতাস, সাগরও ইঁয়ার কতা মানিয়া
চলে!"

## অপদেবতা ধরা মানষি ভাল হইলেক

(মথি ৮: ২৮-৩৪; লুক ৮: ২৬-২৯)

৫ [১] গালীল সাগরের ঐ পারত যায়া, উমরা গেরাসেনী নামের
দ্যেশত পংচী গেইলেক। [২] যীশু নাও হাতে নামতে কালেই
একটা অপদেবতা ধরা মানষি কবর বাড়ী থাকি বিরিয়া যীশুর টে
আসিলেক। [৩] উঁয়ায় কবর বাড়ীর ওটেকোনা থাকে, আর কোনও
কিছু দিয়া উঁয়াক বান্দি থোয়া যায় না। শিকোল দিয়াও কাঙোয়
উঁয়াক বান্দিবার পায় না। [৪] উঁয়াক ম্যেল্লা বার শিকোল আর বেড়ী
নাগেয়া বান্দিয়া থুবার ধরিলেক। কিন্তুক উঁয়ায় শিকোল আর বেড়ী
ছিঁড়িয়া চুরমার করিলেক। কাঙোয় উঁয়াক সামল দিবার পাইলেক
না। [৫] উঁয়ায় দিন রাতি পাহাড় হাতে পাহাড়, কবর বাড়ি কবর বাড়ি,
চিকরিয়া বেড়ায়। আর উঁয়ায় নিজের দেহাত নিজে চোকা শিল দিয়া
কাটাছিড়া করিবার ধরিলেক।

[৬] উঁয়ায় দূর থাকি যীশুক দেখিয়া দৌড়ি আসিয়া, যীশুর ঠ্যেঙ্গত
হাংকুরা পাড়ি ভক্তি দিবার নাগিলেক।

[৭-৮] যীশু অপদেবতাটাক কইলেক, "মানষিটাক ছাড়ি দিয়া চলি
যা।"

অপদেবতাটা কিন্তুক জোরে জোরে চিকিরিয়া কইলেক, "হ্যাঁ বাহে! মহান ঈশ্বরের বেটা যীশু! মোর নগত তোর দরকার কিসের? মুই ভিক্ষা চাং, তোমরা ঈশ্বরের নামে কিরা কাটি কন, মোক জ্বালা-যাতনা দিবেন না!"

[৯] যীশু উঁয়াক পুছিলেক, "তোর নাম কী?"

উঁয়ায় উত্তর দিলেক, "হাজারিয়া। ক্যেনেনা, এই মানষিটার ভিতিরাত হামরা হাজার হাজার অপদেবতা আছি।"
[১০] অপদেবতালা

বারে-বারে কাউলাকাটি করির নাগিলেক, যীশু যাতে উমারলাক ঐ দ্যেশ থাকি খ্যেদেয়া না দেয়।

১১ ঐ সমায় পাহাড়ের বগলের জাগাখানত একটা শুয়োরের বড় পাল চরেবার ধরিলেক। ১২ অপদেবতালা কাউলিয়া যীশুক কইলেক যে, "হামারলাক ঐ শুয়োরলার ভিতিরাত সোন্দেবার প্যেঠেয়া দেও।"

১৩ যীশু উমারলাক সোন্দের দিবার রাজি হইতে কালেই, অপদেবতালা বিরিয়া শুয়োরলার ভিতিরাত সোন্দাইলেক। ঐ বাদে সৌগ শুয়োরে পাহাড় হাতে দৌড়ি নামিয়া সাগরত ডুবিয়া মরিলেক। ঐ নাকান করি কম করি দুই হাজার শুয়োর মরিলেক।

১৪ যায় যায় শুয়োর চরেবার ধরচে, উমরা স্যেলা দৌড়ি পালেয়া যায়া বগলা-বগলি গেরামলাত আর গঞ্জের মানষিলাক খবর দিলেক। মানষিলা খবর পায়া কী ঘটনা হইচে, উমরা দেখিবার বাদে আসিলেক। ১৫ যীশুর টে আসিয়া দেখিলেক যেই মানষিটাক অপদেবতার হাজারিয়া ধরচিলেক, উঁয়ার মাথা ভাল হয়া, কাপড় পিন্দিয়া, ওটেকোনা বসিয়া আছে। এই দেখিয়া উমরা সগায় ভয় খাইলেক।

১৬ যায় যায় এই ঘটনাটা দেখিচে উমরা অইন্য মানষিলাক এইটা কবার ধরচে। ১৭ ভিড়ের মানষিলা যীশুক কাউলা-কাউলি করিলেক যে, "তোমরা হামার দ্যেশ ছাড়িয়া দোসরা জাগা চলি যাও।"

১৮ যীশু নাওয়োত উঠিতে কালেই ঐ মানষিটা যাক অপদেবতা ধরচিলেক, উঁয়ায় যীশুর নগত যাবার কাউলা-কাউলি করিলেক।
১৯ কিন্তুক যীশু উঁয়াক যাবার না দিয়া, এই কয়া বিদায় করিলেক, "তুই তোর বাড়ি ফিরি যা। পরমপরভু তোর বাদে কত বড় কাম করিচে, তোর উপরাত কত দয়া করিচে, এইল্লা তোর বাড়ির মানষিক যায়া ক।"

২০ মানষিটা স্যেলা চলি গেইলেক, আর যীশু উঁয়ার বাদে কত বড়
কাম করিচে, ঐ কতা ওটেকার ডিকাপলি* এলাকাত কয়া বেড়েবার
নাগিলেক। এই শুনিয়া সৌগ মানষি অচানক হইলেক।

## যীশু একটা মরা চেংড়িক বত্তাইলেক আর একজন অসুকিয়া বেটিছাওয়াক ভাল করিলেক

(মথি ৯:১৮-২৬; লূক ৮:৪০-৫৬)

২১ তার পাছত যীশু সাগরের ঐ পার হাতে নাওয়োত করি
এই পারত আসিলেক। স্যেলায় যীশুর ওটেকোনা ম্যেল্লা মানষির
ভিড় হইলেক। ২২ সেই সমায় যায়ীর নামের একজন সমাজ
পতি ওটেকোনা আসিয়া যীশুক দেখিয়া উঁয়ার ঠ্যেঙ্গত উবুরি হয়া
পড়িলেক। ২৩ উঁয়ায় কাউলা-কাউলি করি কইলেক, "হে দয়াল বাবা!
মোর বেটিটা মরি যাবার নাকান হইচে! তোমরা আইসো, উঁয়ার
দেহাত হাত দিয়া নাড়িয়া যাও, ইয়াতে উঁয়ায় বাঁচি যাইবে।"
২৪ স্যেলা যীশু উঁয়ার নগত চলি গেইলেক, আর ম্যেল্লা মানষি
চাইরো পাকে ভিড় করি উমারলার নগত যাবার ধরিলেক। ২৫ ভিড়ের
মাঝত একটা বেটিছাওয়া আছিলেক, যার বারো বছর হাতে অক্ত
স্রাব অসুক হইছিলেক। ২৬ ম্যেল্লা বৈদ্য কবিরাজের টে গেইচে কিন্তুক
উমারলাক দিয়া জ্বালা-যাতনা আরো বাড়ি গেইচে। বৈদ্য কবিরাজক
টাকা দিতে দিতে ফতুর হয়া গেইচে। কোনও উপকার তো হয়
নাই। আরো কাহিল হয়া পড়িচে। ২৭ যীশুর কতা শুনিয়া উঁয়ায়
ভিড়ের মইদ্ধো হাতে যীশুর পাছ পাকে আসিয়া চুপ করি কাপড়খান

*৫:২০ ডিকাপলি মানে ঐ এলাকার দশটা গঞ্জ আছিলেক।

নাড়িলেক।* ২৮ উঁয়ায় মনে মনে চিন্তা ভাবনা করিচে, “যদি মুই
উঁয়ার কাপড়খানও নাড়ির পাং, তাইলে মুই ভাল হয়া যাইম।”
২৯ যীশুর কাপড়খান নাড়িলেক স্যেলায় স্যেলায় উঁয়ার অক্ত স্রাব
বন্দ হয়া গেইলেক। উঁয়ায় নিজে নিজে বুঝিবার পাইলেক যে, উঁয়ার
অসুক ভাল হয়া গেইচে।

৩০ যীশু স্যেলায় স্যেলায় টের পাইলেক যে, উঁয়ার অসুকিয়া
মানষিক ভাল করার যে মহাশক্তি আছিলেক, ঐ মহাশক্তি উঁয়ার
ভিতিরা থাকি বিরি গেইচে। আর ভিড়ের চাইরো পাকে দেখিয়া পুছির
নাগিলেক, “মোর কাপড় কায় নাড়িলেক?”

৩১ উঁয়ার চেলালা উত্তর দিলেক যে, “এত ভিড়ের মানষি তোমাক
ঠেলাঠেলি করির ধরচে, চাইরো পাক থাকি। তোমরা তো দেখির
ধরচেন। তাঙো তোমরা পুছেন, ‘মোর কাপড় কায় নাড়িলেক?’ ”

৩২ কিন্তুক এই কামটা কায় করিচে, জানিবার বাদে যীশু চাইরো
পাকে দেখির নাগিলেক। ৩৩ স্যেলা বেটিছাওয়াটা উঁয়ার জীবনত
কী হইচে, এইটা বুঝির পায়া ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে যীশুর ঠ্যেঙ্গত
পড়িলেক। আর সৌগ ঘটনা কবার নাগিলেক। ৩৪ যীশু উঁয়াক
কইলেক, “মাই, তুই বিশ্বাস করিচিস বুলিয়া ভাল হছিস। যা,
শান্তিতে চলিয়া যা। তোর আর এই নাকান কষ্ট না হউক।”

৩৫ যীশু এই কতা কইতে কালেই যায়ীরের ঘর থাকি কয়জন মানষি
আসিয়া যায়ীরক কইলেক, “তোর বেটিটা মরিয়া গেইচে। গুরুদেবক
আর কষ্ট না দেন।”

৩৬ কিন্তুক ঐল্লা মানষির কতা শুনিয়া, যীশু যায়ীরক কইলেক,
“ভয় না খাইস, মোক বিশ্বাস করেক খালি।” ৩৭ যীশু স্যেলা ভিড়ের

---

*৫:২৭ যিহূদীর পুরানা নিয়ম আছিলেক যে, বেটিছাওয়ার অক্ত স্রাবের সমায় উমরা অপবিত্র হয়া কোন মানষিক নাড়িবে না। এই বাদে চুপ করি যীশুর গিলাপখান নাড়িলেক।

মানষিলাক যাবার না দিয়া, খালি পিতর, যাকোব, আর যাকোবের ভাই যোহনক নগত নিয়া গেইলেক।
৩৮ ইঁয়ার পাছত যায়ীরের বাড়িত আসিয়া দেখিলেক ওটেকোনা খুব কাউকাসাং নাগচে। মানষিলা শোকের কান্দন কান্দিবার নাগচে।
৩৯ যীশু বাড়ির ভিতিরাত যায়া মানষিলাক কইলেক, "কিসের এত কাউকাসাং? কিসের এত কান্দন? ছাওয়াটা তো মরে নাই, নিন্দত আছে।"
৪০ এই কতা শুনিয়া মানষিলা হাসা-হাসি করির নাগিলেক। স্যেলা যীশু সৌগ মানষিলাক ঘরের বায়রাত যাবার কইলেক। খালি চেংড়ীটার মাও-বাপ আর চেলা তিনজনক নিয়া যেই ঘরত মরা চেংড়ীটা আছে ওটেকোনা গেইলেক। ৪১ চেংড়ীটার হাত ধরি যীশু
নিজের ভাষাতে কইলেক, "টালিথা কুম,*" যার মানে, "মাঞেগা, তোক কবার ধরচুং, ওঠেক!" ৪২ আর স্যেলায় চেংড়ীটা উঠিয়া হাটি
বেরেবার ধরিলেক। (চেংড়ীটার বয়স আছিলেক বারো বছর।) ইয়াতে উমরা দারুন অচানক হয়া গেইলেক। ৪৩ এই ঘটনা কাঙোকে না
জানেবার বাদে, উমারলাক কড়া হুকুম দিলেক। আরো ছাওয়াটাক কোনও কিছু খাবার দিবার কইলেক।

## নাসরতের মানষি পরভু যীশুক বিশ্বাস করিলেক না

(মথি ১৩:৫৩-৫৮; লূক ৪:১৬-৩০)

৬ ১ ইঁয়ার পাছত যীশু ঐ জাগাখান ছাড়িয়া নিজের বাপ মাওয়ের জাগাত নাসরত গেরামত গেইলেক। উঁয়ার নগত চেলালাও
গেইলেক। ২ যিহূদী নিয়মের জিরানের দিনে সমাজ ঘরত যায়া যীশু শিক্ষা দিবার ধরিলেক। আর ওটেকোনা ম্যেল্লা মানষি এই

*৫.৪১ "টালিথা কুম," হইলেক আরামাইক ভাষা।

শুনিয়া সগায় অচানক হইলেক। উমরা কবার ধরিলেক যে, "এই মানষিটা আরো এইল্লা গেয়ান কোটে হাতে পাইলেক? ক্যেংকরি গেয়ানী হইলেক? আর ক্যেংকরি মহাশক্তির কাম করির ধরচে?" আরো কবার ধরিলেক, ৩ "ইঁয়ায় তো খুটার মিস্ত্রি! মরিয়মের বেটা! যাকোব, যোষেফ, যুদাস আর শিমোনের ভাই, না কী? উঁয়ার বইনিলা হামারলার এটেকোনা আছে, কী নাই?"

এই নাকান করি যীশুক নিয়া মানষিলা নানা নাকান কওয়া-কওয়ী করিয়া, মনত সন্দেহ হবার নাগিলেক। এই বাদে উমরা ব্যেজার হয়া উঁয়াক বিশ্বাস করিলেক না।

৪ স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক, "নিজের গেরাম, নিজের সাগাই-সোদর, নিজের বাড়ি ছাড়া সৌগ জাগাতে ভাববাদী সন্মান পায়।"

৫ ইয়াতে উঁয়ায় কয়েক জন অসুকিয়া মানষির মাথাত হাত থুইয়া ভাল করা ছাড়া মহাশক্তির কাম করির পাইলেক না। ৬ ক্যেনেনা মানষিলা উঁয়াক বিশ্বাস করিলেক না। এই বাদে যীশু অচানক হইলেক।

## যীশু বারোজন চেলাক প্যেঠে দিলেক

(মথি ১০:৫-১৫; লূক ৯:১৬)

ইঁয়ার পাছত যীশু গেরামে গেরামে যায়া মানষিলাক শিক্ষা দিবার নাগিলেক। ৭ পাছোত উঁয়ার বারোজন চেলাক উঁয়ায় ডেকাইলেক, আর উমারলাক কইলেক, "তোমরা দুইজন দুইজন করিয়া পরচার করিবার বাদে যাও।" আরো অপদেবতা যাতে উমরা ছাড়েবার পায় সেই ক্ষমতা দিলেক। ৮ উমারলাক হুকুম দিলেক, "যাত্রার সমায় তোমরা একটা নাটি ছাড়া আর কিছুই না নেন।" [নাটিটা এই বাদে

নিবার কইলেক, যাতে পাহাড়ি এলাকা, নিধুয়া পাথার, মরুভূমির
উপর দিয়া হাটি যাবার বল পায়। ইঁয়ার বাদে নাটি নিবার কইলেক।]
উমারলাক রুটি, ঝোলা, টাকা-পাইসা* নিবার না দিলেক। ৯ জুতা
পিন্দিবার দিলেক, কিন্তুক একটার বেশী জামা পিন্দিবার না দিলেক।
১০ উঁয়ায় আরো কইলেক, "তোমরা যেই বাড়িত সোন্দাবেন, ঐ
গেরাম না ছাড়া পর্যন্ত ঐ বাড়িতে থাকিবেন। ১১ কোনও জাগার মানষি
যদি তোমারলাক গ্রহন না করে, কিবা তোমারলার কতা না শুনে,
তাইলে তোমরা যাবার সমায় ঠ্যাঙের ধুলা ঝাড়িয়া ফেলে যাইবেন।
আর এই ধুলা উমারলাক জানে দিবে যে, উমরালা ঈশ্বরের রাইজ্যের
বায়রাত আছে।"*

১২ স্যেলা চেলালা পরচার করির নাগিলেক আর মানষিলাক
কইলেক, "তোমরা পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরান।" ১৩ উমরা ম্যেল্লা
অপদেবতা খ্যেদাইলেক। ম্যেল্লা অসুকিয়া মানষিক মাথাত ত্যেল
দিয়া উমারলাক ভাল করিলেক।

## রাজা হেরোদ দীক্ষাদাতা যোহনক মারি ফেলাইলেক

(মথি ১৪:১-১২; লূক ৯:৭-৯)

১৪ যীশুর নাম চাইরো পাকে ছড়িয়া পড়িলেক বুলিয়া, হেরোদ রাজা
যীশুর কতা শুনির পাইলেক। কোনও কোনও মানষি যীশুর সমন্দে
কবার নাগচে যে, "ইঁয়ায় দীক্ষাদাতা যোহন, যায় মরি গেইচে আরো
বত্তি উঠিছে। এই বাদে উঁয়ায় মহাশক্তির কাম করির ধরচে।"

---

***৬:৮** গ্রীক ভাষাত: "কমরের পেট্টিত কোনও তামার পাইসা নিবার না দিলেক।" উমারলার সংস্কৃতি কমরের পেট্টিত টাকা নেয়।

***৬:১১** গ্রীক ভাষাত এই নাকান নেখা আছে: "এই ধুলা উমারলার বিরুদ্ধে সাক্ষী হইবে।" আরো দেখ: প্রেরিত **১৩:৫১**

১৫ কাঙো কাঙো কবার নাগিলেক, "উঁয়ায় সেই পুরান দিনের এলিয়# ভাববাদী।*" আরো কাঙো কাঙো কবার নাগিলেক, "পুরানা ভাববাদীলার নাকান উঁয়ায়ও একজন।"

১৬ আর এই কতা শুনিয়া হেরোদ রাজা কইলেক যে, "না, উঁয়ায় হইলেক যোহন। মুই যার মাথা কাটি ফেলেবার হুকুম দিচিলুং, উঁয়ায় বত্তি উঠিছে।"

১৭-২০ এই ঘটনা হইলেক এই নাকান। ইঁয়ার আগত হেরোদ উঁয়ার ভাই ফিলিপের মাইয়া হেরোদিয়াক বিয়াও করিলেক। ভাববাদী যোহন কিন্তুক বারে বারে হেরোদ রাজাক কইচে যে, "তোর ভাইয়ের মাইয়াক তোর বিয়াও করা ঠিক হয় নাই।" আর এই কতা কবার বাদে হেরোদিয়া যোহনের উপর তুষের অগুনের নাকান রাগ হইলেক। হেরোদিয়ার বাদে রাজাটা মানষিক প্যেঠেয়া যোহনক হাজোতোত ধরিয়া থুইলেক।

হেরোদিয়া যোহনক মারি ফেলের চাইচে, কিন্তুক পায় নাই। ক্যেনেনা রাজাটা যোহনক ভয় খাইচে। যোহন এমন একটা মানষি, যায় ঈশ্বরের ভক্ত আর পবিত্র মানষি আছিলেক। সেইটা জানিয়া রাজাটা যোহনক বিপদের হাত থাকি রক্ষা করিলেক। যোহনের কতা শুনি, মনে মনে অস্থির হইলেক। কিন্তুক তাও শুনিবার ইচ্ছা আছিলেক।

২১-২২ এক দিন শ্যেষত হেরোদিয়া একটা সুজুক পাইলেক। হেরোদ নিজের জন্মদিনত বড় বড় মানষিলা ডাকিয়া উমারলার বাদে একটা ভোজ দিলেক। আর ওটেকোনা হেরোদিয়ার বেটি নাচন দেখাইলেক।

---

***৬:১৫** ম্যেল্লা যিহূদী মানষি মনে করিলেক যে, বাছাই করা রাজাটার আগোত, সেই পুরান দিনের এলিয় ভাববাদী আসিয়া রাজাটার ঘাটা বানাবে।

#**৬:১৫** দেখ: ১ রাজাবলি ১৭ - ২ রাজাবলি ২

ঐ নাচোত ম্যেল্লা বড় বড় মানষি আসছিল যেমন, রাজ কর্মচারি,
সেনাপতি আর গালীল দেশের পরধান পরধান মানষিলা। উমরা
হেরোদিয়ার বেটির নাচন দেখিয়া খুব খুশি হইলেক।

স্যেলা সগারে আগোত হেরোদ রাজা চেংড়ীটাক কইলেক, "তোর
নাচন দেখিয়া মুই খুব খুশি হইচোং। তুই কী চাইস? ২৩ মুই কিরা
কাটি কবার ধরচুং, যা চাইস তায় দিম। মোর রাইজ্যের অদ্ধেখান
যদি চাইস তাঙো দিম।"

২৪ স্যেলা হেরোদিয়ার বেটি হেরোদিয়ার টে গেইলেক, আর
মাওয়োক পুছিলেক যে, "মা, পুরুস্কার হিসাবে কী চাইম?"

হেরোদিয়া কইলেক যে, "তুই দীক্ষাদাতা যোহনের মাথাটা চাবু।"

২৫ স্যেলা উঁয়ায় হেরোদ রাজার ওটেকোনা টপকরি যায়া কইলেক
যে, "একটা থালাত মোক দীক্ষাদাতা যোহনের মাথাটা এলায় দেও।"
২৬ কিন্তুক, এই কতাটা শুনিয়া হেরোদ রাজা মনে মনে খুব দুঃখ
পাইলেক। আর এই ভোজের সমায় মানষির আগত কিরা করি কইচে
বুলিয়া চেংড়ীটাক ঘুরিয়া দিবার পাইলেক না। ২৭-২৮ স্যেলায় স্যেলায়
যোহনের মাথা কাটি আনিবার বাদে, জল্লাদক হুকুম দিলেক। জল্লাদ
কী করিলেক? হাজোত খানাত যায়া যোহনের মাথাটা কাটি আনিয়া
একটা থালাত করি চেংড়ীটার হাতোত মাথাটা পুরুস্কার হিসাবে তুলি
দিলেক। আর চেংড়ীটা নিয়া উঁয়ার মাওয়োক দিলেক।

২৯ এই খবরটা পায়া যোহনের চেলালা আসিয়া যোহনের দেহাটা
কবরত নিয়া থুইলেক।

## পাঁচ হাজার মানষিক খোয়াইলেক, বাছাই করা রাজা যীশু

(মথি ১৪:১৩-২১; লূক ৯:১০-১৭; যোহন ৯:১-১৪)

৩০ যীশু যে বারোজন অধিকার পাওয়া খবরিয়াক প্যেঠাইচে, উমরা
ঘুরি আসিলেক। আর ওটেকোনা কী কী করিচে, কী কী শিক্ষা দিলেক,
সৌগ আসিয়া যীশুক কইলেক। ৩১ ঐ সমায় ম্যেল্লা মানষি ওটেকোনা
আইসা যাওয়া করির ধরিলেক, এই বাদে যীশু আর উঁয়ার চেলালা
খাবার সমায় পাইলেক না। যীশু উমারলাক কইলেক, "তোমরা
আইসো। মোর নগত কোনও একখান নিরিবিলি জাগাত, খানেক
জিরাই।"

৩২ আর উমরা একটা নাও নিয়া নিধুয়া পাথারত গেইলেক।
৩৩ কিন্তুক উমারলাক যাবার দেখিয়া ম্যেল্লা মানষি চিনির পাইলেক।
আর বগলা-বগলি গেরামের মানষিলা দৌড়ি যায়া উমারলার আগত
পৌচিলেক। ৩৪ যীশু নাও হাতে নামিয়া ভাইল্লা মানষিক দেখির
পাইলেক। আর ঐ মানষিলাক দেখিয়া যীশুর খুব মায়া হইলেক।
ক্যেনেনা উঁয়ায় মনে করিলেক যে উমারলার অবস্থা আখোয়াল ছাড়া
ভেড়ার নাকান হইচে। এই বাদে যীশু উমারলাক নানা নাকান বিষয়
শিক্ষা দিবার নাগিলেক।

৩৫ সেই দিন সইন্দা বেলা চেলালা আসিয়া যীশুক কইলেক,
"জাগাখান নিরিবিলি, বেলাও একেবারে ডুবি গেইচে। ৩৬ মানষিলাক
বিদায় করি দেও, যাতে উমরা বগলা-বগলি গেরামলাত যায়া খাবার
কিনিবার পায়।

৩৭ যীশু কইলেক, "তোমরায় উমারলাক খাবার দেও।"

আর চেলালা কইলেক, "এত মানষিক খাবার দিলে আঠ মাসের
বেতনের টাকা নাগিবে। এত টাকা হামরা কোটে পামো?"

৩৮ যীশু উমারলাক পুছিলেক, “তোমার টে কয়খান রুটি আছে?
যায়া দেখ।” চেলালা যায়া দেখি আসিলেক, যীশুক কইলেক যে,
“পাঁচখান রুটি আর দুইটা মাছ আছে।”
৩৯ আর যীশু উমারলাক কইলেক যে, “তামান মানষিলাক দলে
দলে বসেয়া দেও, এই সবুজ ঘাসের উপরাত।” ৪০ মানষিলা একশ
একশ, পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া সারি সারি বসিয়া গেইলেক।
৪১ যীশু স্যেলা ঐ পাঁচখান রুটি আর দুইটা মাছ হাতত ধরিয়া,
স্বর্গের ভিতি চায়া দেখিলেক। ঈশ্বরক ধন্যবাদ দিয়া, মানষিলাক
খাবার দিবার বাদে, রুটি ছিড়িয়া চেলালার হাতত দিতেই আছে।
ঐ দুইটা মাছও ভাগ করিয়া সগাকে দিলেক। ৪২ উমরা সগায় প্যেট
ভরেয়া খাইলেক।
৪৩ ইঁয়ার পাছত যেইল্লা খাবার বাচিলেক, চেলালা সেইল্লা বারোটা
ডেলি ভরতি করি থুইলেক। ৪৪ যায় যায় খাইচে, উমারলার মইদ্ধে
বেটাছাওয়ার সংখ্যা পাঁচ হাজার আছিলেক।

## যীশু জলের উপর দিয়া হাটি গেইলেক

(মথি ১৪:২২-৩৩; যোহন ৬:১৫-২১)

৪৫ ইঁয়ার পাছত যীশু চেলালাক আদেশ দিলেক যে, “তোমরা
এলায় নাওয়োত করিয়া বৈৎসৈদা গেরামত চলিয়া যাও।” আর উঁয়ায়
ভিড়ের মানষিলাক বিদায় দিবার নাগিলেক। ৪৬ বিদায়ের পাছত
পারথনা করিবার বাদে উঁয়ায় পাহাড়ত গেইলেক।
৪৭ যে্যলা সইন্দা হইলেক স্যেলা চেলালা সাগরের মাঝত
নাওখানত আছিলেক, আর যীশু একলায় ডাঙ্গাত আছিলেক। ৪৮ যীশু
দেখিলেক, এই চেলালা খুব কষ্ট করিয়া নাও-এর হাল বয়েবার
ধরচে। ক্যেনেনা বাতাস নাও-এর উল্টা পাকে আসিবার ধরচে। পরায়

রাতির শ্যেষ হইচে, এই সমায় যীশু কী করিলেক? জলের উপর দিয়া হাটিয়া চেলালার ওটেকোনা আসিলেক আর উমারলাক থুইয়া আগেয়া যাবার চাইলেক।
৪৯-৫০ কিন্তুক এই দেখিয়া চেলালা ভুত মনে করিয়া ভয়ে চিকিরিয়া উঠিলেক। সগায় ভয় খাইলেক।

স্যেলায় স্যেলায় যীশু উমারলাক কতা কইলেক, "মুই আছং; তোমরা ভয় করেন না, সাহস করো।"

৫১ যীশু চেলালার নাওখানত উঠিতে কালেই বাতাস থামি গেইলেক। আর এই দেখিয়া চেলালা খুব অচানক হয়া গেইলেক।
৫২ উমরা অচানক হইলেক ক্যেনে? কারন, যদিও উমরা সেই আগের অচানক রুটি খাবার ব্যেপারটা দেখিচে, তাঙো উমরা বুঝে নাই যে যীশু কায়। স্যেলাও উমারলার মন কঠুর আছিলেক।

**বুঝিবার একটা কতা:**

এইল্লা অচানক ঘটনা দিয়া যীশু যে নিজেই ঈশ্বর, এইটা দেখেয়া দিচে।

যিহূদী শাস্তরত কায় নিরিবিল জাগাত অচানক করি ইস্রায়েলী মানষিলাক খাবার দিচে? ঈশ্বর (দেখ: যাত্রা বই ১৬), আর এটেকোনা যীশু ঐ নাকান করি অচানক করি মানষিলাক খাবার দেয় (মার্ক ৬:৩১-৩৪)।

যিহূদী শাস্তরত কায় মহাশক্তি দেখেয়া মোশীক থুইয়া আগেয়া গেইলেক? ঈশ্বর (দেখ: যাত্রা বই ৩৩:১২-৩৪:৬। আর দেখ: ১ রাজাবলি ১৯), আর এটেকোনা যীশু চেলেলাক থুইয়া আগেয়া গেইলেক জলের উপর দিয়া (মার্ক ৬:৪৮)।

যিহূদী শাস্তরত কায় নিজেই নাম দিচে, 'মুই আছং'? ঈশ্বর (দেখ: যাত্রা বই ৩:১৩-১৪), আর এটেকোনা অচানক কাম করিয়া কইচে 'মুই আছং'।

পুরানা শাস্তরত ঈশ্বর যা যা কামাই করে, ঐ নাকান কামাই যীশুও করে। এই কামাই দিয়া যীশু দেখেয়া দিচে, উঁয়ায় ঈশ্বর।

## গিনেষরৎ এলাকাত যীশু ম্যেল্লা রুগি মানষিলাক ভাল করিলেক

(মথি ১৪:৩৪-৩৬)

৫৩ যীশু আর উঁয়ার চেলালা সাগর পার হয়া গিনেষরৎ নামের
এলাকাত য্যেলা আসিলেক, নাওখান ওটেকোনা বান্দিলেক।
৫৪ উমরা নাওখান হাতে নামতে নামতেই, মানষিলা যীশুক চিনির
পাইলেক। ৫৫ মানষিলা ঐ এলাকার মইদ্ধত দৌড়া দৌড়ি করির
নাগিলেক যাতে যীশু যেটেকোনা আছে ওটেকোনা দাগিলাত করিয়া
রুগী মানষিলাক উবিয়া আনিবার পায়।
৫৬ গেরামত, গঞ্জত, পাড়াত যেটেকোনায় যাবার ধরিলেক,
মানষিলা রুগীক বাজারত আনিয়া জড়ো করিবার নাগিলেক। আর
উমরা যীশুক কাউলা-কাউলি করি কবার নাগিলেক য্যেনে রুগীলা
উঁয়ার গিলাপের আচলার কিনারটাও নাড়িবার পায়। যায় এই
গিলাপের আচলার কিনারটা নাড়িলেক, উমরা সগায় ভাল হয়া
গেইলেক।

## মানষি ক্যেংকরিয়া ছুয়া হয়া যায়?

(মথি ১৫:৯-২০)

৭ ১ এক দিন কয়েক জন ফরীশী দলের ধর্মগুরু আর দোসরা
ধর্মগুরুলা যিরূশালেম হাতে যীশুর ঐটে আসিয়া একটে
হইলেক। ২ আর উমরা দেখিলেক যীশুর চেলালার মাঝত কয়েক জন
নিয়ম মতন হাত না ধুইয়া ছুয়া হাতত খাবার বসিচে। (৩ ফরীশীলা
আর সৌগ যিহূদী মানষিলা পুরানী দিনের ধর্মগুরুলার নিয়ম মানিয়া
আসির ধরচে। সেই নিয়ম এই নাকান, উমরা ভালকরি হাত না ধুইয়া
খায় না। ৪ এমন কী বাজার থাকি আসিয়াও হাত ঠ্যাং না ধুইয়া উমরা

খাবার খায় না। এই নাকান উমারলার আরো ম্যেল্লা নিয়ম আছে, যেমন গিলাস, ঘটি-বাটি, খুরি ধুইয়া শুদ্ধি করে।)
৫ এই বাদে ফরীশীলা আর ধর্মগুরুলা যীশুক পুছিলেক যে, "তোমার চেলালা পুরানী দিনের ধর্মগুরুলার নিয়ম নিতী, সেইল্লা মানে না ক্যেনে? উমরা তো হাত না ধুইয়া ছুয়া হাতে খাবার খায়।"
৬ যীশু উমারলাক উত্তর দিলেক যে,

"তোমরালা ভণ্ড! ঐ পুরান দিনের ভাববাদী যিশাইয় তোমারলার সমন্দে ঠিকেই নেখিচে। উঁয়ার বইয়ত ঈশ্বর এই নাকান কইচে যে,

'এই মানষিলা মুখতে খালি মোর সন্মান করির নাগচে,
কিন্তুক উমারলার অন্তরের টান মোর এদি নাই।
৭ উমরা ফাকের মোর গুনগান গায়,
উমরা মানষির বানা নিয়ম নিতীলা ঈশ্বরের নিয়ম কয়া শিক্ষা দেয়।'#

"[আসলে তোমরা ঈশ্বরক মানেন না।] ৮ তোমরা ঈশ্বরের আদেশ ছাড়িয়া মানষির বানা নিয়ম নিতী মানিবার ধরচেন।"
৯ যীশু আরো কইলেক, "তোমরা এমনি চালাক হইচেন! নিজের বানা নিয়ম নিতী টেকেবার বাদে তোমরালা ঈশ্বরের আদেশ ছাড়িলেন। ১০ যেই নাকান, মহাপুরুষ মোশি কইচে, 'মাও বাপক তোমরা সন্মান করো,' আর, 'কাণ্ডো নিজের মাও বাপক শাও দিলে, উঁয়াক মারি ফেলান।' ১১ কিন্তুক তোমরা ফরীশীলা মাও বাপক সেবা না করির মানষিলাক বুদ্ধি দিবার নাগচেন। যাতে করি উমরা মাও বাপক কইবে, 'মুই তোমাক সাহায্য করির না পাং। যেইটা তোমারলার সাহায্যে করির বাদে আছিলেক, সেইটা মুই ঈশ্বরক গতে দিলুং।'

---

#**৭:৭** যিশাইয় ২৯:১৩

১২ হে ফরীশীলা! মানষি যাতে উয়ার গরিব মাও বাপের
সাহায় করির পায়, এই কামটা তোমরালা করির দেন না।
১৩ ইয়াতে তোমারলার নিজের নিয়মে চলিয়া ঈশ্বরের বাইক্য
বাতিল করিচেন। আর এই নাকান ম্যেল্লা বেয়া কাম করির
ধরচেন।”

১৪ ইঁয়ার পাছত যীশু ভিড়ের মানষিলাক ডেকেয়া কইলেক,
“তোমরা সৌগ মানষিলা মোর কতা শুনো আর বুঝো! ১৫ বায়রা
হাতে যেইল্লা জিনিস দেহার ভিতিরাত যায়, সেইল্লা মানষিক ছুয়া
করির না পায়। কিন্তুক অন্তরের ভিতিরা হাতে যেইল্লা বিরি আইসে,
সেইল্লায় মানষিক ছুয়া করে।”*

১৭ ইঁয়ার পাছত যীশু ভিড়ের মানষিলাক ছাড়িয়া আরো ঘরত
সোন্দাইলেক। স্যেলা উঁয়ার চেলালা উঁয়াক পুছির নাগিলেক যে,
“এই শিক্ষাটার মানে কী?”

১৮ যীশু উমারলাক কইলেক যে, “তোমরালাও এতয় অবুঝ? এই
শিক্ষাটার মানেও কী বুঝেন না? যেইটা বায়রা হাতে মানষির দেহার
ভিতিরাত যায়, সেইটা মানষিক ছুয়া করির না পায়। ১৯ কারন, সেইটা
তো প্যেটত সোন্দায় আর প্যেট থাকি বিরিয়া যায়, কিন্তুক অন্তরত
সোন্দায় না।”

এই শিক্ষাটাতে যীশু উমারলাক বুঝিয়া দিলেক যে, যত নাকান খাবার আছে, কোনও খাবারে মানষিক ছুয়া করির পায় না। সৌগ খাবারে শুদ্ধ।

২০ যীশু উমারলাক আরো কইলেক,

“মানষির অন্তর থাকি যেইল্লা বিরিয়া আইসে, সেইল্লা মানষিক
ছুয়া করে। ২১-২২ ক্যেনেনা কুচিন্তা মানষির অন্তর হাতে বিরিয়া

---

*৭:১৫ ১৬ পদ কিছু কিছু গ্রীক পাণ্ডুলিপিত নেখা আছে, কিছু কিছু পাণ্ডুলিপিত নাই। ১৬ পদ এই নাকান: “যার শোনিবার মন আছে, শুনুক।”

আইসে এইল্লা কামের মইদ্ধ দিয়া: মাগিবাজি, চুরি, মানষিক খুন, ব্যভিচার, লোভ নালসা, অবডাঙি, ছলচাতুরামি, উব্ঝাউটা, কু নজরে দেখা, অইন্যের গেলানি করা, দর্প আর আজিলী ভাব।
২৩ এই কু জিনিসলা মানষির অন্তর হাতে বির হয়া মানষিক ছুয়া করে।”

## একটা অযিহূদী বেটিছাওয়ার বিশ্বাস

(মথি ১৫:২১-২৮)

২৪ ইঁয়ার পাছত যীশু ইস্রায়েল দ্যেশ ছাড়িয়া সোর নামের এলাকাত গেইলেক, আর উঁয়ায় একটা ঘরত সোন্দাইলেক। যীশু চাইলেক, উঁয়ায় এটেকোনা আছে, এই কতাটা মানষিলা যাতে জানিবার না পায়। কিন্তুক এই নাকান হইলেক না। ২৫-২৬ উঁয়ায় যেটেকোনা গেইলেক, ওটেকোনা একটা বেটিছাওয়া আছিলেক আর উঁয়ার বেটিক অপদেবতা ধরচে। এই বেটিছাওয়াটা যীশুর সমন্দে শুনির পাইলেক। যীশুর টে আসিয়া হাংকুরা পাড়ি মিনতি করিলেক যাতে যীশু উঁয়ার বেটির মইদ্ধো হাতে অপদেবতাটা খ্যেদেয়া দিবে।

বেটিছাওয়াটা আছিলেক অযিহূদী; উঁয়ায় সুর দেশের ফৈনীকী নামের এলাকাত জন্ম নিচে। ২৭ [যিহূদী মানষিলার সেবা করিবার কাম হইলেক যীশুর পইলা দায়িত্ব। এই বাদে উঁয়ায় একটা উধারন করি] বেটিছাওয়াটাক কইলেক যে, “আগত ছাওয়া-ছোটক প্যেট

ভরে খাবার খাউক। ক্যেনেনা ছাওয়া-ছোটর খাবার আগত, উমারলার খাবার নিয়া কুকুরের আগপাকত ফেলা ঠিক নোঁয়ায়।"*

২৮ ইয়াতে বেটিছাওয়াটা কইলেক যে, "হ্যাঁ মালিক, তোমরা ঠিকেই কইচেন। কিন্তুক ছাওয়া-ছোটর খাবারের ফেলা-চেলা আটুয়াও কুকুরে খায়।"

২৯ যীশু স্যেলা বেটিছাওয়াটাক কইলেক, "বা! এই তো তুই ভাল বুঝিয়া ভাল কতা কচিস।* যা! এলা বাড়ি যায়া দেখেক, তোর বেটির ভিতিরা হাতে অপদেবতা বিরিয়া গেইচে।"

৩০ আর স্যেলা বেটিছাওয়াটা বাড়ি যায়া দেখিলেক যে, উঁয়ার বেটি বিছিনাত শুতিয়া আছে, আর উঁয়ার ভিতিরা হাতে অপদেবতা বিরি গেইচে।

## যীশু একটা টসা থোতলাক ভাল করিলেক

৩১ যীশু সোর এলাকা ছাড়িয়া সীদোন এলাকার মইদ্ধো দিয়া
গালীল সাগরের ওটেকোনা ডিকাপলি* এলাকাত গেইলেক। ৩২ আর

*৭:২৭ যিহূদী মানষিলা প্রথমে শুনিবে যীশুর কতা, ঐটা হইলেক ঈশ্বরের পরিকল্পনা। উমরা শোনার পাছত তামান দুনিয়ার মানষিলাও শুনিবে। (দেখ: রোমিয় ১:১৬) এইটা বুঝি দিবার বাদে যীশু বেটিছাওয়াটাক এই কতা কইছে।

*৭:২৯ বেটিছাওয়াটা ভাল উত্তর দিয়া দেখাইচে যে, পথমে যীশু যিহূদী মানষিলার সেবা করির আসিচে; তাঙো যীশু অল্প সমায়ের বাদে অযিহূদী এলাকাত আসিলেক। এই সমায়ের মইদ্ধত অযিহূদী বেটিছাওয়াটা সাহায্য পায় কী না?

*৭:৩১ সাগরের পুব পাকে দক্ষিন পুব পাকে ডিকাপলি এলাকা আছিলেক। যীশু ওটেকোনা আগত গেইলেক (দেখ: মার্ক ৫:১-২০)।

ওটেকোনা কয়েকজন মানষি একটা টসা থোতলাক নিয়া আসিলেক যীশুর টে। আর উমরা কাউলা-কাউলি করির নাগিলেক যে, মানষিটাক ভাল করির বাদে উঁয়ার উপরাত যীশু যাতে হাত ছোয়য়া দেয়।

৩৩ যীশু ভিড়ের মইদ্ধো হাতে মানষিটাক এক পাকে নিয়া যায়া
মানষিটার দুই কানত নঙুল দিলেক। আর যীশু ছ্যেপ ফেলে ছ্যেপখান
নিয়া থোতলার জিবাখান নাড়িলেক। ৩৪ স্যেলা দ্যাওয়ার ভিতি
দেখিয়া একটা দীঘল নিকাশ ফেলাইলেক, মানষিটাক কইলেক,
"এপফাথা,*" ইঁয়ার মানে, "খুলিয়া যা।" ৩৫ আর স্যেলায় স্যেলায়
মানষিটা ভাল হয়া গেইলেক। উঁয়ার কান দুইটা খুলি গেইলেক; আর
উঁয়ার জিবাখান ঠিক হয়া ভাল করি কতা কবার পাইলেক।

৩৬ যীশু এই ঘটনাটা মানষিলাক কাঙোকে কবার না কইলেক।
কিন্তুক কতাটা কবার না কওয়াতে মানষিলা আরো বেশী করি কবার
নাগিলেক। ৩৭ এই নাকান কাম দেখিয়া ওটেকার মানষিলা সগায়
একেবারে অচানক হইলেক। আর কবার নাগিলেক যে, "ইঁয়ায়
একেবারে নিখুঁত কাম করে! ইঁয়ায় বোবাক কতা কওয়ায়; টসা
মানষিক ভাল করি শুনির শক্তি দেয়।*"

---

***৭:৩৪** "এপফাথা" হইলেক আরামাইক ভাষা। এই ভাষা তো ওটেকার ম্যেল্লা মানষির মাতৃভাষা। ঐ টসা তোতলাটার মাতৃভাষাও হবার পায়।

***৭.৩৭** ভাববাদী যিশাইয় ম্যেল্লা বছর আগত কইচে যে, ভগবানের বাছাই করা রাজা য্যেলা আসিবে স্যেলা কানা মানষিটা কাতা শুনিবে আর বোবাটা কাতা কইবে (দেখ: যিশাইয় ৩৫:৫-৬)। ইয়াতে দেখা গেইচে যে যীশু ঐ বাছাই করা রাজাটা।

## যীশু চাইর হাজার মানষিক প্যেট ভরে খোয়াইলেক

(মথি ১৫:৩২-৩৯)

৮ ১ পাছত আরো এক দিন যীশুর ওটেকোনা খুব ভিড় হইলেক,
আর এই মানষিলার টে কোনও খাবার আছিলেক না। স্যেলা
যীশু উঁয়ার চেলালাক ডেকেয়া কইলেক যে, ২ "মানষিলাক দেখিয়া
মোর খুব মায়া হইচে। ক্যেনেনা ইমরা তিন দিন মোর নগত আছে,
আর ইমারলার টে কোনও খাবার নাই। ৩ কাঙো কাঙো অনেক দূর
হাতে আসিচে বুলিয়া মুই যদি প্যেঠেয়া দেং, তাইলে ঘাটাত বেহুস
হয়া পড়িবে।"

৪ চেলালা কইলেক, "এই শুনপাথারত এতুলা মানষির খাবার কায়
কোটে থাকি পাইবে?"

৫ যীশু স্যেলা উমারলাক পুছিলেক যে, "তোমারলার টে কয়খান
রুটি আছে?"

চেলালা কইলেক, "সাতখান।"

৬ মানষিলাক মাটিত বসির কইলেক। আর সাতখান রুটি নিয়া
ঈশ্বরক ধন্যবাদ দিয়া মানষিলাক খাবার দিবার বাদে, রুটি ছিড়িয়া
চেলালার হাতত দিতেই আছে। ৭ চেলালার টে কয়টা ছোট মাছও
আছিলেক। যীশু ঐ মাছলা নিয়া ধন্যবাদ দিয়া ঐল্লাও দিবার
কইলেক।

৮-৯ কম-বেশী চাইর হাজার মানষি সগায় প্যেট ভরেয়া খাইলেক।
আর যেইল্লা টুকরা পড়িয়া আছিলেক, ঐল্লা ডেলিত করি কুড়াইলেক,
আর ঐল্লা সাত ডেলি হইলেক।

খাবার পাছত যীশু মানষিলাক বিদায় করিয়া ১০ চেলালার নগত
নাওয়োত করিয়া দলমনুথা নামের এলাকাত চলিয়া গেইলেক।

## ফরীশীলা বিশ্বাস না করিয়া চিন্-এর নমুনা দেখির চাইলেক

(মথি ১৬:১-৪)

১১ ওটেকার ফরীশী দলের ধর্মগুরুলা আসিয়া যীশুর নগত নিয়াই
শুরু করিয়া দিলেক। ফরীশীলা উঁয়াক পরীক্ষা করিবার নাগিলেক যে,
"স্বর্গ হাতে একটা চিন্-এর নমুনা দেখাও।" ১২ ইয়াতে যীশু একটা
দীঘল নিকাশ ফেলেয়া কইলেক, "আজি কালিকার মানষিলা খালি
চিন্ চান্দায় ক্যেনে? মুই সচাং করি কবার ধরচুং, তোমারলাক কোনও
চিন্ না দেখাইম।"
১৩ ইঁয়ার পাছত যীশু উমারলাক ছাড়ি দিয়া নাওয়োত করি সাগরের
অইন্য পারত চলি গেইলেক।

## যীশু চেলালাক সাবধান করিলেক

(মথি ১৬:৫-১২)

১৪ চেলালা সাথত করি রুটি আনিবার একরে ভুলি গেইচে।
আর নাওয়োত উমারলার একনা রুটি ছাড়া কিছুই আছিলেক না।
১৫ যাইতে যাইতে যীশু উমারলাক হুকুম দিলেক, "এই তোমরা চেতন
থাকেন! ফরীশীলার আর হেরোদ রাজার সোডা* হাতে সাবধান হন।

---

*৮.১৫ গ্রীক পাণ্ডুলিপিত একটা শব্দ নেখা আছে, যার মানে 'খামি' বা 'ঈষ্ট' বা 'গাঁজলা'। কোনও ভাল না বেয়া প্রভাব ছিল্লা-ছিল্লী হয়া যায়, যিহূদীলা এই প্রভাবক কইলেক 'খামি'। যীশু বুঝি দিচে যে ফরিশীলার ভণ্ড শিক্ষার প্রভাব আর হেরড রাজার বেয়া কামাইয়ের প্রভাব ছিল্লা-ছিল্লী হয়া যায়। এই বাদে উমারলার হাতে সাবধান হবার নাগে। কিন্তুক যীশু সাবধান করি দিয়াও চেলালা বুঝে নাই।

[খাবারের জিনিসত অল্প খানেক সোডা দিলে পুরা খাবারের স্বাদ বদলি যায়।]"

১৬ আর চেলালা নিয়াই করির নাগিলেক যে, "হামারলার টে রুটি নাই বুলিয়া এই নাকান কতা কবার নাগচে।"

১৭ চেলালা কী কবার নাগচে, এইটা যীশু বুঝির পায়া কইলেক, "তোমরা ক্যেনে কবার নাগচেন যে, তোমারলার টে রুটি নাই? তোমরালা এলাও জানেন না? বুঝেন না? তোমারলার অন্তর কী পাশানের নাকান হইচে?
১৮ তোমারলার চখু আছে, তাঙো কী দেখির না পান? কান আছে, তাঙো কী শুনির না পান? মনত কী পড়ে না,
১৯ মুই য্যেলা পাঁচখান রুটি ছিড়িয়া পাঁচ হাজার মানষিক খোয়ালুং, স্যেলা কয় ডেলি কুড়িয়া জমা করিলেন?

চেলালা কইলেক, "বারো ডেলি।"

২০ যীশু আরো কইলেক, "মুই য্যেলা সাতখান রুটি ছিড়িয়া চাইর হাজার মানষিক খোয়ালুং, স্যেলা কয় ডেলি কুড়াইলেন?"

আর চেলালা কইলেক, "সাত ডেলি।"

২১ যীশু পুছিলেক, "তাঙো, তোমরা এলাও কী বুঝেন না?"

## যীশু কানা মানষিক ভাল করিলেক

২২ ইঁয়ার পাছত যীশু চেলালার নগত বৈৎসৈদা গেরামত গেইলেক। আর ওটেকোনা কয়েকজন মানষি মিলিয়া একজন কানা মানষিক উমরা নিয়া আসিলেক। মানষিলা স্যেলা খুব কাউলা-কাউলি করি কবার নাগিলেক, যাতে যীশু ঐ কানা মানষিটার দেহাত হাতটা ছোয়য়া দেয়।
২৩ যীশু কানা মানষিটার হাত ধরি একেবারে গেরামের বায়রাত নিয়া গেইলেক। ওইটে যায়া যীশু কানা মানষিটার চখুত ছ্যেপ নাগেয়া দিলেক। আর উঁয়াক নাড়িয়া পুছিলেক, "তুই এলা কী দেখির পাচিস?"

২৪ মানষিটা দেখিয়া কবার নাগিলেক, "মুই এলা মানষিলাক দেখির পাবার নাগচুং। মানষিলা গচের নাকান ঝাপসা দেখা যাবার নাগচে। ঐল্লা হাটিয়া বেরেবার ধরচে।"
২৫ যীশু আরো একবার মানষিটার চখুত হাত দিলেক, ইয়াতে উঁয়ার চখু একেবারে ভাল হয়া দেখিবার শক্তি ফিরি পাইলেক। উঁয়ায় ঝকঝকা করি সৌগ দেখির পাবার নাগিলেক।
২৬ যীশু মানষিটাক বাড়িত প্যেঠেয়া দিবার সমায় উঁয়াক কইলেক, "তুই বৈৎসৈদা গেরামত যাইস না।"

## যীশুই ঈশ্বরের বাছাই করা রাজা

(মথি ১৬:১৩-২০; লূক ৯:১৮-২১)

২৭ ইঁয়ার পাছত যীশু চেলালাক নিয়া কৈসরিয়া ফিলিপ গঞ্জের অগল বগল গেরামলাত যাবার নাগিলেক। যাইতে যাইতে ঘাটাত যীশু চেলালাক পুছির নাগিলেক, "মুই কায়, এই নিয়া মানষিলা কী কোনও কতা কয়?"
২৮ চেলালা কইলেক যে, "কাঙো কাঙো কয় দীক্ষাদাতা যোহন; কাঙো কয় তোমরা সেই পুরান দিনের এলিয়# ভাববাদী;* আরো কাঙো কাঙো কয় তোমরা ভাববাদীর দোসরা জন।"
২৯ স্যেলা যীশু উমারলাক পুছিলেক যে, "তোমরা মোক নিয়া কী কন? মুই কায়?"

---

*৮:২৮ ম্যেল্লা যিহূদী মানষি মনে করিলেক যে, বাছাই করা রাজাটার আগোত, সেই পুরান দিনের এলিয় ভাববাদী আসিয়া রাজাটার ঘাটা বানাবে।

#৮:২৮ দেখ: ১ রাজাবলি ১৭ - ২ রাজাবলি ২

পিতর স্যেলা উত্তর দিলেক, “তোমরা হইলেন ঈশ্বরের বাছাই করা রাজা।*”
৩০ যীশু উমারলাক সাবধান করি দিয়া কইলেক, “এই কতাটা কাঙোকে না কন।”

## যীশু পইলা বার নিজের মরনের ভবিষ্যত বানী দিলেক

(মথি ১৬:২১-২৮; লূক ৯:২২-২৭)

৩১ পাছত যীশু চেলালাক এই কয়া শিক্ষা দিবার নাগিলেক, “মুই
বাছাই করা মানষি* হং বুলিয়া, মোক ম্যেল্লা দুঃখ কষ্ট ভুগিবার
নাগিবে। বুড়া নেতা মানষিলা, পরধান বামনলা, আরো ধর্মগুরুলা,
মোক মানি নিবার না হয়। মোক মারি ফেলা হইবে। তিন দিনের দিন
মোক মরনক জয় করি বত্তি উঠির নাগিবে।” ৩২ এই কতালা গোপন
না থুইয়া উঁয়ায় ভাল করি বুঝিয়া কইলেক।
স্যেলা পিতর যীশুক অল্প দুরত নিগিয়া দোষ দিবার নাগিলেক।
৩৩ কিন্তুক যীশু মুখ ঘুরিয়া চেলালার পাকে দেখিয়া পিতরক ধমক
দিয়া কইলেক, “শয়তান-অসুর! তুই মোর এইটে হাতে দূর হয়া
যা! ঈশ্বরের যেইল্লা, সেইল্লা ভাবিস না। মানষির যেইল্লা, সেইল্লা
ভাবিস।”
৩৪ ইঁয়ার পাছত যীশু চেলালাক আর অইন্য মানষিলাক বগলত
ডেকেয়া কইলেক,

“যায় মোর পাছত আসিবার চায়, উমরা নিজের ইচ্ছা মতন ঘাটা চলা বন্দ করুক। নিজের কষ্টের বোঝ* ঘাড়ত তুলি নিয়া

---

***৮:২৯** গ্রীক ভাষাত, খ্রিষ্ট; হীব্রু ভাষাত, মশীহ।

***৮:৩১** গ্রীক ভাষাত, মানষির বেটা; দেখ: মার্ক ২:১০-এর তলাত।

***৮.৩৪** গ্রীক ভাষাত: নিজের ক্রুশ-খুটা তুলি নিয়া মোর পাছত আসুক।

মোর পাছত আসুক।# ৩৫ তোমরা নিজের বাদে বত্তি থাকির চাইলে,
জীবন হারাবেন। কিন্তুক মোর চেলা হয়া ঈশ্বরের ভাল খবরটা মানি
নিয়া তোমার জীবন গতে দিলে সচাং জীবন পাইবেন। ৩৬ কাঙো
যদি সৌগ দুনিয়া জয় করে, আর সচাং জীবনটা হারে ফেলায়,
তাইলে কোনও লাভ নাই। ৩৭ সচাং জীবন ফিরি পাবার বাদে উঁয়ার
দিবার নাকান কী আছে?"

৩৮ "আজি কালিকার ছেচরা আর পাপী মানষিলার মাঝত মোক
নিয়া শরম না খান! মোর শিক্ষালাও নিয়া শরম না খান! যদি খান,
তাইলে মুইয়ে বাছাই করা মানষি, মুইও ওংকরিয়া তোমারলাক
শরম খাইম। যে দিন স্বর্গের বাপের টে থাকি দ্যেওয়ার ঝিলিকের
নাকান করি পবিত্র স্বর্গের দূতলার সাথত আসিম,# ঐ দিন মুইও
তোমারলাক শরম খাইম।"

৯ ১ যীশু আরো কইলেক যে,
"মুই তোমারলাক সচাং কবার ধরচুং। এটেকোনা এই নাকান
কয়জন মানষি আছে, যায় যায় ঈশ্বরের রাইজ্যের মহাশক্তি না
দেখা পর্যন্ত, উমরা কোনও মতেই মরিবে না।"

## যীশুর চকচকা মুখখান দিয়া মহাশক্তি দেখাইলেক

(মথি ৮:২৮-৩৪; লূক ৮:২৬-৩৯)

২ ইঁয়ার ছয় দিন পাছত যীশু খালি পিতর, যোহন আর যাকোবোক
নগত করি নিয়া একখান উচা পাহাড়ের উপরাত গেইলেক। আর
চেলালার আগত যীশুর চেহারা পালটি গেইলেক। ৩ উঁয়ার কাপড়-
চোপড়ও বদলি গেইলেক, একেবারে সাদা ধপধপা। এই দুনিয়ার

#**৮:৩৪** দেখ: মার্ক ১৫:২০-২১। মার্ক ১৫:২৫-ত ফটক দেখেন

#**৮:৩৮** দেখ: দানিয়েল ৭:১৩-১৪

কোনও মানষি ঐ নাকান কাপড় ধুবার সাইধ্য হইবে না। ৪ চেলালা
দেখির পাইলেক ভাববাদী এলিয় আর মহাপুরুষ মোশি যীশুর নগত
কতা কবার ধরচে।

৫ স্যেলা পিতর যীশুক কইলেক যে, "গুরু, ভালে হইচে হামরালা
যেই কয়জন এটেকোনা আছি। তোমারলার বাদে ছোট করি তিনটা
খ্যেড়ির ঘর বানাই, একটা তোমার, একটা মহাপুরুষ মোশির, আর
একটা ভাববাদী এলিয়-এর।" ৬ কিন্তুক কী কওয়ার নাগিবে, সেইটা
পিতর ভাবিয়া কুল-কিনারা পাইলেক না, ক্যেনেনা উঁয়ায় ভয় খাইচে।

৭ স্যেলা একখান ম্যেঘ দেখা যায়া ঐ জাগাখান ছেঁয়া দিয়া ঢাকি
নিলেক।# আর ঐ ম্যেঘ থাকি একটা আওয়াজ শুনা গেইলেক,
"ইঁয়ায় মোর বেটা, মোর মনের একজন। তোমরা ইঁয়ার কতা শোন।"
৮ স্যেলায় স্যেলায় চেলালা চাইরো পাকে চায়া দেখিয়া যীশুক ছাড়া
কাঙোকেই দেখির পাইলেক না।

৯ পাছত যীশু পাহাড় থাকি নামি আইসার সমায় উমারলাক হুকুম
দিলেক, "তোমরা যেইল্লা দেখিলেন, মুই বাছাই করা মানষিটা*
মরিয়া বত্তি না ওঠা পর্যন্ত, তোমরা এই কতাটা কাঙোকে কইবেন
না।" ১০ চেলালা যীশুর এই কতা পালন করিলেক, কিন্তুক "মরিয়া
বত্তি ওঠা," ইঁয়ার মানেটা কী, উমরা এই কতাটা নিয়া নিজের মানষির
মাঝত কওয়া-কওয়ী করিবার নাগিলেক।

১১ স্যেলা উমরা যীশুক পুছিবার ধরিলেক, "ধর্মগুরুলা ক্যেনে
কবার ধরচে, 'বাছাই করা রাজার আগোত এলিয় আসির দরকার
আছে।'#"

---

*৯:৯ গ্রীক ভাষাত, মানষির বেটা; দেখ: মার্ক ২:১০-এর তলাত।

#৯:৭ পুরানা নিয়মত মাঝে মাঝে ঈশ্বর ম্যেঘের মইদ্ধ দিয়া উপস্থিত হইলেক। দেখ: যাত্রা বই ১৩:২১ #৯:১১ দেখ: মালাখি ৪:৫

১২ যীশু উমারলাক কইলেক,
"হ্যাঁ, এইটা সচাং। বাছাই করা রাজার আগোত ভাববাদী এলিয় আসিয়া সৌগ কিছু ঠিক করির ধরচে। কিন্তুক এই নিয়া মনে করেন। পবিত্র শাস্তরত ক্যেনে নেখা আছে যে, বাছাই করা মানষিটাক খুব দুঃখ কষ্ট ভুগিবার নাগিবে। আর ক্যেনে নেখা আছে যে, মানষিলা উঁয়াক অবহেলা করিয়া বাতিল করিবে।
১৩ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার নাগচুং। পবিত্র শাস্তরত য্যেংকরিয়া নেখা আছে, ভাববাদী এলিয় ওংকরিয়া আসি গেইচে, কিন্তুক মানষিলা নিজের ইচ্ছা মতন উঁয়ার উপরাত বেয়া কামাই করিচে।"

## যীশু একটা অপদেবতা ধরা চেংড়াক ভাল করিলেক

(মথি ১৭:১৪-২০; লূক ৯:৩৭-৪৩)

১৪ যীশু আর তিনজন চেলা পাহাড় হাতে নামি আসিয়া দেখিলেক, দোসরা চেলালার টে ম্যেল্লা মানষি একটে হইচে। আর কয়জন ধর্মগুরু চেলালার নগত নিয়াই করিবার নাগচে।
১৫ যীশুক দেখিতে কালেই ওটেকার তামান মানষিলা অচানক হইলেক, আর দৌড়ি যায়া উঁয়াক সন্মান জানাইলেক।
১৬ যীশু উমারলাক পুছিলেক, "তোমরা ইমারলার নগত কী বিষয় নিয়া নিয়াই করির নাগচেন?"
১৭ ভিড়ের মাঝিলা হাতে একটা মানষি যীশুর কতার উত্তর দিয়া কইলেক, "গুরু! মোর বেটাক ভাল করির বাদে তোমার এটেকোনা আনিচুং। উঁয়াক অপদেবতায় ধরচে বুলিয়া কতা কবার পায় না।
১৮ অপদেবতাটা উঁয়াক য্যেলা ধরে স্যেলা আছড়ে ফেলে দেয়। উঁয়ার দাঁতে দাঁত কিড়মিরিয়া মুখ দিয়া ফ্যাপনা বিরিয়া দেহাটা টট্টড়া হয়া

যায়। মুই তোমার চেলালাক কইলুং উঁয়ার অপদেবতাটা খ্যেদেয়া
দেও। কিন্তুক উমরা পাইলেক না।"

১৯ স্যেলা যীশু কইলেক, "বিশ্বাসহীন মানষিলা! মুই আর কত দিন
তোমারলার নগত থাকিম? কত দিন তোমারলার এই নাকান কাম
সইয্য করিম? চেংড়াটাক মোর এটেকোনা নিয়া আইসো।"

২০ মানষিলা স্যেলা যীশুর এটেকোনা চেংড়াটাক নিয়া আসিলেক।
আর যীশুক দেখিতে কালেই অপদেবতাটা মোচড়েবার ধরিলেক।
আর মুখ দিয়া ফ্যাপনা বিরিয়া আসিলেক খুব করি মাটিত গড়া-গড়ি
দিবার নাগিলেক।

২১ যীশু চেংড়াটার বাপক পুছিলেক, "কত দিন হাতে চেংড়াটা এই
নাকান?"

মানষিটা কইলেক, "উঁয়ার এইটা ছাওয়া কাল থাকি।
২২ ইঁয়াক
মারিবার বাদে ম্যেল্লা বার অগুনোত আর জলত ফেলেয়া দিচে।
কিন্তুক তোমরা যদি সাহায্য করির পান, দয়া করি করো।"

২৩ যীশু স্যেলা পুছিলেক, "'যদি সাহায্য করির পান' মানে কী?
যায় বিশ্বাস করিবে, উঁয়ার বাদে সৌগ সম্ভব।"

২৪ আর চেংড়াটার বাপ জোরে চিকিরিয়া কইলেক, "মুই বিশ্বাস
করিচুং, আর মোর মাঝত যে অবিশ্বাস আছে, তা দূর করি দেও।"

২৫ আর ম্যেল্লা মানষি দৌড়ি আসির ধরচে দেখিয়া, যীশু
অপদেবতাটাক দাবরেয়া কইলেক, "হে টসা বোবা আত্তা, মুই তোক
হুকুম দিবার নাগচুং। তুই ইঁয়ার ভিতিরা হাতে বিরিয়া যা! ইঁয়ার
মাঝত আর কোনও দিন সোন্দাবু না।"

২৬ স্যেলায় স্যেলায় অপদেবতাটা চিকিরিয়া, চেংড়াটাক
মোচড়েয়া, উঁয়ার ভিতিরা হাতে বিরিয়া গেইলেক। বিরি যাবার
পাছত চেংড়াটা মরার মতন ওটেকোনা পড়ি রইলেক। সগায় কবার

নাগিলেক যে মরি গেইচে। ২৭ যীশু কিন্তুক চেংড়াটাক হাত ধরি
তুলিলেক আর উঁয়ায় খাড়া হইলেক।
২৮ ইঁয়ার পাছত যীশু য্যেলা ঘরের ভিতিরা গেইলেক, স্যেলা
চেলালা গোপনে যীশুক পুছির নাগিলেক, "হামরালা অপদেবতাটাক
ছাড়েবার পাইলং না ক্যেনে?"
২৯ আর যীশু কইলেক, "পারথনা ছাড়া এই নাকান অপদেবতাক
কোনও মতেই খ্যেদা যায় না।"

## যীশু দুই বারের বার নিজের মরনের ভবিষ্যত বানী দিলেক

(মথি ১৭:২২-২৩; লূক ৯:৪৩-৪৫)

৩০ আর উমরা ঐ জাগাখান ছাড়িয়া গালীল প্রদেশের মাঝিলা দিয়া
চলি যাবার ধরচে। কিন্তুক যীশু চাইচে এই কতাটা যাতে কাঙোয়
জানিবার না পায়। ৩১ ক্যেনেনা উঁয়ায় চেলালাক শিক্ষা দিবার ধরচে
যে, "মুইয়ে বাছাই করা মানষিটা, মোক শত্রুর হাতত ধরেয়া দেওয়া
হইবে। আর উমরা মোক মারি ফেলাইবে। মারি ফেলার পাছত তিন
দিনের দিন মুই বত্তি উঠিম।" ৩২ চেলালা কিন্তুক যীশুর কতার মানে
বুঝির পাইলেক না, আর উঁয়াক পুছিবারও উমারলার ভয় হইলেক।

## বড় কায়?

(মথি ১৮:১-৫; লূক ৯:৪৬-৪৮)

৩৩ ইঁয়ার পাছত যীশু কফরনাহূম গঞ্জত গেইলেক। যীশু ঘরত
সোন্দেয়া চেলালাক পুছির নাগিলেক যে, "তোমরা ঘাটাত কী নিয়া
নিয়াই করির নাগচেন?" ৩৪ উমরা চুপ করি রইলেক, ক্যেনেনা
সগারে থাকি কায় বড় এই নিয়া তর্কা-তর্কী করির নাগিলেক।

৩৫ যীশু বসিয়া বারোজন চেলাক নিজের বগলত ডেকেয়া কইলেক,
“কাঙো যদি বড় হবার চায়, তাইলে উঁয়াক ছোট হয়া সগারে সেবা
করির নাগিবে। কাঙো যদি কর্তা হবার চায়, তাইলে উঁয়াক সগারে
পাছত থাকিবার নাগিবে।”
৩৬ যীশু একটা ছোট ছাওয়াক নিয়া সগারে আগপাকে আনিয়া
খাড়া করিলেক। ছাওয়াটাক কোলাত নিয়া কইলেক, ৩৭ “মোর শিক্ষা
মানিয়া যে কাঙোয় এই নাকান ছাওয়াক গ্রহন করে, উঁয়ায় মোকে
গ্রহন করে। আর যায় মোক গ্রহন করে উঁয়ায় খালি মোক গ্রহন করে
না; মোক যায় প্যেঠে দিচে, তাকো গ্রহন করে।”

## যীশুর পক্ষে না বিপক্ষে?

(মথি ১০:৪০-৪২; লূক ৯:৪৯, ৫০)

৩৮ চেলা যোহন যীশুক কইলেক, “গুরু, হামরা দেখিলোং একটা
মানষি তোমার নাম নিয়া অপদেবতা খ্যেদেবার ধরচে। হামরা কিন্তুক
মানা করি দিচি, ক্যেনেনা উঁয়ায় হামার দলের মানষি নোঁয়ায়।”
৩৯ যীশু কিন্তুক কইলেক যে,
“ঐ নাকান মানষিক মানা করি দেন না। মোর নাম নিয়া কাঙো
মহাশক্তির কাম করিলে, সহজে মোর নিন্দা করির পাইবে না।
৪০ ক্যেনেনা যায় মোর বিপক্ষে নোঁয়ায়, উঁয়ায় মোর পক্ষে আছে।
৪১ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, তোমারলাক বাছাই
করা রাজাটার বান্ধব কয়া কাঙো এক গিলাস জলও খাবার দেয়,
উঁয়ায় কোনও মতনে উঁয়ার পুরুস্কার হারেবার না হয়।”

## পাপের ঘাটা থাকি সাবধান

(মথি ৫:১৩-১৬; ১৮:৬-৯; লূক ১৪:৩৪, ৩৫; ১৭:১, ২)

৪২ "মোর উপরা বিশ্বাস করা কোনও ছাওয়াক, কাঙো যদি পাপের
ঘাটাত নিয়া যায়, উয়ার অবস্থা এই নাকান হইবে। উঁয়ার কামাইয়ের
শাস্তির বদলে উয়াঁর গলাত একটা বড্ড শিল বান্দিয়া সাগরের জলত
ধ্যাক্কে ফেলে দিলে, উয়াঁর অবস্থা ভাল হয়। ৪৩-৪৪ তোমার হাত যদি
তোমাক পাপের ঘাটাত নিয়া যায়, স্যেলায় স্যেলায় ঐ হাতটা কাটিয়া
ফেলেয়া দেও! ক্যেনেনা পাপের হাত নিয়া নরকত যাওয়ার থাকি এক
হাতিয়া হয়া অনন্ত জীবনত সোন্দা অনেক ভাল। মনত থোন যে,
নরকের অগুন কোনও দিন নিভিবার না হয়।* ৪৫-৪৬ তোমার ঠ্যাং
যদি পাপের ঘাটাত নিয়া যায়, স্যেলায় স্যেলায় ঐ ঠ্যাংটা কাটিয়া
ফেলেয়া দেও! ক্যেনেনা পাপের ঠ্যাং নিয়া নরকত যাওয়ার থাকি
ন্যাংরা হয়া অনন্ত জীবনত সোন্দা অনেক ভাল। ৪৭ তোমার চখু যদি
তোমাক পাপের ঘাটাত নিয়া যায়, ঐ চখুটা উখড়িয়া ফেলে দেও।
ক্যেনেনা দুই চখু নিয়া নরকত যাওয়ার থাকি আধা কানা হয়া ঈশ্বরের
রাইজ্যত সোন্দা অনেক ভাল। ৪৮ ফম করেন যে, 'নরকত যেইল্লা
পোকা মানষিক খায় ঐল্লা পোকা কোনও দিনও মরে না, আর নরকের
অগুন কোনও দিনও নিভে না।'#

---

* **৯:৪৩-৪৪** ৪৮-এর পদত যা নেখা আছে, ঐ কতা অইন্য পুরান গ্রীক পাণ্ডুলিপিত দুই একখানত পাওয়া যায়।

# **৯:৪৮** যিশাইয় ভাববাদী এমন নেখিচে, নরকের সমন্দে। দেখ: যিশাইয় ৬৬:২৪।

৪৯ “যেই নাকান করি গতে দেওয়া জিনিসের উপরত নুন ছিটিয়া শুদ্ধি করে ঐ নাকান করি পতিটা মানষিক অগুন দিয়া শুদ্ধি করা হইবে।*

৫০ “নুন যদিও ভাল জিনিস, কিন্তুক নুনের স্বাদ যদি হারে যায়, স্যেলা ক্যেংকরি নোন্তা করা যাইবে? তোমারলার অন্তরত নুনের নাকান পবিত্র স্বাদ থোন; তোমরা একজন অইন্য জনের সাথত শান্তিতে থাকো।”

## বিয়াও সমন্দে যীশুর হুকুম

(মথি ১৯:১-২; লূক ১৬:১৮)

**১০** ১ পাছত যীশু কফরনাহূম গঞ্জ ছাড়িয়া দক্ষিণ পাকে যায়া যিহূদিয়া প্রদেশ আর যর্দন নদীর ওপার গেইলেক। ম্যেল্লা মানষি আর একবার উঁয়ার টে আসিয়া একটে হইলেক। স্যেলা ঐ মানষিলাক যীশু যেই নাকান করি শিক্ষা দিয়া আসির ধরচে, ঐ নাকান করি শিক্ষা দিবার নাগিলেক।

২ ঐ সমায় ওটেকোনা কয়েক জন ফরীশী দলের ধর্মগুরু আসিয়া যীশুক ফান্দোত ফেলেবার চেষ্টা করিয়া কইলেক, “বিয়াও করা মাইয়াক ছাড়ি দিবার মোশির আইনত আছে কী না?”

৩ যীশু পুছিলেক, “মহাপুরুষ মোশি তোমারলাক কী হুকুম দিচে?”

৪ উমরা কইলেক, “বিয়াও করা মাইয়াক একখান চিটি নেখি ছাড়ি দেওয়া যায়, এই নাকান আইনত নেখিচে।”#

---

*৯:৪৯ পুরানা নিয়মত যিহূদী বামনলা গতে দেওয়া জিনিসের উপরাত নুন দিলেক। ইয়াতে জিনিসলা শুদ্ধি হইলেক, দেখ: লেবিয় বই ২:১৩; যিহিষ্কেল ৪৩:২৪।

#১০:৪ দেখ: দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১

৫ যীশু স্যেলা কইলেক, "তোমারলার মন কঠুর দেখিয়া মোশি
তোমারলাক এই নাকান করি কইচে। ৬ কিন্তুক দুনিয়ার সিজ্জনের
গোড়াতে 'ঈশ্বর মানষিক বেটাছাওয়া বেটিছাওয়া করিয়া সিজ্জন
করিচে।'# ৭ 'ঐ বাদে মানষি আপন মাও বাপক ছাড়িয়া মাইয়া ভাতার
এক নগে থাকিবে, ৮ আর উমরা দুইটা দেহা একমন হয়া একটা দেহা
হইবে।'# ইমরা এলা দুই নাই; এক হইলেক। ৯ ঈশ্বর যে দুইজনক
জুড়ি দিচে মানষি ঐ দুইজনক যুদা না করুক।"
১০ ইঁয়ার পাছত ঘর সোন্দেয়া চেলালা যীশুক আরো ঐ বিষয়ে
পুছির নাগিলেক। ১১ উঁয়ায় উমারলাক কইলেক, "কাণ্ডো যদি নিজের
মাইয়াক ছাড়ি দিয়া অইন্য বেটিছাওয়াক বিয়াও করে, তাইলে উঁয়ায়
নিজের মাইয়ার বিরুদ্ধে মাগিবাজি করে। ১২ আর মাইয়া ভাতারক
ছাড়ি দিয়া অইন্য মানষিক বিয়াও করে, এইটাও মাগিবাজি।"

## পরভু যীশু ছাওয়ালাক আশুর্বাদ করিলেক

(মথি ১৯:১৩-১৫; লূক ১৮:১৫-১৭)

১৩ পাছত মানষিলা যীশুর ওটেকোনা ছোট ছোট ছাওয়ালাক নিয়া
আসির নাগিলেক যাতে উঁয়ায় ছাওয়ালাক আশুর্বাদ করে। কিন্তুক
চেলালা মানষিলাক গালি দিবার নাগিলেক। ১৪ আর এই দেখিয়া যীশু
বেজার হয়া চেলালাক কইলেক, "ছাওয়া-ছোটলাক মোর এটেকোনা
আসিবার দেও, মানা করেন না। ক্যেনেনা এই ছাওয়ালা যেই নাকান
করি মোর এটেকোনা আসির চায়, ঐ নাকান মনের মানষিলা ঈশ্বরের
রাইজ্যত আসির পায়। ১৫ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং,
ছাওয়ার নাকান করি ঈশ্বরের রাইজ্য মানি না নিলে কোনও দিনো
ওটেকোনা আসিবার পাইবেন না।"

---

#**১০:৬** দেখ: আদি বই ১:২৭ #**১০:৮** দেখ: আদি বই ২:২৪

১৬ তার পাছত যীশু ছোট ছাওয়ালাক কোলাত তুলে নিলেক আর
মাথাত হাত দিয়া আশুর্বাদ করিলেক।

## একটা ধনি মানষি

(মথি ১৯:১৬-৩০; লূক ১৮:১৮-৩০)

১৭ যীশু য্যেলা ঘাটাত বেড়েবার নাগিলেক ঐ সমায় একটা মানষি
দৌড়ি আসিয়া হাংকুরা পাড়ি যীশুক কইলেক, "হ্যাঁ বাহে গুরু,
তোমরায় একজন ভাল মানষি। মোক কইবেন তোমরা, অনন্ত জীবন
লাভ করির বাদে মোক কী করির নাগিবে?"
১৮ যীশু স্যেলা কইলেক, "মোক তোমরা ভাল কবার নাগচেন
ক্যেনে? একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কাঙোয় ভাল নাই।* ১৯ তুই তো হুকুমলা
জানিস, খুন করেন না, মাগিবাজি করেন না, চোর করেন না, মিছাং
সাক্ষী দেন না, কাঙোকো ঠকান না, মাও বাপক তোমরা সন্মান
করো।#"
২০ মানষিটা যীশুক কইলেক, "গুরু, ছাওয়া কাল হাতে মুই ঐল্লা
সৌগে মানি আসির ধরচুং।"

---

*১০:১৮ যীশু নিজক ঈশ্বর কয়া পরিচয় দিবার চাইলেক না। ক্যেনেনা নুকি থাকা জিনিসলা উঁয়ায় আস্তে আস্তে বির করিলেক, দেখ: মার্ক ৪:২১-২২। উঁয়ার কামাই দিয়া দেখেয়া দিচে যে উঁয়ার মইদ্ধত ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে, দেখ: মার্ক ৬। শ্যেষত যীশু কইচে যে ঈশ্বরের অধিকার উঁয়ার টে আছে, দেখ: মার্ক ১৪:৬২। স্বর্গের বাপও উঁয়াক নাম দিচে 'মোর বেটা, মোর মনের একজন' (মার্ক ১:১১) কিন্তুক যীশু নিজেই এই নাম নিজক দিলেক না।

#১০:১৯ দেখ: যাত্রা বই ২০

২১ উঁয়ার পাকে চায়া দেখি যীশুর খুব মায়া হইলেক আরো
কইলেক, “তোর একনা কাম করির বাকি আছে। যা তুই, তোর সৌগ
ধন সম্পতি বেচেয়া কাঙ্গালোক বিলিয়া দে। ইয়াতে তুই স্বর্গত ধন
পাবু। স্যেলা তুই মোর এটেকোনা আসিয়া মোর চেলা হ।”
২২ এই কতাটা শোনার সাথে সাথে মানষিটার মুখ কালা হয়া
গেইলেক, ক্যেনেনা উঁয়ার ম্যেল্লা ধন সম্পতি আছিলেক। এই বাদে
উঁয়ায় বেজার হয়া চলি গেইলেক।
২৩ স্যেলা যীশু চাইরো পাকে দেখিয়া চেলালাক কবার নাগিলেক,
“ধনি মানষির ঈশ্বরের রাইজ্যের প্রজা হওয়া খুব কঠিন!” ২৪ চেলালা
যীশুর কতা শুনিয়া অচানক হইলেক। যীশু আরো কইলেক, “ছাওয়ার
ঘর, ঈশ্বরের রাইজ্যের প্রজা হওয়া খুব কঠিন! ২৫ একটা বিন্দির
ফোড়ং দিয়া একটা উটের সোন্দা সোজা কাম, কিন্তুক ঈশ্বরের
রাইজ্যত ধনি মানষির সোন্দা খুব কঠিন।”
২৬ এই কতাটা শুনিয়া চেলালা খুব অচানক হইলেক, আর নিজের
মাঝত কওয়া-কুয়ি করির নাগিলেক, “তাইলে কায় পাপ হাতে উদ্ধার
পাবার পায়?”
২৭ যীশু স্যেলা উমারলার ভিতি দেখিয়া কইলেক, “মানষির টে
যেইটা অসম্ভব সেইটা ঈশ্বরের টে সম্ভব। ঈশ্বরের টে সৌগ কাম
করা সম্ভব।”
২৮ পিতর স্যেলা যীশুক কইলেক যে, “তোমরা দেখেন। হামরা
কিন্তুক সৌগ কিছু ছাড়ি দিয়া তোমার টে আইসচি।”
২৯ যীশু কইলেক,

“মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং। মোর চেলা হয়া
ঈশ্বরের ভাল খবরটা মানি নিয়া যায় জাগা-জমিন, বাড়ি-ঘর, ভাই-
বইনি, মাও-বাপক, বেটা-বেটিক ছাড়ি দেয়, ৩০ উঁয়ায় এই যুগের
একশ গুণ বেশী ঘর-বাড়ি, ভাই-বইনি, মাও, ছাওয়া-ছোট, জাগা-

জমি পাইবে। সাথে সাথে নাঞ্চনা ভোগ করিবে। উঁয়ায় আইসা
কালের যুগত অনন্ত জীবন লাভ করিবে। ৩১ রাজা হইবে ফকির;
ফকির হইবে রাজা।*”

## যীশু তিন বারের বার নিজের মরনের ভবিষ্যত বানী দিলেক

(মথি ২০:১৭-১৯; লূক ১৮:৩১-৩৪)

৩২ উমরালা স্যেলা ঘাটা দিয়া যিরূশালেম গঞ্জত যাবার নাগচে।
যীশু আগপাকে হাটিবার নাগচে আর চেলালা অচানক হয়া পাছে
পাছে যাবার নাগচে।* উমারলার পাছত অইন্য মানষিলাও ভয়ে ভয়ে
হাটিবার নাগচে।

যীশু স্যেলা উঁয়ার বারোজন চেলাক ডেকেয়া আর এক বার বুঝি
দিচে যে, নগতে নগতে মানষিলা উঁয়ার উপরাত কী কী করিবে।

৩৩ “এলা হামরা যিরূশালেমত যাবার ধরচি। বাছাই করা
মানষিটাক (মানে মোক) পরধান বামনলা আর ধর্মগুরুলার হাতত
ধরে দেওয়া হইবে। উমরা মোর বিচার করি মারি ফেলের দন্ড দিয়া
বিধর্মী মানষিলার হাতত তুলি দিবে। ৩৪ আর এই বিধর্মীলা মোক
ঠাট্টা টিটকারি করিয়া মোর দেহাত ছ্যেপ দিয়া খুব করিয়া চাবুক
মারিবে। মোক মারি ফেলাইবে, আর তিন দিনের দিন মুই মরনক
জয় করি বত্তি উঠিম।”

---

*১০:৩১ গ্রীক ভাষাত: ম্যেল্লা পথম সারির মানষি শ্যেষের সারিত হইবে; ম্যেল্লা শ্যেষের সারির মানষি পথম সারিত হইবে।

*১০:৩২ চেলালা অচনাক হইলেক যে যেরুশালেমত ধর্মগুরুলা যীশুক মারি ফেলাইবে, তাঙো যীশু ঐ পাকে আগে আগে হাটি যাবার নাগচে।

## যীশু সেবাকারী হওয়ার শিক্ষা দিলেক

(মথি ২০:২০-২৮)

৩৫ পাছত সিবদিয়ের বেটা যাকোব আর যোহন যীশুর বগলত
আসিয়া কইলেক, "গুরু, হামরা যা ইচ্ছা চামো, তা কী হামার বাদে
করিবেন?"
৩৬ যীশু কইলেক, "তোমার বাদে মুই কী করিম? তোমরা কী
চান?"
৩৭ আর উমরা কইলেক, "তোমরা যেলা মহাশক্তি নিয়া রাজার
আসনত বসিবার আসিবেন, স্যেলা হামরা দুইজনাক, একজনাক
ডাইন পাকে একজনাক বাঁও পাকে, বসিবার জাগা করি দেন।"*
৩৮ যীশু কইলেক, "তোমরা কী চাবার নাগচেন, সেইল্লা জানেন না।
মানষিলা নদির জলত দিক্ষা নেয়, কিন্তুক মুই দুঃখ-কষ্টের সাগরত
দীক্ষা নিম। তোমরা কী মোর নাকান ঐ দুঃখ-কষ্টের দীক্ষা নিয়া সইয্য
করির পাইবেন?"*
৩৯ উমরা কইলেক, "হ্যাঁ, হামরা পামো।"

---

***১০:৩৭** রাজার বেশী ক্ষমতা পাওয়া মানষিলা রাজার ডাইন পাকে বাঁও পাকে বইসে।

***১০:৩৮** গ্রীক ভাষাত: যে দুঃখের বাটিত মুই খাবার নাগচুং, এইটা তোমরা কী খাবার পাইবেন? আর যে দুঃখের-কষ্টের দীক্ষা মুই নিম, এইটা তোমরাও কী নিবার পাইবেন?

যীশু উমারলাক কইলেক, “মুই যে দুঃখ-কষ্টের দীক্ষা নিম, সেই
দীক্ষাটা তোমরালাও নিবেন।* ৪০ কিন্তুক ডাইন পাকে আর বাঁও পাকে
বসির দেওয়া মোর কাম নোঁয়ায়। ঐ জাগালা যার যার বাদে ঠিক করা
হইচে ঐ জাগালাত উমরায় বসিবে।”
৪১ স্যেলা বাকি দশজন চেলা এই কতা শুনিয়া যাকোব আর
যোহনের উপরাত গোসা হইলেক। ৪২ এই বাদে যীশু সগাকে একটে
ডেকেয়া কইলেক,

“তোমরা জানেন যে, জগতের বিধর্মীলাক যায় যায় দেওয়ানী
হয়া শাসন করে, উমারলার ক্ষমতা দিয়া মানষিক ডাবে থুইয়া
অত্যাচার করে। ৪৩ কিন্তুক তোমারলার মাঝত এই নাকান হইবেই
না। তোমারলার মাঝত যায় বড় হবার চায়, উঁয়াক সেবাকারী হবার
নাগিবে। ৪৪ যায় আগত থাকির চায় উঁয়াক সগারে চাকর হবার
নাগিবে। ৪৫ মনত থোন, মুই যে বাছাই করা মানষিটা, মুই সেবা
পাবার বাদে আইসোং নাই; সেবা করির বাদে আইসচোং। আর
অইন্য পরানের বদলে নিজের পরান দিয়া ম্যেল্লা মানষির মুক্তির
দাম চুকাইম। এই বাদে আইসচোং।”

## যীশু কানা বরতীময়ক ভাল করিলেক

(মথি ২০:২৯-৩৪; লূক ১৮:৩৫-৪৩)

৪৬ যীশু আর উঁয়ার চেলালা যিরীহো নামের গঞ্জত আসিয়া ঘাটাত
চলি যাবার ধরচে, ম্যেল্লা মানষির নগত। ঐ গঞ্জ থাকি বিরিবার
সমায়, স্যেলা ঘাটার বগলত তীময়ের বেটা বরতীময় নামের একজন

*১০:৩৯ গ্রীক ভাষাত: মুই যে দুঃখের বাটিত খাইম, সেই বাটিত তোমরালাও খাইবেন। আর যে দুঃখ-কষ্টের দীক্ষা নিম, সেই দীক্ষাটা তোমরালাও নিবেন।

কানা ভিক্ষাআলা বসিয়া আছিলেক। ৪৭ উঁয়ায় শুনির পাইলেক
নাসরতের শ্রী যীশু আইসচে। স্যেলা উঁয়ায় চিকিরিয়া কইলেক, "ও
বাহে, দাযূদের বংশধর যীশু! মোক তুই দয়া করেক!"
৪৮ ম্যেল্লা মানষি উঁয়াক ঝিত করি থাকির বাদে ধমকেবার
নাগিলেক। উঁয়ায় কিন্তুক আরো জোরে জোরে চিকিরিবার নাগিলেক,
"হে দাযূদের বংশধর যীশু! তুই মোক দয়া করেক!"
৪৯ যীশু সাথে সাথে থামিয়া কানা মানষিটাক ডেকেবার কইলেক।
মানষিলা স্যেলা কানা মানষিটাক ডেকে আনিয়া আরো কইলেক,
"ভয় না খাইস, ওঠেক! উঁয়ায় তোক ডেকেবার নাগচে।" ৫০ স্যেলা
উঁয়ায় দেহার গিলাপখান ফেলে দিয়া ঝাপ্পে উঠিলেক আর যীশুর
বগলত গেইলেক।
৫১ যীশু উঁয়াক পুছিলেক, "মুই তোর বাদে কী করিম? তুই কী
চাইস, ক।"
কানা মানষিটা কইলেক, "গুরু, মুই দেখির চাং।"
৫২ যীশু স্যেলা কইলেক, "যা, তুই বিশ্বাস করিচিস বুলিয়া, ভাল
হয়া গেইচিস।"
আর স্যেলায় স্যেলায় মানষিটা দেখির পাবার নাগিলেক, আর ঘাটা
দিয়া যীশুর পাছে পাছে যাবার নাগিলেক।

## যীশু জয় করি যিরূশালেমত সোন্দাইলেক

(মথি ২১:১-১১; লূক ১৯:২৮-৪০; যোহন ১২:১২-১৯)

১১ ১ যিরূশালেমের বগলা-বগলি আসিয়া যীশু আর উঁয়ার
চেলালা জলপাই পাহাড়ের বৈৎফগী আর বৈথনিয়া
গেরামলার টে আইসচে। যীশু দুইজন চেলাক ডেকেয়া প্যেঠেয়া
দিলেক, ২ "তোমরা ঐ বগলের গেরামটাত যাও। সোন্দাইতে কালে

একটা বান্দি থোয়া গাধার বাচ্চা দেখির পাইবেন। উঁয়ার পিটিত
কাঙো কোনও দিনও চড়ে নাই। ঐটা খসেয়া এটেকোনা নিয়া
আইসো। ৩ আর কাঙো যদি পুচে, 'ক্যেনে এইটা নিয়া যাবার
নাগচেন?' তাইলে কইবেন, 'এইটা পরভুর দরকার আছে। উঁয়ায়
এইটা পচকরি ফিরি দিবে।'"

৪ স্যেলা উমরা যায়া দেখিলেক যে, ঘাটার বগলত বাড়ির দুয়ারের
ওটেকোনা একটা গাধার বাচ্চা বান্দা আছে। উমরা গাধাটার দড়িখান
হোসকাইলেক। ৫ আর ওটেকার যেইল্লা মানষি খাড়া হয়া আছিলেক
উমরা কইলেক, "কিরে, গাধাটার দড়িখান ক্যেনে হোসকেবার
নাগচেন?" ৬ যীশু উমাক যেংকরিয়া কবার কইচে, ওংকরিয়া চেলালা
মানষিলাক কইলেক। স্যেলা মানষিলা গাধাটাক নিয়া যাবার দিলেক।

৭ ইয়াতে চেলালা গাধার বাচ্চাটা যীশুর টে আনিয়া উঁয়ার উপরা
দেহার গিলাপখান পাতিলেক, আর যীশু বসিলেক।* ৮ ম্যেল্লা মানষি
যীশুর আগত উমারলার দেহার গিলাপ ঘাটাত পাড়িয়া দিবার নাগচে,
আরো অইন্য মানষিলা জঙ্গল হাতে কলার পাতের নাকান পাত কাটি
আনিয়া গোটায় ঘাটাত পাড়িয়া দিবার নাগচে।* ৯ যেইল্লা মানষি
যীশুর আগপাকে পাছপাকে যাবার নাগচে, উমরা চিকিরিয়া কবার
নাগিলেক,

"জয়, ঈশ্বরের জয়!
যায় পরমপরভুর নামে আসিবার নাগচে,

*১১:৭ ক্যেনেনা সখরিয় ভাববাদী এই নাকান নেখিচে যে, একজন নম্র নিষ্ঠাবান জয়ী রাজা মুক্তিদাতা হয়া গাধার পিটিত চড়িয়া আসিবার নাগচে। দেখ: সখরিয় ৯:৯

*১১:৮ ক্যেনেনা যিহূদী মানষিলা রাজাক এই নাকান করি সন্মান জানায়। দেখ: ২ রাজাবলি ৯:১২-১৩

উঁয়ার জয় হউক![#]
১০ হামারলার চৌদ্দগুষ্টির মহারাজা দায়ূদের রাইজ্য
আসির নাগচে - ঈশ্বর এইটাত আশুর্বাদ করুক!
ঈশ্বরের জয় জয়কার হউক!”
১১ যীশু যিরূশালেম যায়া যিহূদী দশংগতি মন্দিরত সোন্দাইলেক।
সোন্দেয়া চাইরো পাকে ভাল করি দেখিবার নাগিলেক। কিন্তুক বেলা
যায়া সইন্দা হইচে, এই বাদে উঁয়ায় বারোজন চেলাক নিয়া বৈথনিয়া
গেরামত চলি গেইলেক।

## নিফলিয়া গচ, অকাজিয়া মন্দির

(মথি ২১:১২-২২; লূক ১৯:৪৫-৪৮)

১২ পাছের দিন সাকালে যীশু য্যেলা বৈথনিয়া গেরাম ছাড়িয়া চলি
যাবার ধরিলেক, সেই সমায় উঁয়াক ভোগ নাগচে। ১৩ দূর হাতে একটা
পাতওলা ডুমর গচ দেখির পাইলেক। গচটাত ফল আছে কী নাই, যীশু
দেখিবার গেইলেক। গচটার ওটেকোনা আসিয়া দেখিলেক, পাত ছাড়া
আর কোনও ফলে নাই। ক্যেনেনা ঐ সমায়টা ডুমর গচের ফল পাকির
সমায় আছিলেক না। ১৪ এই বাদে গচটাক কইলেক যে, “আজি হাতে

---

#১১:৯ দেখ: গীতসংহিতা ১১৮:২৫,২৬

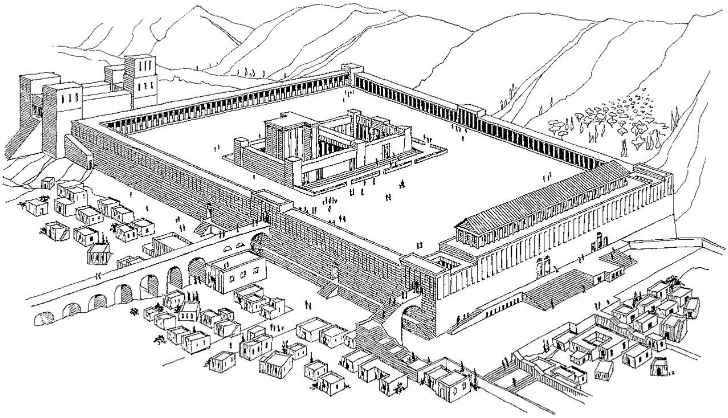

**যত যিহূদী আছিলেক, উমারলার একনায় মন্দির আছিলেক যিরূশালেমত**

তোর ফল যাতে আর কোনও দিন কাঙো না খায়।" চেলালা যীশুর
এই কতাটা শুনির পাইলেক।
১৫ যীশু যিরূশালেমের মন্দিরটাত সোন্দেয়া যায় যায় বলি দিবার
পশু-পখি বেচা-কেনা করির ধরচে, উমারলাক খ্যেদেয়া দিলেক।
যায় যায় টাকা-পাইসা দেওয়া-নেওয়া করে,* উমারলার টেবিল
চেয়ার উল্টা-পাল্টা করি ফেলাইলেক। যায় যায় কইতোর ঘুঘু
বেচায়, উমারলার বসিবার জাগা গোটায় উল্টি ফেলাইলেক। ১৬ আর
মন্দিরটার মাঝিয়ার মইদ্ধো দিয়া কোনও জিনিস-পাতি আনা-নেওয়া
করির দিলেক না।

---

***১১:১৫** ঐ সমায় টাকা-পাইসার উপরাত রোমের রাজার ফটক দেওয়া আছিলেক। যিহূদী মন্দিরের ভিতিরাত ঐ রাজাটার ফটক যাতে না আইসে, কিছু মানষি পাইসালা আনিয়া অইন্য নাকান ফটক ছাড়া পাইসা দিচে। এইটা উমারলার ব্যাবসা হয়া গেইচে।

১৭ স্যেলা যীশু মানষিলাক শিক্ষা দিয়া কইলেক, "শাস্তরত এই
নাকান কতা কী নেখা নাই? 'মোর ঘরক কওয়া হইবে, সৌগ জাতির
পারথনার ঘর।' কিন্তুক তোমরা এইটাক কী বানাইচেন 'চোর ডাকুর
আড্ডাখানা!' "#

১৮ পরধান বামনলা আর ধর্মগুরুলা এই কতা শুনিয়া যীশুক মারি
ফেলেবার বাদে সুযোগ খুজিবার নাগিলেক। উমরা উঁয়াক ভয়
করিলেক ক্যেনেনা ভিড়ের মানষিলা যীশুর শিক্ষা শুনিয়া উমারলার
মন আরো শুনিবার বাদে আকুল হয়া যায়।

১৯ যেলা সইন্দা হইলেক, স্যেলা যীশু চেলালাক নিয়া গঞ্জের
বায়রাত চলি গেইলেক।

২০ পাছের দিন সাকাল বেলা ঐ ঘাটা দিয়া আসিবার সমায় চেলালা
দেখিলেক যে, ঐ ডুমর গচের শিপা সুদ্যায় মরি গেইচে। ২১ আগের
দিনের যীশুর কতা পিতরের মনত পড়িলেক। অচানক হয়া যীশুক
কইলেক, "গুরু দেখ! যে ডুমর গচটাক তোমরা শাও দিচেন সেইটা
মরিয়া শুকি গেইচে।"

২২ স্যেলা যীশু চেলালাক কইলেক,

"ঈশ্বরের উপরাত বিশ্বাস থোন। ২৩ মুই তোমারলাক সচাং করি
কবার নাগচুং। যদি কাঙো অন্তরত সন্দেহ না রাখে, আর বিশ্বাস
করিয়া ঐ পাহাড়টাক কয়, 'এইটে হাতে উঠি যায়া সাগরত
পড়ুক!' তাইলে ঐ নাকান হইবে। ২৪ মোর কতা তোমরা শোন!
বিশ্বাসের নগত পারথনা করিয়া যে কোনও কিছু চান, তা পাইবেন।
২৫-২৬ তোমরা যেলা পারথনা করেন, স্যেলা কাঙোরে বিরুদ্ধে

#**১১:১৭** দেখ: যিশাইয় ৫৬:৭; আর যিরমিয় ৭:১১

**বুঝি দেওয়ার একটা কতা:**

যিহূদী বামনলা আর ধর্মগুরুলা ক্যেনে যীশুক মারি ফেলেবার চাইলেক? উমরা যিহূদী নিয়মের শিক্ষকগুলা; যীশু কিন্তুক উমারলাক দোষ দিয়া নয়া শিক্ষা দিচে, আর ম্যেল্লা মানষি উঁয়ার কতা শুনির চাইচে। বামনলা আর ধর্মগুরুলা যীশুর উপরাত বিশ্বাস না করিয়া হিংসুক হয়া গেইচে। উমরালা চিন্তা করিচে যে ঈশ্বরের নিয়ম আর যিরূশালেমের মন্দিরটার বিরুদ্ধত যীশু নিন্দা করে। এই বাদে উমরালা যীশুক মারি ফেলেবার চাইলেক।

দোষ থাকিলে, উঁয়াক ক্ষমা করি দেন। ইয়াতে তোমার স্বর্গের বাপ তোমারও পাপ ক্ষমা করি দিবে।"*

## যীশুর অধিকার, যিহূদী নেতালার সন্দেহ

(মথি ২১:২৩-২৭; লূক ২০:১-৮)

২৭ পাছত যীশু উঁয়ার চেলালা আরো যিরূশালেম গেইলেক, আর
উঁয়ায় দশংগতি মন্দিরত হাটি বেড়েবার নাগচে। এই নাকান সমায়
পরধান বামনলা, ধর্মগুরুলা, বুড়া নেতালা, উঁয়াক আসিয়া পুছিবার
নাগিলেক, ২৮ "তুই কোন্ অধিকারে এই নাকান করিবার নাগচিস?
কায় তোক এই অধিকার দিচে?"

---

*১১:২৫-২৬ কিছু কিছু পুরান গ্রীক পাণ্ডুলিপিত আরো নেখা আছে যে, "তোমরা অইন্য জনের ক্ষমা না করিলে, ঈশ্বর তোমারও ক্ষমা করিবে না।

২৯ ইঁয়ার উত্তরত যীশু কইলেক, "মুইয়ো তোমারলাক একনা প্রশ্ন
পুছিবার চাং। তোমরা যদি এইটার উত্তর দেন তাইলে মুইয়ো কইম
কোন্ অধিকারে এইল্লা করিবার নাগচুং। ৩০ তোমরা কন দেখি, জল
দিয়া দীক্ষা দিবার অধিকার যোহন কারটে হাতে পাইচে? মানষির টে
হাতে, না ঈশ্বরের টে হাতে?"

৩১ স্যেলা উমরা একজন অইন্য জনের নগত কওয়া-কুয়ি করির
নাগিলেক, "হামরা যদি কই 'ঈশ্বরের টে,' তাইলে উঁয়ায় কইবে,
'তোমরা যোহনক বিশ্বাস করেন নাই ক্যেনে?' ৩২ আরো যদি কই
'মানষির টে হাতে' তা হইলেও?"

উমরা মানষিলাক ভয় করির নাগিলেক, ক্যেনেনা সৌগ মানষিলা যোহনক ভাববাদী কয়া মানি আসির নাগিলেক।

৩৩ আর এই বাদে উমরা কইলেক, "হামরা জানি না।"

স্যেলা যীশু কইলেক, "তাইলে মুইয়ো কইম না, কোন অধিকারে এইল্লা করিবার নাগচুং।"

## বেয়া আধিয়ারলার গল্প

(মথি ২১:৩৩-৪৬; লূক ২০:৯-১৯)

১২ ১ ইঁয়ার পাছত যীশু ধর্মগুরুলাক গল্পের নাকান করি শিক্ষা
দিবার নাগিলেক,*

"একজন চাষা একখান আংগুর খেতের আবাদ করিয়া# চাইরো পাকে বেড়া দিলেক। আংগুর রস করিবার জইন্যে একটা শিলোত খাল খুঁড়িলেক। পাহারা দিবার বাদে উচা করি একটা টঙ বানাইলেক।

"পাছত জমিখান দেখাশোনা করির বাদে মানষিলাক আধি দিয়া
বিদেশত চলি গেইলেক। ২ যেলা আংগুর ফল পাকি গেইলেক,
ঠিক ঐ সমায় ভাগ নিবার জইন্যে উঁয়ার চাকরক প্যেঠেয়া দিলেক।
৩ কিন্তুক আধিয়ারলা চাকরটাক ডাঙেয়া খালি হাতে প্যেঠেয়া
দিলেক।

---

*১২:১ এই গল্পের মইদ্ধ দিয়া যিহূদী নেতালার দোষ দেখা হইচে। জমিখানের মালিক মানে ঈশ্বর; আংগুরের খেত মানে ইস্রায়েল দ্যেশ আর ওটেকার যিহূদী মানষিলা; আধিয়ারলা মানে যিহূদী ধর্মগুরু আর নেতালা; চাকরলা যাক মালিক প্যেঠাইলেক মানে ভাববাদীলা যাক ঈশ্বরে প্যেঠাইচে; মালিকের বেটা মানে যীশু, ঈশ্বরের বেটা।আধিয়ারলার নাকান করি যিহূদী নেতালা ঈশ্বরের একনায় বেটাক মানি নেয় নাই, এইটা উমারলার দোষ। যায় ঈশ্বরের কতা পরচার করে উঁয়াক উমরালা ঘিন করে। নিজের ইচ্ছা মতন নিয়ম বানায়।

#১২:১ দেখ: যিশাইয় ৫:১-২

৪ “উঁয়ার পাছত খেতের মালিক আর একজন চাকরক প্যেঠেয়া
দিলেক। আধিয়ারলা চাকরটার মাথাত ডাঙাইলেক। উঁয়ার সাথত
খুব বেয়া আচারন করিলেক।
৫ “ইঁয়ার পাছত মালিক আরো একজনাক প্যেঠেয়া দিলেক।
উঁয়াকো মারি ফেলাইলেক।

“ইঁয়ার পাছত আরো ম্যেল্লা চাকরক প্যেঠেয়া দিলেক।
উমারলাক একে নাকান করিয়া কয়েক জনাক ডাঙাইলেক, কয়েক
জনাক মারি ফেলাইলেক।
৬ “এলা ওটেকোনা প্যেঠে দিবার বাদে পরানের একনায় আপন
বেটা আছে। শ্যেষত মালিক উঁয়াক প্যেঠে দিলেক। আর মনে
করিলেক যে, ‘মুই যদি মোর একনায় আপন বেটাক প্যেঠেয়া
দেং, তাইলে উমরা সন্মান করিবে।’ ৭ আধিয়ারলা কিন্তুক চিন্তা
ভাবনা করিবার নাগিলেক, ‘আরে! উঁয়ায় তো একনায় বেটা, পাছত
মালিক মরি গেইলে সম্পতির মালিক ইয়াঁয় হইবে। তাইলে চলো!
ইঁয়াক হামরা মারি ফেলাই। আর ইঁয়াক মারিলে সম্পতির মালিক
হামরা নিজে হমো।’ ৮ উমরা মালিকের বেটাক ধরি মারিয়া আংগুর
খেতের বায়রাত মরাটাক ফেলে দিলেক।”
৯ যীশু ধর্মগুরুলাক পুছিলেক,

“তাইলে তোমরা এলা কন দেখি, এই আংগুর খেতের মালিক
কী করিবে? উঁয়ায় আসিয়া আধিয়ারলাক মারি ফেলাইবে, আর
আংগুরের জমিখান দখল করি নিয়া অইন্য মানষিক দিবে।
১০ তোমরা কী এই কতাটা পবিত্র শাস্তরত পড়েন নাই?

‘মিস্ত্রিলা যেই খুটিটা বাতিল করিচে,
ঐটাই হইচে ঘরের মূল খুটি।
১১ এইটা পরমপরভুর কাম, আর

হামারলাক খুব অচানক নাগে।’#”
১২ স্যেলা ধর্মের নেতালা যীশুক ধরিবার চাইলেক। উমরা বুঝির পাইলেক যে গল্পটা উমারলার বিরুদ্ধে কইচে। কিন্তুক উমরা মানষির ভয়ে যীশুক ছাড়ি দিলেক।

## যিহূদী নেতালা যীশুক ফান্দোত ফেলের চাইলেক

(মথি ২২:১৫-২২ লূক ২০:২০-২৬)

১৩ পাছত যিহূদী ধর্মের নেতালা যীশুর এটেকোনা কয়েক জন ফরীশী দলের ধর্মগুরু আর হেরোদ দলের মানষিক প্যেঠেয়া দিলেক যাতে যীশুক কতা কওয়ার মইদ্ধো দিয়া ফান্দোত ফেলেবার পায়।
১৪ উমরা আসিয়া কবার নাগিলেক যে, “গুরু, হামরা ভাল করি জানি তোমরা একজন সৎ মানষি। মানষি কী মনে করিলেক, কী না করিলেক, এইল্লা নিয়া তোমরা চিন্তা করেন না। তোমরা মুখ চিনি মুগের ডাইল দেন না। কোনও মানষিক ভয় করেন না। তোমরা ঈশ্বরের বিষয়ত সচাং শিক্ষা দেন। তাঙো, হামারলাক কন্ যে, রোমের রাজাক মাসুল দেওয়া ঠিক হয়, কী না?
১৫ হামরা উঁয়াক মাসুল দিমো কী দিমো না?”
যীশু উমারলার ভণ্ডামি বুঝির পায়া কইলেক,* “তোমরালা ক্যেনে মোক পরীক্ষা করিবার নাগচেন? মোক একটা পাইসা আনি দেখান।”
১৬ আর উমরা একটা পাইসা আনিয়া যীশুক দিলেক। যীশু উমারলাক পুছিলেক, “পাইসাৎ এই ফটক কার? ইঁয়ার নাম কী?”

---

*১২:১৫ উমারলার ভণ্ডামি এই নাকান হইলেক যে, যীশু উমারলার প্রশ্নের উত্তরত ‘হ্যাঁ’ কইলে, সাধারন যিহূদী মানষিলা উঁয়াক ঘিন করিবে; আর ‘না’ কইলে তো বিদ্রোহের নাকান দেখা দিবে।

#**১২:১১** দেখ: গীতসংহিতা ১১৮:২২-২৩

উমরা কইলেক, “এই ফটক হইলেক রোমের রাজার।”
১৭ যীশু কইলেক, “তাইলে যেইটা রাজার, সেইটা রাজাক দেও।
যেইটা ঈশ্বরের, সেইটা ঈশ্বরক দেও।” যীশুর এই কতা শুনিয়া উমরা
সগায় অচানক হইলেক।*

## বত্তি উঠার বিষয় সদ্দূকী দলের সন্দেহ

(মথি ২২: ২৩-৩৩ লূক ২০:২৭-৩৮)

১৮ কয়েক জন সদ্দূকী দলের ধর্মগুরু যীশুর বগলত আসিলেক।
এই সদ্দূকীলার বিশ্বাস মরি যাওয়া মানষি কোনও দিন বত্তি উঠিবার
নোঁয়ায়। ১৯ এই বাদে উমরা যীশুক ঠাট্টা করি পুছির নাগিলেক,
“গুরু, মহাপুরুষ মোশি হামার বাদে এই কতা নেখি দিচে। যদি
কাঙোরো ভাই আটকুরা হয়া মরি যায়, তাইলে ঐ মরা ভাইয়ের
মাইয়াক উঁয়ার বিয়াও করা খায়,# যাতে মরা ভাইয়ের বংশ বত্তি
থাকিবে। ২০ বেশ ভাল: উমরা সাত ভাই আছিলেক। পইলা জন
বিয়াও করি আটকুরা হয়া মরি গেইলেক। ২১ দ্বিতীয় জনও ঐ বিধুয়া
বেটিছাওয়াটাক বিয়াও করিয়া আটকুরা হয়া মরিলেক। তৃতীয় জন ঐ
একে নাকান করি মরি গেইলেক। ২২ আর সাত জনের কারো ছাওয়া-
ছোট হইলেক না। শ্যেষত ঐ বিধুয়া মাইয়া মরি গেইলেক। ২৩ সৌগ
মরা মানষিলা য্যেলা ঈশ্বর বত্তি তুলিবে স্যেলা ঐ বেটিছাওয়াটা কার
মাইয়া হইবে? ক্যেনেনা সাতজনে সগায় উঁয়াক বিয়াও করিচে।”

*১২:১৭ উমরালা অচানক হইলেক যে, যীশু ঐ ভণ্ডামি প্রশ্নের ফান্দত না পড়িয়া বেশ ভাল উত্তর দিলেক।

#১২:১৯ দেখ: দ্বিতীয় বিবরণ ২৫:৫-৬

২৪ যীশু স্যেলা উমারলাক কইলেক, "তোমরা ভুল করিবার
নাগচেন, ক্যেনেনা তোমরা পবিত্র শাস্তর জানেন না; আর ঈশ্বরের
যে ক্ষমতা আছে, সেইটাও জানেন না। ২৫ মরা মানষি য্যেলা বত্তি
উঠিবে স্যেলা উমরা বিয়াও করিবে না, বিয়াও দিবার নাগিবে না;
উমরা স্বর্গের দূতের নাকান হইবে। ২৬ কিন্তুক ঈশ্বর মরা মানষিক বত্তে
তোলে কী না, এই বিষয় তোমরা কী শাস্তরত পড়েন নাই? মহাপুরুষ
মোশির নেখা বইয়ত ঈশ্বর কাটা ঝোপের মইদ্ধ হাতে আওয়াজ দিয়া
নিজেই পরিচয় দিলেক যে, 'মুইয়ে অব্রাহাম, ইসহাক, যাকোবের
ঈশ্বর।'# ২৭ ঈশ্বর কী মরা মানষির, না বত্তা মানষির ঈশ্বর? উঁয়ায়
তো বত্তি থাকা মানষির ঈশ্বর। তোমরা খুব ভুল করিবার নাগচেন।*"

## সৌগ চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হুকুম

(মথি ২২:৩৪-৪০)

২৮ এক জন ধর্মগুরু আসিয়া উঁয়ায় তর্কা-তর্কী শুনিবার নাগিলেক।
যীশু যে ঠিক উত্তর দিচে ধর্মগুরুটা জানির পায়া যীশুক পুছিলেক,
"মোশির দেওয়া নিয়মের মাঝিলাত সগারে চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হুকুম
কোনটা?"
২৯ ইঁয়ার উত্তরত যীশু কইলেক, "সৌগ চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হুকুম
হইলেক এই,

'হে ইস্রায়েলী জাতির মানষি, তোমরা শোনেন!
পরমপরভুই হামারলার ঈশ্বর,উঁয়ায় ছাড়া আর কাঙো নাই।

*১২:২৭ সদ্দূকী দলের মানষিলা বিশ্বাস করিলেক যে ঈশ্বর মরি যাওয়া মানষিক বত্তি তুলে না। এইটা হইলেক উমারলার ভুল।

#১২:২৬ দেখ: যাত্রা বই ৩:৬

৩০ তোমারলার সৌগ মন-পরান, গেয়ান, শক্তি
সপে দিয়া পরমপরভু ঈশ্বরক পিরিত করো।'#
৩১ "ইঁয়ার পাছত গুরুত্বপূর্ণ হুকুম হইলেক এই,
'নিজের দেহাক যেংকরিয়া তোমরা যতন করিয়া পিরিত
করেন, ওংকরিয়া তোমরা পাড়াপরশীক পিরিত করো।'#
"এই দুইটা সৌগ চাইতে বড় হুকুম। আর বেশী বড় হুকুম নাই।"
৩২ স্যেলা ধর্মগুরুটা যীশুক কইলেক, "গুরু, বেশ ভাল কতা।
তোমরা সচাং করি কইচেন যে, 'একটায় ঈশ্বর আছে, উঁয়ায় ছাড়া
আর কোনও ঈশ্বর নাই।' ৩৩ আর সচাং কতা আছে যে, 'সৌগ মন-
পরান, গেয়ান, শক্তি সপে দিয়া পরমপরভু ঈশ্বরক পিরিত করির
নাগে।' আরো আছে যে, 'নিজের দেহাক যেংকরিয়া তোমরা যতন
করিয়া পিরিত করেন, ওংকরিয়া পাড়াপরশীক পিরিত করির নাগে'।
সৌগ পুজা পার্বনের চায়া এইল্লা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।"
৩৪ ধর্মগুরুটা যে বেশ বুদ্ধিমানের নাকান করি উত্তর দিচে, যীশু
এইটা দেখিয়া কইলেক, "ঈশ্বরের রাইজ্য হাতে তুই বেশী দূরত
নাই।" স্যেলা হাতে কাঙোয় যীশুক আর কোনও কিছু পুছিবার সাহস
পাইলেক না।

## ধর্মগুরুলা হাতে সাবধান

(মথি ২২:৪১-২৩:৩৬; লূক ২০:৪৫-৪৭)

৩৫ যীশু যিহূদী দশংগতি মন্দিরত শিক্ষা দিবার সমায় পুছিলেক,
"ধর্মগুরুলা ক্যেংকরি কয় যে ঈশ্বরের বাছাই করা রাজাটায় মহারাজা
দায়ূদের বংশধর? ৩৬ দায়ূদ তো পবিত্র আত্তা দিয়া কইচে,
'পরমপরভু মোর মালিকোক কইলেক,

#১২:৩০ দেখ: দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৫ #১২:৩১ লেবিয়-এর বই ১৯:১৮

যতক্ষণ মুই তোর শত্রুলাক
তোর ঠ্যাঙের তলাত না থোং,
অতক্ষণ মোর ডাইন পাকে বইসেক।’#

৩৭ “দায়ূদ নিজেই বাছাই করা রাজাটাক ‘মোর মালিক’ কয়া
ডেকাইলেক, তাইলে ক্যেংকরি উঁয়ায় দায়ূদের বেটা বা বংশধর হবার
পায়?”

ম্যেল্লা মানষি খুশি মনে যীশুর কতা শুনিলেক।

৩৮ উঁয়ায় আরো শিক্ষা দিয়া কইলেক,

“ধর্মগুরুলার সমন্দে সাবধান থাকেন। উমরা গেরুয়া বসন
পিন্দিয়া হাট বাজারত ঘুড়ি বেড়েয়া সন্মান পাবার চায়।* ৩৯ উমরা
সমাজ ঘরের পরধান জাগাত, ভোজের সমায় সন্মানের জাগাত
বসির চায়। ৪০ এক পাকে ইমরা মানষিক দেখেবার বাদে
অনেকক্ষণ ধরি পারথনা করে। আর অইন্য পাকে বিধুয়ার ধন
সম্পতি দখল করে। এইল্লা মানষির সৌগ চাইতে বেশী শাস্তি
হইবে।”

## বিধুয়ার দান

৪১ পাছত যীশু মন্দিরত দান বাস্কোর বগলত বসিয়া মানষিলা যে
দান করিবার নাগচে, ঐল্লা দেখিবার নাগিলেক। ম্যেল্লা ধনি মানষি
ম্যেল্লা টাকা-পাইসা দান করিবার নাগিলেক। ৪২ পাছত একজন গরিব
বিধুয়া আসিয়া খালি দুই পাইসা দান করিলেক। ৪৩ স্যেলা যীশু
চেলালাক ডেকেয়া কইলেক,

---

*১২:৩৮ গ্রীক ভাষাত: উমরা ডাঙর ডাঙর জামা পিন্দিয়া

#১২:৩৬ দেখ: গীতসংহিতা ১১০:১

"মুই তোমারলাক সচাং কবার নাগচুং। এই গরিব বিধুয়া সগারে
থাকি বেশী দান করিচে। ৪৪ অইন্য মানষিলা উমারলার ম্যেল্লা ধন
থাকি দান করিচে। কিন্তুক বেটিছাওয়াটা উঁয়ার সম্বল বুলিতে যা
আছিলেক সেইটায় দান করিচে।"

## আইসা দিনে যিহূদী মন্দিরের বিনাশ

(মথি ২৪:১-২১,২৯-৩৫; লূক ২১:৫-৩৩)

**১৩** ১ যীশু দশংগতি মন্দির হাতে বিরাইতে কালেই একজন
চেলা আসিয়া উঁয়াক কইলেক, "গুরু, দেখেন তো, কত
সুন্দর সুন্দর বড় বড় শিল অচানক অচানক মন্দির!"
২ যীশু উঁয়াক কইলেক, "তুই বড় বড় মন্দির দেখিবার নাগচিস
তো। কিন্তুক ইঁয়ার একটা শিল আরেকটা শিলের উপরাত থাকিবে
না! সৌগ ভাঙিয়া ফেলা হইবে।#"
৩ যীশু মন্দিরের উল্টা পাকে জলপাই পাহাড়ত বসিলেক। স্যেলা
পিতর, যাকোব, যোহন, আর আন্দ্রিয় গোপনে পুচ করিবার
নাগিলেক, ৪ "তোমরা হামারলাক কন্। কোন্ সমায় এই ঘটনাটা
ঘটিবে? কী নাকান চিন্ দেখিয়া হামরা বুঝিবার পামো যে এইল্লা
পূরণ হয়া আসির ধরচে?"
৫ যীশু উমারলাক কইলেক,

"সাবধান! কাণ্ডো যাতে তোমারলাক ভুল ঘাটাত নিয়া না যায়।
৬ ম্যেল্লা মানষি ভণ্ডামি করি মোর নাম নিয়া আসিয়া কইবে,
'মুইয়ে সেই বাছাই করা রাজাটা।' আর ছলনা করি ম্যেল্লা মানষিক
ভুল ঘাটাত নিয়া যাইবে।# ৭ তোমরা যুদ্ধের খবরা-খবর শুনির

#১৩:২ দেখ: মীখা ৩:১২

#১৩:৬ যোহন ১৫: ২১; মথি ১০:২২; মার্ক ১৩:১৩

পাইবেন,# বগলতে হউক আর দূরত হউক, এইল্লা হইবেই। কিন্তুক
তোমরা ভয় করেন না। বিনাশের সমায় হয় নাই।* ৮ এক জাতি
অইন্য জাতির বিরুদ্ধত, এক রাইজ্য অইন্য রাইজ্যের বিরুদ্ধত,
নড়াই হইবেই ম্যেল্লা জাগাত। ভৈচাল আর খুব মংগা দেখা দিবে।
এইল্লা দেখিয়া তোমরা জানির পাইবেন যে, যন্ত্রনা শুরু হইচে, আর
বিনাশের সমায় আসির নাগচে।*

৯ "তোমরা নিজের ব্যেপার নিয়া সজাগ থাকেন! মানষি
তোমারলাক বিচারের সভাত মানষির হাতত ধরেয়া দিবে।
সমাজ ঘরলাত মানষি ধরিয়া তোমারলাক ডাঙাইবে। মোর বাদে
তোমারলাক দ্যেশের শাসনকর্তা, রাজার আগত খাড়া হবার
নাগিবে। উমারলার আগত মোর চেলা হয়া সাক্ষী দিবার নাগিবে।
১০ আর বিনাশের আগত* সৌগ জাতির টে ঈশ্বরের দেওয়া ভাল
খবর পরচার করির নাগিবে।"

১১ "উমরা য্যেলা তোমারলাক ধরিয়া শত্রুর হাতত দিবে, স্যেলা
কী কবার নাগিবে এই নিয়া কোনও চিন্তা করেন না। ক্যেনেনা
নিজেই কতা কইবেন না; ঈশ্বরের পবিত্র আত্তা তোমারলাক কয়া
দিবে; সেইটায় কইবেন। ১২ ঐ সমায় ভাই ভাইক, বাপ বেটাক,
শত্রুর হাতত তুলি দিবে মারি ফেলের বাদে। ছাওয়ালা মাও বাপের

*১৩.৭ গ্রীক ভাষাত: শ্যেষ হয় নাই।

*১৩:৮ গ্রীক ভাষাত: এইল্লা গাওভারী বেটিছাওয়ার প্রসব বিসের শুরু।

*১৩:১০ এই "আগত"-এর মানে পণ্ডিতলার নানা নাকান মত। কাঙো কয় যিহূদী মন্দির ধ্বংস-এর আগত। আর কাঙো কয় এই যুগের শ্যেষের আগত।

#১৩:৭ দেখ: যিরমিয় ৫১:৪৬

বিরুদ্ধত খাড়া হয়া উমাক মারি ফেলাবে।* ১৩ মোর চেলা হবার
বাদে সৌগ মানষি তোমারলাক ঘিন করিবে। পইলা যেই নাকান
অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিচেন, শ্যেষ পর্যন্ত থির হয়া থাকিলে, উদ্ধার
পাইবেন।
১৪ "এমন দিনও আসির ধরচে যেলা মন্দিরের পবিত্র জাগাত
একটা সর্বনাশা ছুয়া জিনিস দেখিবেন।*" (যে কাঙোয় এই কতাটা
পড়ে উঁয়ায় ভালকরি বুঝুক।) "ঐ দিনত যায় যায় যিহূদিয়া
প্রদেশত আছে, উমরা পাহাড়ের এলাকাত পালেয়া যাউক! ১৫ যায়
ঘরের বারান্দাত আছে, উমরা কোনও কিছু নিবার বাদে ঘরত
না সোন্দাউক! ১৬ যে কোনও মানষি ডাবরিত আছে, উঁয়ায়
ঘুরিয়া জামা নিবার না আসুক! ১৭ ঐ দিনলাত যেইল্লা গাওভারী
বেটিছাওয়া আছে, আর যেইল্লা ছাওয়াক দুধ খোয়ায়, উমারলার
অবস্থা কত না বেয়া হইবে! ১৮ পারথনা করেন যাতে এইল্লা ঘটনা
জাড়ের দিনত না হয়। ১৯ ক্যেনেনা দুনিয়া সিজ্জনের সমায় থাকি
এলা পর্যন্ত এই নাকান কষ্ট হয় নাই। ইঁয়ার পাছত আর হবারও
নোঁয়ায়। ২০ পরমপরভু যদি সেই দিনলা কমে না দিলেক হয়,
তাইলে কাঙোয় বত্তিলেক না হয়। কিন্তুক নিজের বাছাই করা
মানষিলার বাদে ঐ দিনলা কমেয়া দিচে।

*১৩:১২ ভাববাদী মীখা এমন নেখিচে যে, নিজের পরিবারের মানষিলা শত্রু হইবে। দেখ: মীখা ৭:৬

*১৩:১৪ "পবিত্র জাগাত একটা সর্বনাশা ছুয়া জিনিস": যীশুর কতার ৪০ বছর পাছত (ইং ৭০ সনত) রোমের সিপাইলা যিরূশালেমের মন্দির আক্রমণ করিয়া মন্দিরের সৌগ চায়া পবিত্র জাগাত ছুয়া করিচে। এমন ঘটনা যীশুর আইসার অনেক দিন আগোত ভাববাদী দানিয়েলও নেখিচে (৯:২৭; ১১:৩১; ১২:১১)। আরো দেখ: ২ থিষ ২:২-৩

২১ “সেই কষ্টের সমায় যদি কাঙো তোমারলাক কয়, ‘দেখ!
বাছাই করা রাজাটা এটেকোনা!’ বা, ‘ওটেকোনা!’ স্যেলা তোমরা
বিশ্বাস না করেন। ২২ ক্যেনেনা ভণ্ড বাছাই করা রাজালা আর ভণ্ড
ভাববাদীলা অনেক অচানক অচানক কাম করিবে। পাইলে ঈশ্বরের
বাছাই করা মানষিলাক ভুল ঘাটাত নিয়া যাইবে। ২৩ তোমরা কিন্তুক
সজাগ থাকেন রে! মুই তো আগতে তোমারলাক এইল্লা কয়া
থুইলুং।”
২৪ “কষ্টের ঠিক অল্প পাছত বেলা আন্ধার হয়া যাইবে, চান
আর আলো দিবার নোঁয়ায়। ২৫ সৌগলা তারা দ্যাওয়া হাতে খসি
খসি পড়ি যাইবে। দেওয়াত যেইল্লা মহাশক্তি আছে, ঐল্লা আর
থির থাকির পাবার নোঁয়ায়।* ২৬ সেই সমায় ম্যেঘের উপরাত,
মহাশক্তি নিয়া, বেলার ঝিলিকের নাকান করি, সগায় বাছাই করা
মানষিটাক আইসা দেখিবে।* ২৭ এক সীমনা হাতে আরেক সীমনা

*১৩.২৫ পুরানা দিনের যিহূদী ভাববাদীলা এই নাকান কতা কয়া বিধর্মী রাইজ্যের উপরত ঈশ্বরের শাস্তি জানাইলেক। ‘চান, বেলা, তারা শ্যেষ হইবে,’ এই কতার মানে যে, ঐ রাইজের রাইজ্যত্ব শ্যেস হয়া ঈশ্বরের রাইজ্যত্ব দেখা দিবে। (দেখ: যিশাইয় ১৩:১-১০; ৩৪:১-৪; যোয়েল ২:১০।) একে নাকান কতা কয়া পরভু যীশু জানাইচে যে, যিহূদী মন্দিরের বিনাশ দিয়া ঐ রাইজ্যত্ব শ্যেষ হয়া ঈশ্বরের রাইজ্যত্ব দেখা দিবে। আর যীশু যে ঠিকেই ঈশ্বরের বাছাই করা রাজাটা, এইটাও বিনাশের মইদ্ধ দিয়া দেখা দিবে।

*১৩:২৬ দানিয়েল ভাববাদী (৭:১৩,১৪) স্বপনে দেখিলকে যে, মানষির নাকান একজন, ম্যেঘের মইদ্ধ দিয়া পরমপরভুর আগ পাকে আসিয়া সৌগ জাতির মানষির উপরাত রাইজ্যত্বের অধিকার পাইলেক। ঐ বাছাই করা মানষির রাইজ্য কোনও দিনো শ্যেষ হবার না হয়। ঐ মানষিটায় যীশু। আর দেখ: প্রকাশিত বাইক্য ১:৭

পর্যন্ত, চাইরো পাকে মুই বাছাই করা মানষিটা, দূতলাক প্যেঠেয়া
বাছাই করা মানষিলাক জড়ো করিম।
২৮ “এলা তোমরা ডুমর গচ দেখিয়া শিখেন। য্যেলা উঁয়ার ঠাইল
নরম হয়া যায়, স্যেলা উঁয়ার কুশি বিরায়। স্যেলা তোমরা জানির
পাইবেন গরম কাল বগলত আইসচে। ২৯ আর এই নাকান করি,
তোমরা য্যেলা দেখিবেন মোর কতার নাকান সৌগ ঘটিবার নাগচে,
স্যেলা বুঝির পাইবেন ঐ সমায়টা বগলা-বগলি আসি গেইচে।
৩০ আর মুই তোমারলাক সচাং করি কবার নাগচুং যে, এইল্লা না
ঘটা পর্যন্ত এই বংশের শ্যেষ হবার নোঁয়ায়। ৩১ দ্যাওয়া দুনিয়া ধংস
হইবে, কিন্তুক মোর কতা চিরদিন থাকিবে।”

## এক দিন পরভু যীশু ফিরি আইসবেই

(মথি ২৪:৩৬-৪৪)

৩২ “কিন্তুক কোন্ দিন কোন্ সমায় ঈশ্বরের বাছাই করা দিন
আসিবে, এইটা কাঙোয় জানে না। স্বর্গের দূতলাও জানে না, ঈশ্বরের
বেটা মুইও জানং না, খালি স্বর্গের বাপেই জানে। ৩৩ সাবধান হন!
সজাগ থাকেন! ক্যেনেনা ঐ দিন কোন্ সমায় আসিবে, তোমরা
জানেন না। ৩৪ সেই দিনটা এই নাকান করি আসিবে যেমন কাঙো
বিদেশ যাবার নাগচে। বাড়ি ছাড়ি যাবার আগত চাকরক সৌগ
দায়িত্ব দিলেক। পতিজন চাকরক আপন আপন কামের দায়িত্ব বুঝিয়া
দিলেক। পাহারা-দারক জাগিয়া থাকির কইলেক। ৩৫-৩৬ এই নাকান
করি জাগিয়া থাক যাতে উয়ায় আসিয়া না দেখে তোমরা নিন্দোত
আছেন। ক্যেনেনা তোমরা জানেন না বাড়ির মালিক কোন্ সমায়
আসিবে। সইন্দা সমায়, না মইদ্ধো রাতিত? মুরগা ডাকির সমায়,
না ভোরের বেলাত? তোমরা জানেন না। কিন্তুক উঁয়ায় আইসবেই।

**বুঝিবার একটা কতা:**

এই নিচের ঘটনা ঘটিলেক যিহূদীলার বড় পার্বনের সমায়। ঐ পার্বনের নাম “ভেড়ার বলি দেওয়ার ভোজ”। অনেক দিন আগত ঈশ্বর যিহূদী চৌদ্দপুরুষ-গুলাক উদ্ধার দিচে মিশর রাজার গোলামি থাকি। ঈশ্বর হুকুম দিলেক যে, একটা ভেড়ার বাচ্চাক বলি দিয়া অক্তগুলা দুয়ারের পারত নাগে দিবার নাগিবে। উদ্ধার পাওয়ার রাতিত একটা মরনের দূত মিশর দ্যেশের উপর দিয়া উড়ি যাবার ধরচে। যেইল্লা বাড়িত অক্তখান নাগে দেওয়া গেইচে, ঐল্লা বাড়িত দূতটা কিন্তুক সোন্দাইলেক না। ঐ ভেড়ার বলি দেওয়ার ভোজের পাছত যিহূদী মানষি সাত দিনের বিশেষ এক ধরনের রুটি খাওয়ার পার্বন উদ্‌যাপন করে। ক্যেনেনা উমারলার চৌদ্দগুষ্টি মিশর দ্যেশ থাকি য্যেলা পালে আইসচে, স্যেলা ঈশ্বর উমারলাক বিশেষ এক ধরনের রুটি বানেবার কইচে। উমারলার সাধারণের রুটি খামি নামের একটা জিনিস দিয়া বানায়, কিন্তুক খামি ছাড়া এই পার্বনের রুটি বানায়। ঐ পুরানা ঘটনা আরো বুঝির বাদে তোমরা পড়েন যাত্রা বই ১২:১-২৭।

৩৭ যেই নাকান করি মুই তোমারলাক কইলুং ঐ নাকান করি সগাকে কং। জাগিয়া থাকো!”

## যীশুক মারি ফেলের ফন্দি

(মথি ২৬:১-৫; লূক ২২:১,২; যোহন ১১:৪৫-৫৩)

**১৪** [১] যিহূদী পার্বনের "ভেড়ার বলি দেওয়ার ভোজ" দুই দিন বাকি। ঐ ভোজের পাছত যিহূদীলা সাত দিন খামি ছাড়া বিশেষ এক ধরনের রুটি খাওয়ার পার্বন করে। ঐ সমায় পরধান বামনলা আর ধর্মগুরুলা চুপ করি যীশুক ধরিয়া মারি ফেলের চেষ্টা করির নাগিলেক। [২] উমরা কিন্তুক কইলেক, "পার্বনের সমায় উঁয়াক ধরির পামো না। ধরিলে মানষিলার মাঝত গন্ডগোল উবজন হবার পায়।"

## একটা বেটিছাওয়া যীশুক ভাল করি সেবা করিলেক

(মথি ২৬:৬-১৩; যোহন ১২:১-৮)

[৩] ঐ সমায় বৈথনিয়া গেরামত শিমোন (যার কুষ্ঠ রোগ আছিলেক), উঁয়ার বাড়িত যীশু বসি আছিলেক। যীশু য্যেলা খাবার ধরিলেক, স্যেলা একটা বেটিছাওয়া সাদা শিলের বানা শিশিত করি খুব দামী আর খাটি আতর আনিলেক। আর ঐ শিশিটা ভাঙিয়া বেটিছাওয়াটা কী করিলেক? যীশুর মাথার উপরত আতর ঢালি দিলেক। [৪] স্যেলা ওটেকোনা যায় যায় আছিলেক উমরা খুব গোসা হয়া কওয়া-কুয়ি করির নাগিলেক, "কী রে! আতরটা বেকার নষ্ট করিলেক ক্যেনে?
[৫] এইটা বেচাইলে তো ম্যেল্লা দাম হইলেক হয়। নাই করি একটা মানষির এক বছরের কামাইয়ের টাকা। এই টাকা গরিব মানষিক দেওয়া গেইলেক হয়।" এই নাকান করি কয়া বেটিছাওয়াটাক গালি দিবার নাগিলেক।

৬ স্যেলা যীশু কইলেক,
“তোমরা থামো। ক্যেনে উঁয়াক দুঃখ দিবার নাগচেন? উঁয়ায়
তো মোর বাদে ঠিকেই কাম করিচে। ৭ গরিব মানষিলা সৌগ সমায়
তোমারলার মাঝত থাকিবে, যেলা ইচ্ছা স্যেলা উমারলাক সাহায্য
করির পাইবেন। কিন্তুক মুই তোমার নগত সৌগ সমায় থাকিম না।
৮ উঁয়ার সাইধ্য মতন কাম করিচে। মরি যাওয়ার পাছত মোর দেহা
কবরত থোয়া যাইবে। এই বাদে বেটিছাওয়াটা মোক আগেহাতে
আতর ঢালি দিয়া সাজেবার নাগচে।* ৯ মুই তোমারলাক সচাং
করি কবার নাগচুং, দুনিয়ার যেটেকোনা ঈশ্বরের দেওয়া ভাল খবর
পরচার করা হইবে, ওটেকোনাও বেটিছাওয়াটার এই কামের কতা
কয়া মানষি উঁয়াক মনে করিবে।”

## শত্রুর হাতত দেওয়ার চুক্তি

(মথি ২৬:১৪-১৬; লূক ২২:৩-৬)

১০ আর ইঁয়ার পাছত যীশুর বারোজন চেলার মাঝত যুদাস
ইস্কারিয়োৎ নামে এক জন চেলা যীশুক শত্রুর হাতত ধরে দিবার
বাদে পরধান বামনলার টে গেইলেক। ১১ উঁয়ার কতা শুনি বামনলা
খুব খুশি হয়া উঁয়াক টাকা দিবার কতা দিলেক। স্যেলা যুদাস ধরে
দিবার বাদে সুযোগ খুজিবার নাগিলেক।

## ভোজের বেবস্থা

(মথি ২৬:১৭-২৫; লূক ২২:৭-১৪,২১-২৩; যোহন ১৩:২১-৩০)

১২ দুই দিন পাছত, বিশেষ রুটির পার্বনের সাত দিনের পইলা
দিন হইলেক। (ঐ দিনত ভেড়ার বাচ্চা বলি দেওয়া হয়।) এই বাদে

*১৪:৮ যিহূদীলার নিয়ম এই নাকান আছিলেক। আরো দেখ: মার্ক ১৬:১

printdraft-RWB-MRK -- 2009.08.16 -- 00:53



চেলালা যীশুক পুচ করিবার নাগিলেক, “তোমার বাদে ভোজের
বেবস্থা কোটেকোনা করিমো?”
১৩ স্যেলা যীশু দুইজন চেলাক কইলেক, “তোমরা গঞ্জত যাও।
ওটেকোনা যায়া দেখিবেন একটা মানষি কলসিত করি জল নিয়া
যাবার নাগচে। তোমরা উঁয়ার পাছে পাছে যাও। ১৪ উঁয়ায় যেই বাড়িত
সোন্দাইবে, ঐ বাড়ির মালিকক কন, ‘গুরু কইচে, ভেড়ার বলির
ভোজ মুই যাতে চেলালার নগত খাবার পাং, ঐ ডারি ঘরটা কোটে?’
১৫ স্যেলা মালিকটা দোতলাত বড় একটা সাজা ঘর দেখেয়া দিবে।
ওটেকোনা ভোজের সৌগ কিছুই তোমরা বানান।”
১৬ স্যেলা চেলালা যায়া গঞ্জত সোন্দাইলেক। আর যীশু যেই নাকান
কইচে, ঐ নাকান সৌগ দেখির পাইলেক। চেলালা ভোজের সৌগ কিছু
বানেবার নাগিলেক।
১৭ সইন্দা হওয়ার পাছত যীশু বারোজন চেলাক নিয়া ভোজের
বাড়িত গেইলেক। ১৮ উমরা য্যেলা খাবার ধরিলেক স্যেলা যীশু
কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং কবার নাগচুং। তোমারলার
মাঝিলাত একজন মোক শত্রুর হাতত ধরে দিবে, উঁয়ায় মোর নগত
খাবার ধরচে।
১৯ চেলালা উদাস হয়া একজনের পাছত আরেক জন আসিয়া পুচ
করিবার নাগিলেক, “মুই নোঁয়াং তো?”
২০ যীশু উমারলাক কইলেক, “তোমারলার বারোজনের মাঝিলাত
এক জন, যায় মোর নগত খাওয়া-দাওয়া করির ধরচে। ২১ বাছাই
করা মানষিটার সমন্দে পবিত্র শাস্তরত যেই নাকান নেখা আছে, মুই
তো ঐ নাকান করি মরি যাইম, কিন্তুক হায় যেই মানষিটা মোক শত্রুর
হাতত দিবে! সেই মানষিটার উবজন না হইলে ভাল হইলেক হয়।”

## পরভুর ভোজ

(মথি ২৬:২৬-৩০; লূক ২২:১৪-২৩; ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৫)

২২ খাওয়া-দাওয়া চলিবার নাগচে, এই নাকান সমায় যীশু একখান
রুটি নিয়া ঈশ্বরক ধন্যবাদ দিলেক, আর রুটিখান টুকরা টুকরা করিয়া
চেলালার হাতত দিলেক, কইলেক, "এই নেও, এইখান মোর সঁপে
দেওয়া দেহা।"
২৩ ইঁয়ার পাছত একটা নোটা নিয়া ঈশ্বরক ধন্যবাদ দিয়া চেলালাক
দিলেক। উমরা সগায় ঐ নোটা হাতে খাইলেক। ২৪ যীশু উমারলাক
কইলেক, "এই মোর অক্ত যা ম্যেল্লা মানষির বাদে গতে দেওয়া
হইবে। এই দিয়া ঈশ্বর আর মানষির মইদ্ধত পরিত্রানের চুক্তি চালু
করা হইবে।* ২৫ তোমারলাক সচাং করি কবার নাগচুং, মুই এই
আংগুরের রস এলা আর খাইম না। কিন্তুক ঈশ্বরের রাইজ্য যেলা
আসিবে, স্যেলা নয়া করি আংগুরের রস খাইম।"
২৬ ইঁয়ার পাছত কীর্তন করিয়া জলপাই পাহাড়ত চলি গেইলেক।

## পিতর কিরা করিলেক

(মথি ২৬:৩১-৩৫; লূক ২২:৩১-৩৪; যোহন ১৩:৩৬-৩৮)

২৭ যীশু উঁয়ার চেলালাক কইলেক, "তোমরা সগায় বিশ্বাস হারেয়া
মোক ছাড়ি দিবেন! ক্যেনেনা পবিত্র শাস্তরত নেখা আছে,
'মুই ভেড়ার আখোয়ালক ঘাত করিম,

*১৪:২৪ মোশি পুরানা চুক্তি বানাইচে পশুর অক্ত দিয়া (দেখ: যাত্রা বই ২৪:৭-১১), কিন্তুক পশুর অক্তের বদলে যীশু নিজেই অক্ত দিয়া নয়া চুক্তি বানাইচে। এই বাদে পশুর অক্তের দরকার নাই (দেখ: ইব্রীয় ৯:১৮-২৪)।

আর ভেড়ালা চাইরো পাকে ছড়ি পড়িবে।’#

২৮ “কিন্তুক মরনক জয় করি ঈশ্বর মোক বত্তে তোলার পাছত মুই
তোমারলার আগত গালীল প্রদেশত যাইম।”

২৯ স্যেলা পিতর কইলেক, “সগায় বিশ্বাস হারেয়া তোমাক ছাড়ি
দিলেও, মুই ছাড়িবার নোঁয়াং।”

৩০ যীশু উঁয়াক কইলেক, “তোক মুই সচাং করি কবার নাগচুং,
আজি ভোর রাতিত মুরগা দুইবার ডাকিবার আগত, তুই তিনবার কবু
যে মোক তুই চিনিস না।”

৩১ পিতর আরো জোর দিয়া কবার নাগিলেক, “মোক যদি তোমার
নগত মরিবার নাগে, তাঙো মুই এই নাকান করি না কইম যে, তোমাক
মুই চিনং না।” চেলালা সগায় একে নাকান কতা কইলেক।

## গেৎশিমানী বাগানোত যীশু পারথনা করিলেক

(মথি ২৬:৩৬-৪৬; লূক ২২:৩৯-৪৬)

৩২ ইঁয়ার পাছত যীশু আর উঁয়ার চেলালা গেৎশিমানী নামের
একখান জাগাত আসিলেক। উঁয়ায় চেলালাক কইলেক, “মুই যতক্ষণ
পারথনা করং, তোমরা এটেকোনা বসি রন।”

৩৩ এই নাকান করি কয়া যীশু পিতর, যাকোব আর যোহনক নিজের
নগত নিয়া গেইলেক। আর মনত খুব চিন্ চিন্ করা বিষে কষ্ট পাবার
নাগিলেক। ৩৪ উঁয়ায় কইলেক, “দুঃখে মোর পরান বিরি যাবার
নাগচে। তোমরা এটেকোনা সজাগ থাকেন।”

৩৫ ইঁয়ার পাছত যীশু খানেক দূরত যায়া মাটিত উবুর হয়া পারথনা
করিবার নাগিলেক, যদি সম্ভব হয়, দুঃখের সমায়টা উঁয়ার বগল
থাকি দূর হউক। ৩৬ উঁয়ায় কইলেক, “বাবা, বাপধন মোর, তোর টে

#**১৪:২৭** দেখ: সখরিয় ১৩:৭

সৌগ সম্ভব। এই দুঃখের বোঝ মোর টে হাতে তুই নিয়া যা।* তাঙো
মোর ইচ্ছা মতন না হউক, তোর ইচ্ছাতে হউক।"
৩৭ ইঁয়ার পাছত যীশু চেলালার টে ঘুরিয়া আসি দেখিলেক যে,
উমরা নিন্দোত পড়িচে। উঁয়ায় শিমোন পিতরক কইলেক, "কিরে!
তুই নিন গেইচিস? এক ঘণ্টা কী তুই জাগনা থাকির না পাইস?
৩৮ তোমরা জাগনা থাকেন, আর পারথনা করেন, যাতে ফান্দোত
না পড়েন। মনের ইচ্ছা আছে কিন্তুক দেহাটা নিঃশপ্তা।"
৩৯ পাছত যীশু যায়া একে নাকান করি পারথনা করিবার নাগিলেক।
৪০ আরো ঘুরি আসি দেখিলেক যে, উমরা নিন্দোত পড়িচে। ক্যেনেনা
উমার দুই চখু নিন্দে ঢুলিবার নাগচে। চেলালা যীশুক কী কইবে,
ভাবিবার পাইলেক না।
৪১ তিন বারের বার ঘুরি আসি উঁয়ায় উমারলাক কইলেক, "এলাও
তোমরা কী নিন্দোত জিরিবার নাগচেন? হইচে! সমায় আসি গেইচে।
দেখো! বাছাই করা মানষিটাক এলায় পাপী মানষির হাতত ধরে
দেওয়া হইবে। ৪২ উঠো, চলো হামরালা যাই। যায় মোক শত্রুর হাতত
ধরেয়া দিবে, উঁয়ায় আসিচে।"

## শত্রুলার হাতত পরভু যীশু

(মথি ২৬:৪৭-৫৬; লূক ২২:৪৭-৫৩; যোহন ১৮:২-১২)

৪৩ এই কতা কবার শ্যেষ না হইতে যুদাস ওটেকোনা আসিলেক।
(বারোজন চেলার মাঝিলাত উঁয়ায় একজন।) উঁয়ার নগত ম্যেল্লা
মানষি ছোরা আর নাটি নিয়া আসিলেক। পরধান বামনলা, ধর্মগুরুলা
আর বুড়া নেতালা, এই মানষিলাক প্যেঠেয়া দিচে। ৪৪ যীশুক ধরেয়া
দিবার বাদে যুদাস একটা চিন্ ঠিক করিয়া দিচে। উঁয়ায় কইচে, "মুই

*১৪:৩৬ গ্রীক ভাষাত: এই খোরাটা মোর টে হাতে তুই নিয়া যা।

যাক চুমা দিম, উঁয়ায় সেই মানষিটা। তোমরা উঁয়াক ধরেন আর
পাহারা দিয়া নিয়া যান।”
৪৫ যুদাস একেবারে সোজা-সুজি যায়া যীশুক কইলেক, “গুরু!”
আর উঁয়াক একটা চুমা দিলেক। ৪৬ আর ঐ মানষিলা যায়া যীশুক
ধরিলেক। ৪৭ যেইল্লা মানষি যীশুর বগলত খাড়া হয়া আছিলেক,
উমারলার মাঝিলাত একজন, উঁয়ার ছোরা বির করিয়া, মহাপণ্ডিতের
চাকরের কানটা কাটিয়া ফেলাইলেক।
৪৮ যীশু স্যেলা ঐ মানষিলাক কইলেক, “মুই কী ডাকু, মোক
ধরিবার বাদে ছোরা নাটি নিয়া আইসচেন? ৪৯ মুই তো পতিদিনে
তোমারলার মাঝিলাত মন্দিরত শিক্ষা দিচুং। স্যেলা তোমরা মোক
ধরেন নাই ক্যেনে? কিন্তুক পবিত্র শাস্তরের কতা পূরণ করির বাদে
এইটা হইলেক।”
৫০ আর ঐ সমায় চেলালা উঁয়াক ছাড়ি পালেয়া গেইলেক।*
৫১ একটা গাবুর চেংড়া খালি একখান গামছা পিন্দিয়া যীশুর পাছে
পাছে যাবার ধরিলেক। আর মানষিলা উঁয়াক য্যেলা ধরিলেক,
৫২ স্যেলা উঁয়ায় গামছাখান ছাড়ি দিয়া নেংটা হয়া পালে গেইলেক।#

## মহাসভার আগত পরভু যীশু

(মথি ২৬:৫৭-৬৮; লূক ২২:৫৪,৫৫, ৬৩-৭১; যোহন ১৮:১৯-২৪)

৫৩-৫৪ সেই মানষিলা যীশুক নিয়া মহাপণ্ডিতের ওটেকোনা
গেইলেক। ওটেকোনা পরধান বামনলা, বুড়া নেতালা আর ধর্মগুরুলা

---

***১৪:৫০** এই নাকান করি সখরিয় ভাববাদীর কতা পূরণ হইচে (সক্রিয় ১৩:৭; দেখ: মথি ২৬:৩১)।

#**১৪:৫২** দেখ: আমোষ ২:১৬

একে টে জড়ো হইলেক। পিতর দূরত থাকি যীশুর পাছে পাছে যাবার নাগিলেক, যাইতে যাইতে মহাপণ্ডিতের আগিনাত যায়া সোন্দাইলেক। ওটেকোনা পাহারা-দারলার নগত অগুন পোহেবার নাগিলেক।

৫৫ পরধান বামনলা আর মহাসভার সগায় যীশুক মারি ফেলের
বাদে দোষ খুজিবার নাগিলেক। কিন্তুক উঁয়ার বিরুদ্ধত কোনও দোষ
পাইলেক না। ৫৬ ম্যেল্লা মানষি মিছাং দোষ দিলেক, কিন্তুক যেইল্লা
দোষ উমরালা দিলেক, ঐল্লা ঠিক মিলিলেক না। ৫৭ স্যেলা আরো
কয়েক জন খাড়া হয়া উঁয়ার বিরুদ্ধত মিছাং দোষ দিয়া কইলেক,
৫৮ "যীশুক এই নাকান কতা কবার শুনিচি, 'মানষির বানা মন্দিরটা
মুই ভাঙি ফেলাইম, আর তিন দিনের মইদ্ধোত একটা মন্দির
বানাইম, যেইটা মানষির বানা নোঁয়ায়।' " ৫৯ তাঙো উমরা যেইল্লা
দোষ দিলেক, ঐল্লাও ঠিক মিলিলেক না।

৬০ স্যেলা মহাপণ্ডিত সগারে আগত খাড়া হয়া যীশুক পুছিলেক, "ইমরা তোর বিরুদ্ধত যেইল্লা দোষ দিবার নাগচে, এইল্লা কী সচাং? তুই কী কোনও উত্তর দিবু না?"

৬১ যীশু কিন্তুক কোনও উত্তর না দিয়া চুপ করি রইলেক। মহাপণ্ডিত আরো অইন্য প্রশ্ন পুছিলেক, "তুইয়ে কী পরমধন্য ঈশ্বরের বেটা, সেই বাছাই করা রাজা?"

৬২ যীশু কইলেক, "মুইয়ে তায়,* আর মুইয়ে বাছাই করা মানষিটা, এই নাকান করি মোকে দেখিবেন,

*১৪:৬২ যিহূদী নেতালা য্যেলা শুনিচে যে, "মুই তায়," স্যেলা উমরা রাগ হইলেক। ক্যেনেনা পুরানা নিয়মত একনায় ঈশ্বর নিজেই নাম দিচে, "যায় 'মুই আছং,' মুই তায়।" (যাত্রা বই ৩:১৪) নেতালা বুঝিচে যে যীশু নিজকে ঈশ্বর কবার নাগচে। আরো দেখ: যিশাইয় ৪১:৪; ৪৩:১০-১১।

'মহা শক্তিমান ঈশ্বরের ডাইন পাকে বসি থাকির,'# আর
'স্বর্গের ম্যেঘের উপরাত আসিবার।'#
৬৩ স্যেলা মহাপণ্ডিত যীশুক দোষি ঠাওরেয়া নিজের কাপড় চিরি
কইলেক, "আর হামাক অইন্য সাক্ষী দরকার নাই! ৬৪ তোমরা তো
শুনিলেন, উয়ায় নিজক এই নাকান কয়া ঈশ্বরের নিন্দা করিলেক!
তোমরা কী সিদ্ধান্ত নিলেন?" উমরা সগায় ঠিক করিলেক, যীশু
মরনের শাস্তি পাবার যোগ্য।
৬৫ স্যেলা কয়েক জন মানষি উঁয়ার দেহাত ছ্যেপ দিয়া অপমান
করিলেক। উঁয়ার চখুত কাপড় বান্দিয়া ডাঙেয়া কইলেক, "তোক
কায় ডাঙাইলেক, কঃ তো! তুই না এক জন ভাববাদী?" আর পাহারা-
দারলা চড় থাপড়া মারিবার নাগিলেক।

## পিতর পরভু যীশুক ভারিলেক

(মথি ২৬:৬৯-৭৫; লূক ২২:৫৬-৬২; যোহন ১৮:১৫-১৮, ২৫-২৭)

৬৬ পিতর যেলা নিচত আগিনাত আছিলেক, স্যেলা মহাপণ্ডিতের
একজন চাকরানী ওটেকোনা আসিলেক। ৬৭ উঁয়ায় পিতরক অগুন
পোহেবার দেখিলেক, আরো ভাল করি চায়া দেখি কইলেক,
"তোমরায় তো নাসরতের যীশুর নগত আছিলেন।"
৬৮ পিতর কইলেক, "তোর কতা সচাং নোঁয়ায়। মুই জানং না তুই
কী কবার নাগচিস।" এই কতা কয়া পিতর দুয়ারের বায়রাত চলি
গেইলেক। আর স্যেলায় স্যেলায় একটা মুরগা ডাকি উঠিল।
৬৯ চাকরানীটা পিতরক দেখির পায়া, স্যেলা ওটেকোনা যায়
যায় খাড়া হয়া আছিলেক, উমারলাক কইলেক, "এই মানষিটাও
উমারলার দলের একজন।"

---

#**১৪:৬২** দেখ: গীতসংহিতা ১১০:১ #**১৪:৬২** দেখ: দানিয়েল ৭:১৩

৭০ পিতর কইলেক, "না, মুই নোঁয়াং!"

ওটেকোনা যায় খাড়া হয়া আছিলেক উমরাও খানেক পাছত কইলেক, "নিশ্চয় তুই উমারলার দলের একজন, তুইও তো গালীল প্রদেশের মানষি।"

৭১ পিতর স্যেলা কিরাকারী কইলেক, "তোমরা যার সমন্দে কবার নাগচেন উঁয়াক মুই চিনং না! এইটা যদি মিছাং হয়, তাইলে ঈশ্বরের শাও মোর উপরত নামি আসুক!"

৭২ আর স্যেলায় স্যেলায় দুই বারের বার মুরগাটা ডাকিয়া উঠিলেক। যীশু যে কইচে, "মুরগা দুইবার ডাকার আগত তুই মোক তিনবার অস্বীকার করিবু," ঐ কতাটা উঁয়ার মনত পড়িলেক। স্যেলায় স্যেলায় হতাশায় কান্দির নাগিলেক।

## রাইজ্যপাল পীলাতের আগত পরভু যীশু

(মথি ২৭:১,২,১১-১৪; লূক ২৩:১-৫; যোহন ১৮:২৮-৩৮)

১৫ ১ খুব ভোর সাকালে, পরধান বামনলা, বুড়া নেতালা, ধর্মগুরুলার নগত, মহাসভার সৌগ মানষিলাক নিয়া শলা পরামর্শ করিলেক। উমরা যীশুক বান্দিয়া নিয়া রোমের রাইজ্যপালের হাতত তুলি দিলেক।* রাইজ্যপালের নাম আছিলেক পীলাত আর উয়াক রোম দ্যেশ থাকি যিহূদীলাক শাসন করির বাদে প্যেঠা হইচে।
২ স্যেলা পীলাত পুছিলেক, "তুই কী যিহূদীলার রাজা?" যীশু উত্তর
দিলেক, "হ্যাঁ, তোমরা যেই নাকান কইচেন, ঐ নাকান।" ৩ পরধান
বামনলা যীশুর নামে ম্যেল্লা দোষ দিবার নাগিলেক। ৪ এই বাদে
পীলাত যীশুক পুছিবার নাগিলেক, "তুই কী কোনও কিছুই কবু

*১৫:১ যিহূদী নেতালার বেশী ক্ষমতা নাই। উমরা রোমের শাসনত আছিলেক। যীশুক মারির বাদে রোমের রাইজ্যপালের আদেশ নিলেক।

না? দেখেক তো! তোক কত নাকান করি দোষি করির নাগচে।”
৫ যীশু কিন্তুক কোনও কিছুই কইলেক না, এই বাদে পীলাত অচানক
হইলেক।

## পীলাত ক্রুশ-খুটাত টাঙে মারির বাদে যীশুক দিলেক

(মথি ২৭:১৫-২৬; লূক ২৩:১৩-২৫; যোহন ১৮:৩৯-১৯:১৬)

৬ বছরে বছর এই নাকান করি আসির ধরচে, ভেড়ার বলির
ভোজের পার্বনের সমায়। জেলের বন্দিলার মাঝিলাত ভিড়ের
মানষিলা একজনাক বাছাই করে আর রাইজ্যপাল পীলাত উঁয়াক
ছাড়ি দেয়। ৭ এই বছরও, পার্বনের সমায়, বারাব্বা নামে একজন
বন্দি জেলত আছিলেক। বারাব্বা তো বিদ্রোহীলার নগত থাকিয়া
একটা বিদ্রোহত মানষিক খুন করিয়া জেলত বন্দি হইচে। ৮ ভিড়ের
মানষিলা পীলাতোক আসিয়া কইলেক, “তোমরা বছরে বছরে যেই
নাকান করেন, ঐ নাকানে কর।”

৯ পীলাত স্যেলা কইলেক, “তোমরা কী চান? মুই যিহূদীলার
রাজাক ছাড়ি দিম?” ১০ পরধান বামনলা যীশুক হিংসা করিয়া উঁয়াক
পীলাতের হাতত তুলি দিচে, এইটা পীলাত জানির পায়া ভিড়ের
মানষিলার নগত কতা কইলেক।

১১ কিন্তুক পরধান বামনলা ভিড়ের মানষিলাক উসকানি দিবার
নাগিলেক যাতে উমরা যীশুর বদলে বিদ্রোহী বারাব্বাক ছাড়েয়া নিবে।

১২ পীলাত স্যেলা ভিড়ের মানষিলাক পুছিলেক, “তোমরা যাক
যিহূদীলার রাজা কন্ উঁয়াক মুই কী করিম?”

১৩ উমরালা চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, “উঁয়াক ক্রুশত দেও!
উঁয়াক ক্রুশ-খুটাত টাঙেয়া থোন!”

১৪ পীলাত কইলেক, “ক্যেনে? উঁয়ায় কী দোষ করিচে?”

ভিড়ের মানষিলা আরো জোরে জোরে চিকিরিয়া কবার নাগিলেক,
“উঁয়াক ক্রুশত দেও! উঁয়াক ক্রুশ-খুটাত টাঙেয়া থোন!”
১৫ স্যেলা পীলাত ভিড়ের মানষিলাক খুশি করিবার বাদে,
বারাব্বাক উমারলার টে ছাড়ি দিলেক। আর সিপাইলাক হুকুম
দিলেক, যীশুক নিদারুন করি চাবুক মারিয়া ক্রুশ-খুটাত টাঙে থুবার।

## যীশুক নিয়া সিপাইলার ঠাট্টা তামসা

(মথি ২৭:২৭-৩১; যোহন ১৯:২,৩)

১৬ ইঁয়ার পাছত সিপাইলা রাইজ্যপাল পীলাতের বাড়িত যীশুক
নিয়া সৌগ সিপাইলাক ডেকাইলেক। ১৭ উমরা যীশুক বাইগুনি রঙের
কাপড় পেন্দাইলেক, আর কাটার একখান মটুক বানেয়া উঁয়ার মাথাত
পেন্দেয়া দিলেক।
১৮ ইঁয়ার পাছত উমরা ঠাট্টা করিয়া কবার নাগিলেক, “যিহূদী
রাজার জয় হউক!” ১৯ আর উমরা একটা নাটি দিয়া যীশুর মাথাত
বারে বারে ডাঙের নাগিলেক। উঁয়ার দেহাত ছ্যেপ দিলেক, আর
হাংকুরা পাড়িয়া উঁয়াক সন্মান দেখের ভান করিলেক। ২০ এই নাকান
করি ঠাট্টা তামসা করিবার পাছত, উমরা উঁয়ার বাইগুনি কাপড় খুলি
ফেলেয়া, নিজের কাপড় পেন্দেয়া দিলেক। আর ক্রুশ-খুটাত টাঙেবার
বাদে নিয়া গেইলেক।

## যীশুক ক্রুশ-খুটাত টাঙাইলেক

(মথি ২৭:৩২-৪৪; লূক ২৩:২৬-৪৩; যোহন ১৯:১৭-২৭)

২১ সেই সমায় ঐ ঘাটা দিয়া শিমোন নামে কুরীণী দ্যেশের একজন
মানষি গেরাম থাকি আসিবার ধরচে। উঁয়ায় আছিলেক আলেকজাণ্ডার

আর রূপের বাপ। সিপাইলা উঁয়াক যীশুর খুটাটা উবিবার বাধ্য
করিলেক। ২২ উমরা যীশুক গলগথাত নিয়া গেইলেক। ঐ জাগাখানের
আর একটা নাম হইলেক মাথার খাপড়া।
২৩ উমরা যীশুক আংগুরের রস দিয়া বিষ কমেবার ওষুধ মিশিয়া
খাবার দিলেক। উঁয়ায় কিন্তুক খাইলেক না।

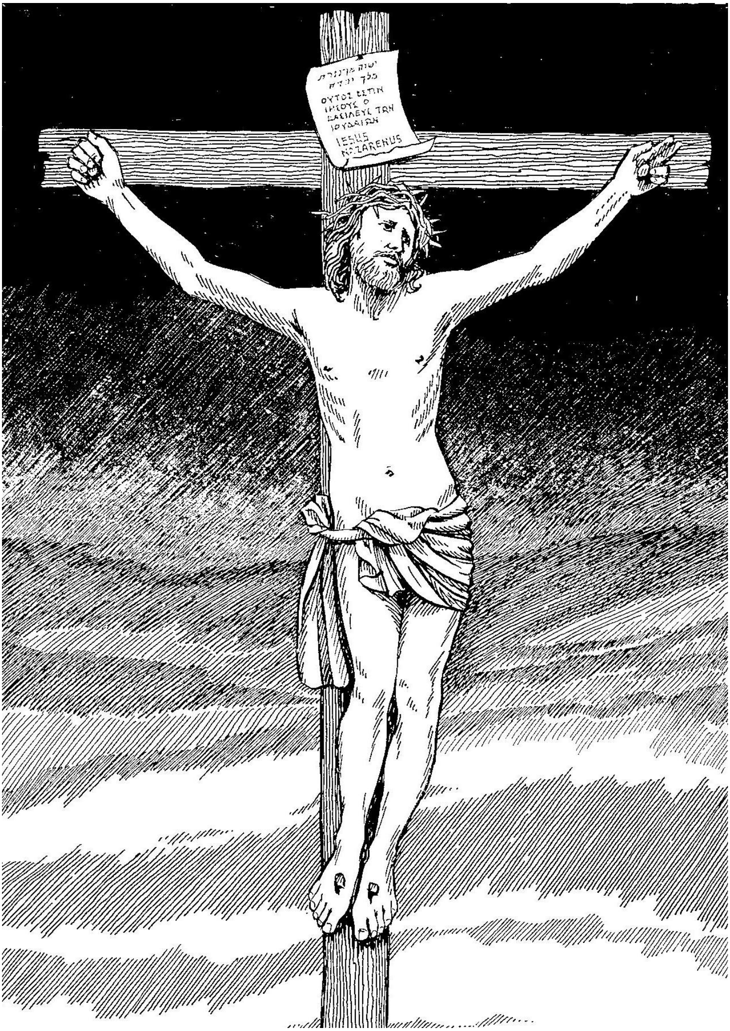

**উমরা যীশুক ক্রুশ-খুটাত টাঙেয়া থুইলেক (মার্ক ১৫:২৪)**

২৪ ইঁয়ার পাছত উমরা যীশুক ক্রুশ-খুটাত টাঙেয়া থুইলেক। স্যেলা
সিপাইলা যীশুর কাপড়লা ভাগ করি নিবার বাদে নোটারি করিলেক,#
কার ভাগ্যত কোনটা পড়ে। ২৫ সাকাল নয়টার সমায় উমরা যীশুক
ক্রুশ-খুটাত টাঙেয়া থুইলেক।

২৬ যীশুর বিরুদ্ধত, একখান সাইন বোড মাথার উপরাত
নটকেয়া থুইলেক। ওটেকোনা নেখা আছিলেক, "যিহূদীলার রাজা।"
২৭-২৮ উঁয়ার নগত দুইজন ডাকুক একজনাক ডাইন পাকে, আর
অইন্য জনক বাঁও পাকে টাঙাইলেক।*

২৯ যায় যায় ঐ ঘাটা দিয়া যাবার নাগিলেক, উমরা মাথা ঝকেয়া
ঠাট্টা করি কবার নাগিলেক, "কী রে! তুই না মন্দিরটা এলাও ভাঙিবার
ধরচিস? আর তিন দিনের মাঝত বানেবার ধরচিস? ৩০ এলা ক্রুশ-
খুটা হাতে নামি আসিয়া নিজক বত্তাও!"#

৩১ পরধান বামনলা আর ধর্মগুরুলা একজন আর একজনাক ঠাট্টা
করি কবার নাগিলেক, "উঁয়ায় তো অইন্য মানষিক বত্তাইচে, এলা
নিজক কী বত্তের পায় না? ৩২ আরে! ইঁয়ায় না বাছাই করা রাজা!
ইজ্রায়েলের রাজা না কী! ক্রুশ-খুটা হাতে নামি আসুক যাতে হামরা
বিশ্বাস করির পাই।" যীশুর নগত যাক একে নাকান করি টাঙে
থোওয়া হইচে, উমরাও যীশুক ঠাট্টা করির নাগিলেক।

---

*১৫:২৭-২৮ কিছু পাণ্ডুলিপিত এই ২৮ পদ পাওয়া যায়: ইয়াতে পবিত্র শাস্তরের কতা পূরণ হইলেক যে, "উঁয়াক দোষিলার নগত দোষি করা হইলেক। দেখ: লূক ২২:৩৭; যিশাইয় ৫৩:১২

#১৫:২৪ দেখ: গীতসংহিতা ২২:১৮

#১৫:৩০ দেখ: গীতসংহিতা ২২:৭; ১০৯:২৫

## পরভু যীশুর মরন

(মথি ২৭:৪৫-৫৬; লূক ২৩:৪৪-৪৯; যোহন ১৯:২৮-৩০)

৩৩ পাছত দুপরা বারোটা হাতে বিকাল তিনটা পর্যন্ত গোটায় দ্যেশটা
আন্ধার হয়া রইলেক। ৩৪ বেলা তিনটার সমায় যীশু জোরে চিকিরিয়া
কইলেক, "এলই এলই লামা শবক্তানী,"* ইঁয়ার মানে "ঈশ্বর মোর,
ঈশ্বর মোর, ক্যেনে তুই মোক ত্যাগ করিচিস?"#
৩৫ যেই মানষিলা বগলত খাড়া হয়া আছিলেক, উমরা এই কতাটা
শুনির পায়া কবার নাগিলেক, "শুনেন, শুনেন, উঁয়ায় ভাববাদী
এলিয়ক ডেকেবার নাগচে!"
৩৬ স্যেলা একটা মানষি দৌড়ি যায়া জল চুষি নেয় এই নাকান
জিনিসোত ট্যাঙ্গা ফলের রস ভিজিয়া,# যীশুক খাবার দিলেক একটা
নাটির মাথাত করি। উঁয়ায় কবার নাগিলেক, "থাক! দেখি, এলিয়
উঁয়াক নামেবার আইসে কী না?"
৩৭ যীশু জোরে চিকিরিয়া শ্যেষ উকাস ছাড়ি দিলেক। ৩৮ আর
যিরূশালেমের মন্দিরের পর্দা যেইখান দিয়া শুদ্ধি জাগা আর মহা
শুদ্ধি জাগা যুদা করে, ঐ পর্দা উপর হাতে নিচত ছিড়িয়া দুই ভাগ
হইলেক।* ৩৯ আর ওটেকোনা যে রোমের একজন পরধান সিপাই

---

*১৫:৩৪ এই কতা প্যালেষ্টাইন দ্যেশের এ্যারোমীয় ভাষায় যীশু কইলেক।

*১৫:৩৮ পুরানা নিয়মে মানষির বাদে শুদ্ধি জাগা, আর মহা শুদ্ধি জাগা পর্দা দিয়া যুদা করি থোয়া হয় (যাত্রা বই ২৬:৩১-৩৩)। কিন্তুক নয়া নিয়মে যীশুর মরন দিয়া মহা শুদ্ধি জাগাত সোন্দের অধিকার মানষিক দেওয়া হইলেক। দেখ: ইব্রীয় বই ১০: ১৯-২০।

#১৫:৩৪ দেখ: গীতসংহিতা ২২:১ #১৫:৩৬ দেখ: গীতসংহিতা ৬৯:২১

খাড়া হয়া আছিলেক, এই নাকান ঘটনা দেখিয়া কইলেক, "সচাং, ইয়াঁয় ঈশ্বরের বেটা আছিলেক।"
৪০ কয়জন বেটিছাওয়াও দূরত খাড়া হয়া সৌগ দেখিলেক। উমারলার মইদ্ধোত আছিলেক এই তিনজন: মগদলীনী মরিয়ম, যোষেফ আর ছোট যাকোবের মাও মরিয়ম, আর শালোমী। ৪১ যীশু
যেলা গালীল প্রদেশত আছিলেক, স্যেলা ঐ বেটিছাওয়া তিনজন যীশুর নগত সৌগ জাগাত গেইচে, আর উমরা উঁয়ার দেখাশোনা করিচে। আরো ম্যেল্লা বেটিছাওয়া যায় যায় যীশুর নগত যিরূশালেমত আসিচে উমরাও ওটেকোনা আছিলেক।

## পরভু যীশুক কবরত দিলেক

(মথি ২৭:৫৭-৬১; লূক ২৩:৫০-৫৬; যোহন ১৯:৩৮-৪২)

৪২ শুকুরবার বেলা ডুবো ডুবো সমায়, যিহূদী মানষিলা জিরানের দিনের বাদে সৌগ কিছু আয়োজনের কাম করির ধরচে [ক্যেনেনা সইন্দা থাকি জিরানের দিন শুরু।]
৪৩ স্যেলা অরিমাথিয়া গেরামের যোষেফ সাহস করিয়া পীলাতের টে যায়া পুছিলেক যে, "মহাশয়! দয়া করিয়া যীশুর মরা দেহাটা মোক দেন।" উঁয়ায় মহাসভারো সদস্য আছিলেক, আর ঈশ্বরের রাইজ্য কোন্ দিন আসিবে, সেই আশায় বাচ্চে ছিলেক।
৪৪ পীলাত অচানক হইলেক যে যীশু এত পচ করি মরি গেইলেক। সচাং করি যীশু মরিচে কী না জানির বাদে একজন সিপাই-এর পরধানক ডেকেয়া পুছিলেক।
৪৫ সিপাই-এর পরধানটা কইলেক, "হ্যাঁ, ঠিকেই মরিচে।" স্যেলা পীলাত যোষেফক যীশুর মরা দেহাটা দিলেক।

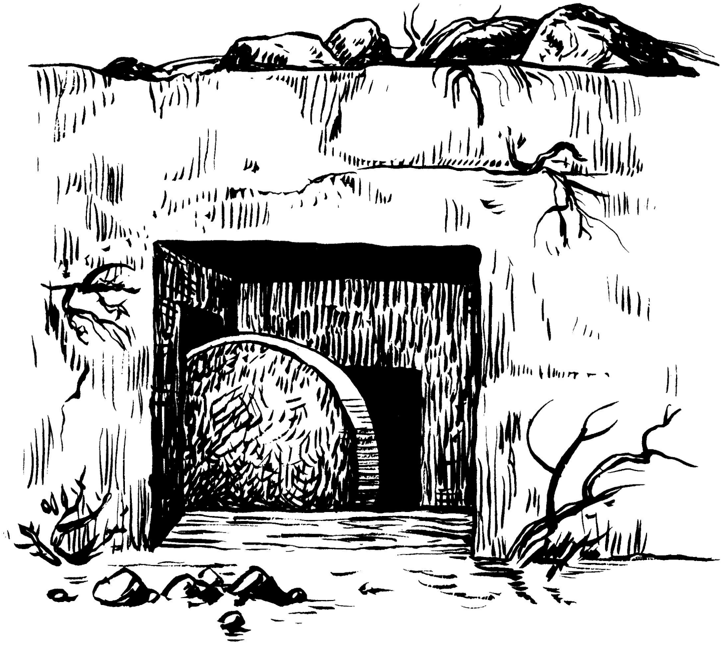

**যীশুর মরা দেহাটাক পাহাড়ের গুহার ভিতিরাত থুইলেক**

৪৬ যোষেফ যায়া কাপড় কিনি আনিলেক। যীশুর মরা দেহাটা
নামেয়া কাপড় জড়েয়া পাহাড়ের গুহার ভিতিরাত দেহাটাক থুইলেক।
ইঁয়ার পাছত একটা বড় শীল গড্ডেয়া দিলেক গুহাটার মুখত।
৪৭ আর যীশুর মরা দেহাটা কোটেকোনা থুইলেক, এইটা মগদলীনী
মরিয়ম আর যোষেফের মাও মরিয়ম দেখিলেক।

## পরভু যীশু মরনক জয় করি বত্তি উঠিলেক

(মথি ২৮:১-৮; লূক ২৪:১-১২; যোহন ২০:১-১০)

**১৬** ১ যিহূদী জিরানের দিন পার হয়া শনিবারের সইন্দা সমায়,
মগদলীনী মরিয়ম, যাকোবের মাও মরিয়ম, শালোমী,
এই তিনজন বেটিছাওয়া সুগন্ধি মলম কিনি আনিলেক যীশুর দেহাত
নাগেবার বাদে।* ২ দেওবার খুব ভোর সাকালে, বেলা উঠিতে
কালে, উমরা কবরটার ওটেকোনা গেইলেক। ৩ যাওয়ার সমায় উমরা
এক জন অইন্য জনক পুছির নাগিলেক, “কবরের মুখখান থাকি
হামারলাক শিলটা কায় সারেয়া দিবে?” ৪ শিলটা তো মস্ত বড়।
তাঙো উমরা যায়া কী দেখির পাইলেক? কায় বা ঐ শিলটাক সারেয়া
থুইচে!

৫ কবরটা হইলেক পাহাড়ের গুহাত। ঐ গুহাত সোন্দেয়া দেখিলেক,
সাদা ধপ্ ধপা কাপড় পিন্দা একটা গাবুর চেংড়া ডাইন পাকত বসিয়া
আছে। উয়ায় স্বর্গ দূতের নাকান,* এই দেখিয়া উমরা খুব অচানক
হইলেক।

৬ উঁয়ায় কইলেক, “অচানক হন না। তোমরা উঁয়াকে চান্দেবার
নাগচেন? ঐ নাসরত গেরামের যীশু, যাক ক্রুশ-খুটাত টাঙেয়া থোয়া
হইচে? উঁয়ায় তো এটেকোনা নাই, মরনক জয় করি বত্তি উঠিছে।
এটেকোনা উমরা উঁয়াক থুইয়া দিচে, আসিয়া দেখ। ৭ তোমরা

---

***১৬:১** যিহূদী নিয়মে জিরানের দিনে কাম করা ঠিক নোঁয়ায়। যীশু শুকুরবার মরিলেক, কিন্তুক যিহূদী নিয়মে সইন্দা হইলে শনিবার হয়। এই বাদে উমরা জিরানের দিন শনিবার কাম না করিয়া দেওবারে বাদ বাকি কাম করে।

***১৬:৫** এই স্বর্গ দূতক গাবুর চেংড়ার নাকান দেখা যায়। দেখ: মথি ২৮:২; লুক ২৪:৪।

দেখিয়া, পিতর আর অইন্য অইন্য চেলালাক যায়া কন, উঁয়ায় তোমারলার সগারে আগত গালীল প্রদেশত যাবার নাগচে। যেই নাকান করি কইচে, ঐ নাকান করি দেখির পাইবেন।”*

৮ আর বেটিছাওয়ালা কোনও কিছুই বুঝির না পায়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে গুহা হাতে বিরিয়া দৌড় মাড়িলেক। এত ভয় পাইলেক যে কাঙোকো কিছুই কইলেক না।*

## পরভু যীশু চেলালাক দেখা দিলেক

(মথি ২৮:৯-২০; লূক ২৪:১৩-৪৯; যোহন ২০:১১-২৩; প্রেরিত ১:৬-৮)

৯ বত্তি উঠার পাছত, দেওবার খুব ভোরে, যীশু মগদলীনী মরিয়মক
পরথম দেখা দিলেক। এই মরিয়মের ভিতিরা হাতে যীশু সাতটা
অপদেবতাক খেদাইচে। ১০ উঁয়াক দেখির পাছত মরিয়ম যায়া যীশুর
সঙ্গী-সাথীলাক খবর দিলেক। ঐ সমায় উমরা মনের দুঃখে কান্দিবার
ধরিলেক। ১১ যীশু যে বত্তি উঠিচে, আর মরিয়ম উঁয়াক দেখিচে; এই
নাকান কতা শুনিয়া উমরা বিশ্বাস করিলেক না।

১২ ইঁয়ার পাছত দুই জন চেলা গেরামত হাটি বেড়াইতে কালে
যীশু অইন্য নাকান চেহারা নিয়া দেখা দিলেক। ১৩ আর উমরা ফিরি
যায়া সৌগ চেলালাক এই খবরটা দিলেক। কিন্তুক উমরাও বিশ্বাস
করিলেক না।

১৪ ইঁয়ার পাছত এগারোজন চেলা যেলা খাবার ধরচে, স্যেলা যীশু উমারলাক দেখা দিচে। বিশ্বাসের অভাব আর উমারলার অন্তর পাষানের নাকান হওয়ার বাদে যীশু উমারলাক দাবরাইলেক।

*১৬:৭ মার্ক-এর নেখা পূরণ হইচে। দেখ: মার্ক ১৪:২৮

*১৬.৮ মার্কের নেখা বই কোনও কোনও গ্রীক পাণ্ডুলিপিত এটেকোনা শ্যেষ।

ক্যেনেনা মরন থাকি বত্তি উঠার পাছত যায় যায় উঁয়াক দেখিচে
উমারলার কতা চেলালা কিন্তুক বিশ্বাস করিলেক না।
১৫ যীশু ঐ চেলালাক কইলেক,
“তোমরা দুনিয়ার সৌগ জাগাত যাও, আর মানষির টে ঈশ্বরের
দেওয়া ভাল খবর পরচার কর। ১৬ যে কাঙোয় বিশ্বাস করে, আর
জল দিয়া দীক্ষা নেয়, উঁয়ায় পাপ থাকি মুক্তি পাবে। কিন্তুক যায়
বিশ্বাস করিবার নোঁয়ায়, উঁয়াক দোষি কয়া শাস্তি দিবে। ১৭ যায়
বিশ্বাস করে উমারলার মইদ্ধোত এই চিন্ দেখা দিবে। উমরা মোর
নামে অপদেবতা খ্যেদাবে, নয়া ভাষাত কতা কবে, ১৮ হাতত সাপ
উঠাবে, আর যদি দারুন বিষ খায় কোনয় খতি হবার নোঁয়ায়।
আর উমরা অসুকিয়া মানষির দেহাত হাত দিলে, মানষিলা ভাল
হইবে।”*

## পরভু যীশু স্বর্গত গেইলেক

(লূক ২৪:৫০-৫৩; প্রেরিত ১:৯-১১)

১৯ উমারলার নগত কতা কওয়ার পাছত পরভু যীশুক স্বর্গত
উঠেয়া নেওয়া হইলেক। ওটেকোনা ঈশ্বরের ডাইন পাকে বসিলেক।
২০ চেলালা যায়া সৌগ জাগাতে ঈশ্বরের দেওয়া ভাল খবর পরচার
করিবার নাগিলেক। আর পরভু উমারলার নগত কাম করিতে করিতে
চিন্‌লা দিয়া ভাল খবরটা যে সচাং, এইটা পরমান করিবার নাগিলেক।

*__১৬:১৮__ হামরা মানষি, ঈশ্বরক হামারলার পরীক্ষা করা ঠিক নোঁয়ায়। এইল্লা চিন্ ঘটিবার পায়, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে। কিন্তুক আত্তিক চিন্ কয়া পত্তি বিশ্বাসীর জীবনত এইল্লা দেখে দেওয়া ঠিক নোঁয়ায়। মথি ৪:৫-৭; ২৪:২৩-২৭